

ধারণ করে, প্রীতি ও তজ্জপ, তিন্ন তিন্ন মনুষ্যে তিন্ন তিন্ন আকার ধারণ করে। প্রীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদেরই এই কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্তব্য। যাহাকে আমি ভাল বাসি সে অন্যকে ভাল বাসিবে না, কেবল আমাকেই ভাল বাসিবে, এমন ইচ্ছা করা অন্যায়। অবিহিত ও অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার জন্য প্রীতি করা কর্তব্য নহে। প্রিয় ব্যক্তির অনুরোধে আমাদেরই ধর্ম তাবকে সঙ্কুচিত করা উচিত হয় না। প্রিয় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে দোষ-শূন্য মনে করিয়া তাহাকে আমাদেরই উপাস্য পুতলিকা করা কর্তব্য নহে। আমাদেরই চিত্তকে কোন মর্ত্য প্রীতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে দেওয়া উচিত হয় না। প্রীতির এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে সক্ষম হই। যদি প্রীতি কি পদার্থ জানিতে ইচ্ছা কর তবে জীবিতকে জিজ্ঞাসা কর জীবন কি পদার্থ; ঈশ্বরতত্ত্বকে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর কি পদার্থ। প্রীতি দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করি। ঈশ্বর যেমন তত্ত্বগণের হৃদয়-কুটীরে দর্শন দেন, তেমনি জ্ঞানির আত্মরূপ শোভনতম প্রাসাদে সেক্ষপ দর্শন দেন না। যখন সামান্য প্রীতি ও অতি সুখের বিষয়, যখন স্নেহের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার বিশুদ্ধ সুখের কারণ হয়, তখন যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দর তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা আমাদেরই প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক ভাব তাঁহাতে অর্পণ করা কৃত সুখের বিষয় না হয়। প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সংস্কারের জীবন, প্রীতি ধর্ম-প্রচারের একমাত্র উপায়। যদি প্রচার কার্যে ব্যাঘাত দিবার জন্য শত সহস্র শত্রু খড়্গ-হস্ত হইয়া আমাদেরই প্রতি ধাবিত হয় তথাপি তাহা-

দিগের প্রতি প্রীতি তাব যেন আমাদেরই হৃদয়কে পরিত্যাগ না করে। বিদ্বেষ এবং কটু কাটব্য ও কবল ব্যবহার দ্বারা একটি ব্যক্তিকেও ধর্মে আনয়ন করা যায় না, প্রীতি দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ধর্মে আনয়ন করা যায়। হে পরমাত্মন! প্রীতি দ্বারা ধর্ম প্রচার করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছ, সে ভার সম্যকরূপে পালন করিবার ক্ষমতা এ অকিঞ্চনকে প্রদান কর। অন্যান্য রাজী মহাত্মারা অধ্যাত্ম-যোগে মহোচ্চ সত্য সকল ঘোষণা করুন, অথবা কর্তব্য জ্ঞানে বিরাজিত ঈশ্বরের প্রভাব কীর্তন করুন, এ অকিঞ্চনের এই কার্য হউক যেন কেবল প্রীতিরূপ সুকোমল উপায় দ্বারা তোমার ধর্ম প্রচার করে। এই অকিঞ্চনের দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্মে প্রীতি ভাবের বিশিষ্ট রূপ সঞ্চার কিয়ৎ পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, এই অকিঞ্চন যেন চির কাল সেই মধুর কার্যে নিযুক্ত থাকে। যৌবনে তোমার প্রীতি কীর্তন করিয়াছি, প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার প্রীতি কীর্তন করিয়াছি; এক্ষণে বয়স ক্রমে অধিক হইতে চলিল, সংসারের শীতল ভাব যেন আমার আত্মাতে প্রবেশ না করে। আমি যেন তোমার প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিস্তার কার্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকি। যেখানে বিবাদের প্রবল তরঙ্গ উদ্ভিত হইতে দেখি, সেখানে “বিগত বিবাদং” যে তুমি তোমাকে স্মরণ করিয়া সেই বিবাদ প্রশমনে যেন আমি যত্নবান হই। যদিও আমি সে পবিত্র কার্যে সুসিদ্ধি লাভ নাও করিতে পারি তথাপি তাহাতে যেন ক্ষুণ্ণ না হই। সতত তোমার প্রীতি যেন আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকে। প্রীতি আমার বাক্যকে মধুময় করুক; প্রীতি আমার কার্যকে মধুময় করুক।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত ব্রহ্মসূত্র।

পৌষ ১৭৮২ শক।

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের প্রতি যে সকল করুণার চিহ্ন অহরহ বর্ষণ করিতেছ তাহার জন্য আমরা একান্ত মনে তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। সকল প্রকার নির্দোষ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। দর্শন-জনিত সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুন্দর দিবালোক বাহা স্বীয় মনো-হর আলিঙ্গন দ্বারা সমস্ত জগতকে কৃতার্থ করে, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। সুরম্য চন্দ্রালোক বাহা সজন নগর ও বিজন গহনকে কবিত্ব ভাবে ভূষিত করিয়া রমণীয় করে, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রত্ন-মাণি-খচিত অম্বর দর্শন জনিত সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। প্রাতঃকালে শিশুর বিন্দু রূপ মুক্তা-মালা-ধারিণী কুমুম-কুন্তলা ধরণীকে দর্শন করিয়া আমরা যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি তজ্জন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা পুষ্প প্রদান করিতেছি। নয়ন-রঞ্জন আরক্ত উষা জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ললাটে একটি মাত্র তারা-রত্ন-ধারিণী গোখলীর মধুর স্নান সৌন্দর্য্য জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। বসন্ত কালের নব পত্র নব ক্রম ও নব নব কলিকা জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শরত কালের হরিত বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের মনোহর লহরী-লীলা দর্শন জনিত সুখ জন্য কৃতজ্ঞ হইতেছি। মনুষ্য-রচিত শিপি সৌন্দর্য্য জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দর্শন জনিত সুখ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ

হইতেছি। অমৃত কলের আশাদ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উদ্যান ও উপবনের প্রাণ-আহ্লাদকর সৌরভ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। বীণা, বেণু ও হৃদয়ের মধুর ধনি ও হৃদয়-দ্রবকারি সংগীত স্বর জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিদাঘ কালের মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। সকল প্রকার নির্দোষ ইন্দ্রিয় সুখ জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা পুষ্প প্রদান করিতেছি। ইন্দ্রিয় সুখ অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নতোমণ্ডলে উৎকৃষ্ট ছুরবীক্ষণ নিয়োগ করত তোমার উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব আমরা পর্যালোচনা করিয়া যে মহদানন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তরু গুল্ম লতায় প্রদর্শিত তোমার শিপি নৈপুণ্য আলোচনা করিয়া যে পবিত্র আনন্দ আমরা উপভোগ করি, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তর সকলেতে তোমার হস্ত-লিখিত মহাকাব্য পাঠ করিয়া যে অভূত আনন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মনোরাজ্যে পরিব্যক্ত তোমার আশ্চর্য্য সু-স্থূক্ষ-কৌশল-বর্ণনা-কারী মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়া যে বিস্ময়-রস উপভোগ করি তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পুরাণে মহেশ্বর পারাক্রান্ত প্রদর্শক মহাত্মাদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া যে অভূত আনন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার মহিমা গান করিতেছি। সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে যে আনন্দ আমরা প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মানুত

পান দ্বারা আমরা কি প্রগাঢ় অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করি। পরোপকার জনিত সুখ কি মধুর! নিরন্তর অন্ন দান দ্বারা আমাদিগের ভোজন-সুখ কতই না বর্দ্ধিত করি। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিয়া তুমি যে সকলের আশ্রয় তোমার মঙ্গল স্বরূপ কতই না স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। অজ্ঞানকে ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া আনন্দ-সাগরে আমরা কতই না ভাসমান হই। এ সকল পরম পবিত্র সুখ জন্য তোমাকে প্রণত ভাবে কৃতজ্ঞতা পুষ্প উপহার প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। এ সকল সুখের জন্যও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তোমাতে নির্ভর করিয়া তোমাতে আশ্রয় অর্পণ করিয়া যে বাক্যের অতীত সুখ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা কি প্রকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব! আমাদিগের কি ক্ষমতা যে সেই স্বর্গীয় অলৌকিক সুখের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের মনে প্রতিভাত হইয়া যে অনির্বচনীয় আনন্দে তাহাকে প্রাবিত কর, ইচ্ছা হয় সেই আনন্দ আমরা দিবা নিশি আন্বাদন করি; কিন্তু আমাদিগের অপবিত্রতা সেই আনন্দকে উপভোগ করিতে দেয় না। কত বার এই রূপ ইচ্ছা হয় তোমার পথের একান্ত পথিক হই কিন্তু পাপ মতির বশতাপন্ন হইয়া আমরা তোমা হইতে দূরে পতিত হই। নাথ! আমাদিগের এ প্রকার দুর্গতি কত দিবস থাকিবে। কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। পরমেশ! পাপ তাপে জর্জরীভূত হইয়া পতিত পাবন যে তুমি তোমার নিকট পলায়ন করিতেছি। পক্ষি-শাবক যেমন বিপদে পতিত হইলে মাতার নিকট আশ্রয় লইবার জন্য পলায়ন

করে, আর সেই মাতা যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া তদ্বারা সেই শাবকগণকে আশ্রয় প্রদান করে সেই রূপ তুমি আমাদিগকে স্বীয় মঙ্গলময় পক্ষের আশ্রয় প্রদান কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববিদ্যা।

চতুর্থ খণ্ড—সাধন-প্রকরণ।

প্রথম প্রকরণ।

কোন লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে তজ্জন্য সাধকের চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন তিনের সামঞ্জস্য আবশ্যক হয়। ১।

লক্ষ্যসাধন-বিশেষের অর্থানর্থ দোষ-গুণ কলাকল প্রভৃতি অগ্রে চিন্তা দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যিক; চিন্তা দ্বারা যখন স্থির হয় যে, অমুক লক্ষ্য-সাধন অর্থশালী গুণশালী এবং শুভফলদর্শী, তখন তাহার প্রতি কাষে কাষেই স্পৃহার উদ্রেক হয়, এবং স্পৃহার উদ্রেক হইলে তাহার প্রতি কাষে কাষেই যত্নের সমাধান হয়।

লক্ষ্য-সাধনোদ্দেশ্যে উপায় অবলম্বন করিবার নামই যত্ন। যে সে উপায় অবলম্বন করিলেই যে আমরা লক্ষ্য-সাধনে কৃতকার্য হইতে পারি, তাহা নহে; লক্ষ্য-সাধন করা যদি আমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে আমাদের কর্তব্য এই যে আমরা চিন্তার পরামর্শ অনুসারে বিহিত উপায় অবলম্বন করি, এবং স্পৃহার ইন্দ্রিত অনুসারে সুন্দর উপায় অবলম্বন করি, এই রূপে চিন্তা এবং স্পৃহা উভয়ের সহিত সামঞ্জস্য মতে যত্নকে নিয়োগ করি; নচেৎ যত্ন যদি চিন্তার পরামর্শ অবহেলা করত অবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যথা-সময়ে বাধা বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়া

অবশ্যই তাহাকে তাহার কল তোগ করিতে হইবে; কিয়া যদি স্পৃহার ইঙ্গিত অমান্য করত নীরস উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে প্রতিপদে কঠোরতায় আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই তাহাকে লক্ষ্য-সিদ্ধির আশা পরিত্যাগে বাধ্য হইতে হইবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, চিন্তার মঙ্গলা এবং স্পৃহার উত্তেজনা, এ দুয়ের সহিত সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে যত্নের উদ্যম কদাপি সমুচিত রূপে সফল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

পরমাত্মা লক্ষ্য, জীবাত্মা সাধক, জড়-প্রকৃতি বাধক; জড়-প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করিয়া উত্তরোত্তর পরমাত্মার সহবাস লাভ করাই সিদ্ধি। ২।

বিষয়-চিন্তা-রূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-চিন্তাকে, বিষয়-স্পৃহা-রূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-স্পৃহাকে, বিষয়-লাভার্থ যত্নরূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-লাভার্থ যত্নকে, যত আমরা অত্যাধিক পূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, ততই আমরা পারমার্থিক সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইব।

আমাদের লক্ষ্য যে রূপ, তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ সেই রূপ হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি নীচ হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ নীচ হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি মহান হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ মহান হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল রূপে পরিণত হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি অসত্য কদর্য্য এবং অমঙ্গল হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও

ক্রমশঃ অসত্য কদর্য্য এবং অমঙ্গল রূপে পরিণত হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি জড় হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ জড় হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি চেতন হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ চেতন হইতে থাকি; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্যের প্রসাদে এবং সাধনের প্রভাবে, উভয় কারণে, আমরা সিদ্ধি লাভে সমর্থ হই। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হই, তবে তাহাতে আমরা যে রূপ কৃত্য-বৃত্তি লাভ করিতে পারি সে রূপ আর কিছুতেই নহে। কেন না সত্যত্ব নিত্যত্ব ঐক্যত্ব সৌন্দর্য্য মঙ্গল-ভাব জ্ঞান প্রেম মহত্ত্ব পবিত্রতা প্রভৃতি যত প্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ আছে পরমাত্মা সমুদায়েরই পরম আশ্রয়।

তৃতীয় প্রকরণ।

প্রথমতঃ চিন্তা কর্তব্য। ৩।

চিন্তা দ্বারা যে পর্য্যন্ত না আমরা আবির্ভাব-রাজ্য হইতে ভাব-রাজ্যে উপনীত হইতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞান-পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। আবির্ভাব হইতে ভাবে আরোহণ করিবার যে প্রণালী, তাহা এক জন অজ্ঞান শিশুকেও শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয় না; কেন না প্রত্যেক শিশুই মাতা পিতা প্রভৃতির কার্যাদি দর্শন এবং বাক্যাদি শ্রবণ রূপ দ্বারা দিয়া তাহারদের মনোনিহিত অদৃষ্ট এবং অজ্ঞাত স্মৃতিপ্রায় সকল ক্রমশঃ অবগত হইতে থাকে। আবির্ভাব অবলম্বন পূর্বক ভাবোপার্জনের প্রণালী-বিষয়ে ঈশ্বর কালাবধি মনুষ্যের এই যে অশিক্ষিত পটুতা, ইহার মূল কি এক বার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। কোন আবির্ভাব দেখিলে তা-

হাতেই কেন না আমরা নিরন্তর থাকি, তাবের জন্য ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন কি? ইহার কেবল এই মাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, তাব এবং আবির্ভাব উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-ঘটিত একটি মূল আদর্শ প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মাতেই বীজ-রূপে নিহিত আছে; সেই আদর্শের প্রস্ফুটন এবং পরিচালন সহকারেই আমরা যাবতীয় আবির্ভাব সকলের মধ্যে তাবের নিদর্শন উপলব্ধি করিয়া থাকি; নতুবা আমাদের আপনাদের কার্যাদি আবির্ভাব-সকলের সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রবর্তক তাব-সকল যে কপ, অন্যের কার্যাদি আবির্ভাব সকলের সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রবর্তক তাব সকলও সেই কপ হইবে, এ সন্ধানটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? তাব এবং আবির্ভাব উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-ঘটিত মূল আদর্শ যদি আমাদের অন্তরে সুগভীর রূপে মুদ্রিত না থাকিত, তাহা হইলে সমুদায় জগৎ অন্ধেষণ করিয়া বেড়াইলেও আমরা সে সন্ধানের কণামাত্র আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না। গণিত বিদ্যার একটি সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যেমন এক জন অজ্ঞ কৃষকও বুঝিতে পারে যে, একটি দ্রব্যের মূল্য যদি এক টাকা হয় তবে দুইটি দ্রব্যের মূল্য অবশ্য দুই টাকা হইবে; সেই কপ তত্ত্ব-বিদ্যার একটি সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক জন শিশুও বুঝিতে পারে যে, আমার অন্তঃকরণের সন্তোষ অসন্তোষ প্রভৃতি তাব-সকল দ্বারা যেমন আমার হাস্য ক্রন্দনাদি আবির্ভাব সকল প্রবর্তিত হয়, সেই কপ অন্য ব্যক্তিদিগের কথা বাস্তব আকার ইন্দ্রিত প্রভৃতিও তত্ত্বপযোগী আন্তরিক তাব-সকল দ্বারা প্রবর্তিত হয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে শিশুর ন্যায় ঐ কপ অশিক্ষিত সহজ প্রণালী অনুসারেই মনুষ্য-জাতি ঈশ্বরের সত্তা এবং

অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে। শিশু যেমন মাতা পিতার আকার ইন্দ্রিত এবং কার্যাদির অত্যন্ত ক্রমশঃ তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় সকলকে মুর্তিমান দেখিতে পায়, সেই রূপ মনুষ্য-জাতি জগতের অত্যন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে ক্রমশঃ মুর্তিমান দেখিতে পায়। অপিচ শিশু যেমন আবশ্যক মতে সম্মুখবর্তী সামগ্রী বিণেষের প্রতি অনারাসে হস্ত প্রসারণ করে, অথচ কি প্রণালী অনুসারে সে ও কপ করিতে সমর্থ হইতেছে, সে বিষয়ের সে কিছুই জানে না; কেবল দেহতত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই ব্যক্তি-বিশেষ তাহার তথ্য অবগত হইতে পারেন; সেই কপ মনুষ্য-জাতি আবশ্যক মতে অনারাসে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকে, অথচ কি প্রণালী অনুসারে মনুষ্য-জাতি ওকপ করিতে সমর্থ হয় অনেকে তাহা জানেন না; কেবল তত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই ব্যক্তি-বিশেষ তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা দ্বারা এই কপ জানা যাইতে পারে যে, তাব আবির্ভাব, কার্য কারণ, ঐক্য বাছল্য, ইত্যাদি যুগলাত্মক সহজ-কতিপয়ের মূল আদর্শ প্রতি-জনের আত্মাতেই বীজরূপে নিহিত আছে; সেই আদর্শ অনুসারে মনুষ্য আবশ্যক মতে আবির্ভাব হইতে তাব, বাছল্য হইতে ঐক্য, কার্য হইতে কারণে ক্রমে ক্রমে পদ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, সাধকের ইহা অতীব কর্তব্য যে, বহির্জগতের অত্যন্তর হইতে ঈশ্বরের তাব কি কপ ব্যক্ত হইতেছে এবং আমাদের অত্যন্তর হইতেই বা তাঁহার অভিপ্রায় কি কপ ব্যক্ত হইতেছে, এই সকল বিষয়ে স্বাভাবিক প্রণালী অনুসারে বিধি পূর্বক চিন্তাকে নিয়োগ করেন।

চতুর্থ প্রকরণ।

চিন্তা নিয়োগ করিবার তিনটি পদ্ধতি—
ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি। ৪।

পাতঞ্জলের যোগ-শাস্ত্রে আটটি যোগাঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি; ইহার মধ্যে যম হইতে প্রত্যাহার পর্য্যন্ত পাঁচটিকে বহি-
রঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তদ-
বশিষ্ট ধারণা ধ্যান সমাধি এই তিনটিকে
অন্তরঙ্গ বলিয়া পৃথক্ রূপে নির্দেশ করা
হইয়াছে। ধারণা শব্দের অর্থ এই যে, লক্ষ্য
বিশেষে চিত্তকে বদ্ধ করা; ধ্যান শব্দের অর্থ
এই যে সেই লক্ষ্যের প্রতি চিত্তকে অনর্গল
প্রবাহিত করা; সমাধি শব্দের অর্থ এই যে,
সেই লক্ষ্যেতে চিত্তের সমাধান করা, অর্থাৎ
ধ্যান প্রবাহকে লক্ষ্যের সহিত তন্ময়ীভাবে
পরিণত করা। এই তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন
করিলে আমাদের চিন্তা যে কেমন সুচারু
রূপে চরিতার্থ হয়, তাহা পরীক্ষা করিলেই
জানা যাইতে পারিবে। ঈশ্বরের প্রতি
চিত্তকে স্থির করা, তাঁহার প্রতি ধ্যানকে
নিয়োগ করা, এবং তাঁহাতে চিত্তকে তদুগত
ভাবে নিবেশিত করা, এই তিনটি পদ্ধতি
অবলম্বন পূর্বক ঈশ্বর-চিন্তাকে সমগ্র রূপে
চরিতার্থ করা সাধনের পক্ষে সবিশেষ ফল-
দায়ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—
দ্বিতীয়তঃ স্পৃহা কর্তব্য। ৫।

জ্ঞান স্বভাবতঃ উদাসীন; স্পৃহা স্বভাবতঃ
আসক্তি-সমবৃত্ত। এই জন্য জ্ঞানকে বিষয়
হইতে বিষয়ান্তরে নিয়োগ করা অপেক্ষাকৃত
সহজ; স্পৃহাকে সে রূপ করা নিতান্ত সহজ
নহে। জ্ঞান পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, উহাকে
এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখা চুঃসাধ্য কিন্তু
এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া
সহজ; স্পৃহা অন্তঃপুর-বাসিনী বনিতা,

ইহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া
যাওয়া চুঃসাধ্য, কিন্তু যেখানে আছে সে
খানে বদ্ধ করিয়া রাখা সহজ।

চিন্তা দ্বারা আমরা সংশয় হইতে প্রত্যয়ে
উপনীত হই, স্পৃহা দ্বারা আমরা অভাব
হইতে তাবে উপনীত হই। মাতার জন্য
অভাব বোধ হইলে শিশু যেমন ক্রন্দন ক-
করিয়া উঠে, সেই রূপ ঈশ্বরের জন্য অভাব
বোধ হইলে আমাদের হৃদয় ক্রন্দন করিয়া
উঠে; পশ্চাৎ তাঁহার প্রদত্ত শান্তি-পৌষ
পান করিয়া প্রশান্ত হয়। আমাদের অন্তঃ-
করণ মধ্যে এ রূপ অনেক কিছুত অভাব
সকলের বসতি আছে, যাহাদিগকে জ্ঞানে
আয়ত্ত করা অসাধ্য; আমাদের কর্তব্য যে,
সেই সকল নিগূঢ় অভাব-দিগকে আমরা
তাবেতে করিয়া ভোগ করি; কেন না অ-
ভাব-বিশেষকে অগ্রে ভোগ না করিলে
সে অভাব অতিক্রমণার্থে কদাপি স্পৃহার
উদ্রেক হইতে পারে না। যেমন ক্ষুধারূপ
অভাব ভোগ না করিলে অন্ন ভোজনার্থে
স্পৃহার উদ্রেক হইতে পারে না, সেই রূপ।
ইহার বিপরীতে,—ভোগ না করিতে হয়, এই
উদ্দেশে অভাব বিশেষকে আবরণ করিয়া
রাখা কোন মতেই বৈধ নহে; যেমন অহি-
কেনাদি সেবন দ্বারা ক্ষুধারূপ অভাব আবরণ
করিয়া রাখা বৈধ নহে, সেই রূপ। করুণ
রসাম্রিত কাব্যের অন্তর্গত শোচনীয় ব্যাপার
সকল পাঠ করিতে কিছুমাত্র বিষাদ লাগে
না বরং সমধিক মিষ্ট লাগে, ইহার কারণ
কি? ইহার কারণ এ তিন আর কিছুই
নহে যে, যখন চুঃখ শোকের ব্যাপার সকল
আমাদের হৃদয়ান্তরে গভীর রূপে অনু-
ভূত হইতে থাকে তখন আমাদের স্পৃহা
জাপনা হইতেই সে সকলের অতীত প্রদেশে
উত্থান করিয়া আনন্দান্তরে আশ্বাদ গ্রহণ
করিতে থাকে। অতএব আমাদের হৃদিপ্রিত

অভাব-সকলকে নিবারণ করিতে হইলে তাহার উপায় ইহা নহে যে, তাহাদিগের প্রতি উদাসীনা অবলম্বন করত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি; প্রত্যুত ইহাই তাহার উপায় যে, তাবোতে তাহাদিগকে তাবৎপর্যন্ত ভোগ করি, যাবৎ পর্যন্ত না আমাদের স্পৃহা তাহাদিগের প্রতিকূলে সমুচিত তেজ করিয়া উঠে;—আপনার ছুঁখে পরিবারের ছুঁখে দেশের ছুঁখে পৃথিবীর ছুঁখে তাবৎ পর্যন্ত ছুঁখ ভোগ করি, যাবৎপর্যন্ত না আমাদের স্পৃহা সে-সমুদায়েরই প্রতিকূলে ব্যগ্রভাবে উত্থান করত ঈশ্বরের পদতলে গিয়া উপনীত হয়। সাধকের যেমন কর্তব্য যে, তিনি ঈশ্বর-চিন্তা দ্বারা মনের সংশয়াক্রমকে অপসারিত করেন, সেই রূপই তাঁহার কর্তব্য যে, তিনি ঈশ্বর-স্পৃহা দ্বারা হৃদয়ের অভাবাক্রমকে বিনষ্ট করেন, “খুলে দেও হৃদয়-দ্বার তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশো মনের আঁধার।”

স্পৃহা চরিতার্থ করিবার তিনটি পদ্ধতি,—
আসক্তি, ব্যাকুলতা এবং আনন্দ-ভোগ। ৬।

কোন সৌন্দর্য্যশালী আদর্শ-বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র আমরা যে তাহাকে প্রিয় রূপে বরণ করি, তাহারই নাম আসক্তি; উক্ত আদর্শের সহিত আপনার বিচ্ছেদ হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র অন্তঃকরণে যে এক অধীরতা-সহকৃত বেদ অনুভব করি, তাহারই নাম ব্যাকুলতা; এবং উক্ত আদর্শের সহিত সম্মিলন-বশতঃ হৃদয়ে যে এক অপরিপূর্ণ শান্তি এবং তৃপ্তি অনুভব করি, তাহারই নাম আনন্দ-ভোগ। পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করাতে তাঁহার প্রতি যাহার আসক্তি জন্মিয়াছে,—পরমাত্মার অসীম প্রেততা, এবং আপনার হীনতা, উভয়ের মধ্যে এই রূপ বিচ্ছেদ উপলব্ধি করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে

অবশ্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, এবং আপনার ক্ষুদ্রতা জন্য আপনার প্রতি যখন তাঁহার অনাস্থা জন্মে ও পরমাত্মার প্রেততা জন্য তাঁহাতে যখন তাঁহার সমুদার আশা ভরসা স্থাপিত হয়, তখন তাঁহার সেই ব্যাকুলতা পরমাত্মার আনন্দময় সহবাসে বিলীন হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। এই রূপ, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার জন্য তাঁহার প্রতি আসক্তি, তাঁহার সহিত আপনার বিচ্ছেদ জন্য ব্যাকুলতা, এবং তাঁহার সহিত আপনার যোগ জন্য আনন্দ-ভোগ, (দর্শনাসক্তি বিরহ-ব্যাকুলতা, এবং যোগানন্দ) এই তিনটি অঙ্গ যথাবিধি পরিচালিত হইলেই ঈশ্বর-স্পৃহা সুন্দর রূপে চরিতার্থ হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ যত্ন কর্তব্য। ৭।

ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে তজ্জন্য উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। চিন্তাতে করিয়া আমরা ঈশ্বরকে সত্য-রূপে উপলব্ধি করিতেছি; স্পৃহাতে করিয়া আমরা তাঁহাকে প্রিয়-রূপে অনুভব করিতেছি; কিন্তু কি যে উপায়ে আমরা ও-রূপ করিতে সমর্থ হইতেছি, সেই উপায়টি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাহস করিয়া এ রূপ বলিতে পারিতেছি না যে, ঈশ্বরের পথে আমরা নিয়তই অগ্রসর হইব, তথা হইতে কোন কালেই বিচ্যুত হইব না। আধুনিক সুসভ্য জনসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই এই রূপ প্রতীতি হয় যে, উহা উন্নতির দিকেই ক্রমশঃ পদ নিষ্ক্ষেপ করিবে; কেন? না জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য যে সমস্ত উপায় আবশ্যক, তাহা তৎকর্তৃক বিলক্ষণ রূপে আয়ত্তীকৃত হইয়াছে; নতুবা যদিও যৎপরোনাস্তি শ্রী সৃষ্টি উক্ত জনসমাজের হস্তগত হইত, তথাপি, শ্রীবৃদ্ধি

সাধনের 'উপায়-সমূহ যদি সে রূপ তাহার হস্তায়ত্ত না হইত, তবে সে জ্ঞানসমাজের তাবি উন্নতি-বিষয়ে আমাদের মনে নিতা-মুই সন্দেহ বর্তিত।

পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে, তাহার পথের সহায়ই বা কি এবং বাধাই বা কি ইহা প্রথমে স্থির করা আবশ্যিক; পশ্চাতে সেই বাধাকে অতিক্রম করিয়া সেই সহায়কে আশ্রয় করা আবশ্যিক। সে পথের সহায় কি? না—বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ প্রেম এবং বিশুদ্ধ ইচ্ছা; সে পথের বাধা কি? না—জন্ম প্রমাদ মোহ। এই যে সহায় ইহাকে অস্বদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ সত্ত্ব-গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এই যে বাধা ইহাকে তমোগুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং উভয়ের মধ্যবর্তী আত্মার যে একটি বিমিশ্র ভাব তাহাকে রজোগুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি যখন কামক্রোধে অন্ধ হইয়া কোন অসৎ কর্ম করিতে উদ্যত হয়, তখন জ্ঞান—যাহা জগতের বন্ধু—তাঁহাও তাহার চক্ষে শত্রুবেশে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অশ্রু যেমন সারথীর অতিপ্রায়ের বিপরীত পথে তীব্র বেগে ধাবমান হয়, সেই রূপ মনুষ্য যখন রিপূর বশবর্তী হয়, তখন সে অন্ধকারময় জ্ঞানের-বিপরীত পথেই প্রমত্ত বেগে পদ নিক্ষেপ করিতে থাকে; তখন সে ব্যক্তি কহে, "জ্ঞান তুমি আমার শত্রু, মোহ তুমি আমার বন্ধু"। যে জ্ঞান তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত, সেই তাহার শত্রু! এবং যে মোহ তাহাকে বিনাশের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত, সেই তাহার বন্ধু! জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানান্ধকারের দিকে, আত্মার বিপরীতে বিষয়ের দিকে, মনুষ্যের মনের এই যে এক বেগ, ইহারই নাম তমোগুণ।

যে ব্যক্তি যখন রিপুদলের অধীনতাকে অলাভ-জনক বিবেচনা করিয়া তাহারদের সহিত সন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তিনি জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া চলিতে কাণে কাণেই বাধ্য হন। কিন্তু ইনি কেবল লাভের উদ্দেশ্যেই জ্ঞানের উপদেশানুসারে চলেন, এতদ্ব্যতীত ইনি এখনো জ্ঞানের এত দূর তত্ত্ব হন নাই যে, লাভালাভ বিবেচনা না করিয়া জ্ঞান যাহা বলিবে তিনি তাহাই করিতে প্রস্তুত; ইহার অন্তঃকরণে এখনো এ বিশ্বাসটি দৃঢ়-রূপে বদ্ধমূল হয় নাই যে, জ্ঞান যাহা আদেশ করিবে তাহাতে পরম লাভ ব্যতিরেকে অলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই রূপ যাহারা কেবল লাভালাভ বিবেচনা করিয়া সংকারণের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা রজোগুণের শ্রেণীভুক্ত। বর্তমান শ্রেণীর ব্যক্তিরা তদ্রূপ বিনয় প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক সন্ধানে আপনারদিগকে অলঙ্কৃত করেন, কিন্তু ধর্মের জন্য ধর্ম-সাধন করিতে সঙ্কুচিত হন। আর এক দল এক রূপ আছেন যাহারা একেবারেই বিশুদ্ধ ধর্ম-রাজ্যে উত্থান করিবার মানসে সামাজিক আচার ব্যবহারাদি অমান্য করেন, অথচ তাঁহাদের অন্তঃকরণে এখনো একরকম সামর্থ্য জন্মে নাই যে, তাঁহারা শুদ্ধ কেবল ধর্মের জন্য ধর্ম সাধন করিতে পারেন; এই হেতু যদিও তাঁহারা সত্ত্বগুণে উত্থান করিবার মানসে রজোগুণের সাহায্য অগ্রাহ করেন, তথাপি তাঁহাদের অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণের আবাসোপযোগী না হওয়াতে, সেই সুযোগে তমোগুণ আসিয়া তাঁহাদিগকে নির্বিবাদে আক্রমণ করে। সুতরাং তাঁহারা কোথায় উন্নতির সোপানে পদনিক্ষেপ করিবেন, না তাঁহাদের পদস্থলন হইয়া অধোগতিই তাঁহাদের হস্তগত হয়। অতএব রজোগুণের মধ্য দিয়া

সত্ত্বগুণে উত্থান করাই বিধি-সম্মত, তদ্ব্যতীত, রজোগুণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সত্ত্বগুণে পদ প্রসারণ করা অতীব ভয়াবহ।

যে ব্যক্তি যখন জ্ঞান-ধর্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিন্তা স্পৃহা এবং যত্নের সহিত তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহাতে সত্ত্বগুণের আবিপত্য প্রতি-
ষ্ঠিত হয়। ধর্ম, রাজসিক ব্যক্তিদিগের দেখিতে ভাল, দেখাইতে ভাল, এই রূপ একটি আদর্শ মাত্র হইয়া স্থগিত থাকে, কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রাণ রূপে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরাই ধর্মের জন্য ধর্ম সাধন করিতে যত্নবান্ হন।

যদিও ব্যক্তি-বিশেষে গুণ-বিশেষের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রতি ব্যক্তিতেই সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণই একত্রে অবস্থিতি করে। যেমন আরতন-বিশেষে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ এই তিনের কোনটির বা আধিক্য কোনটির বা ন্যূনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত তিনের কোন একটিরও একান্ত অসম্ভাব থাকিতে পারে না, সেই রূপ মনুষ্য-বিশেষে, সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ, ইহারদের কোনটির বা প্রাধান্য কোনটির বা ন্যূনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহারদের কোন একটিরও একান্ত অসম্ভাব থাকিতে পারে না। পুনশ্চ মৃৎপিণ্ড-বিশেষকে দৈর্ঘ্যে প্রবর্দ্ধিত করিলে যেমন তাহা প্রস্থে এবং বেধে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অথবা প্রস্থে প্রবর্দ্ধিত করিলে যেমন তাহা দৈর্ঘ্যে ও বেধে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ব্যক্তি-বিশেষে সত্ত্ব-গুণ প্রবর্দ্ধিত হইলে তাঁহাতে রজস্তমের খর্বতা হয়, তমোগুণ প্রবর্দ্ধিত হইলে সত্ত্ব-রজের খর্বতা হয়, ইত্যাদি। উদাহরণ;—ব্যক্তিবিশেষে যখন ক্রোধাদি রিপুর প্রাবল্য হয়, তখন তাঁহাতে ধর্মাদর্শ এবং লাতালাত বোধের খর্বতা হয়;

এবং যখন জ্ঞানধর্মাদির প্রাবল্য হয়, তখন স্বার্থপরতা এবং মোহাদির খর্বতা হয়।

একগুণে বক্তব্য এই যে ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে তাহার উপায় এই যথা;— ভ্রম প্রমাদ মোহ প্রভৃতি তমোগুণকে প্রতি-
রোধ করত বুদ্ধি-বৃত্তি রূপ রজোগুণ পরি-
চালনা করা। এবং বুদ্ধি কৌশলাদি রজো-
গুণকে প্রতিরোধ করত জ্ঞান-ধর্ম রূপ সত্ত্ব
গুণ উদ্দীপিত করা। ভ্রম প্রমাদ মোহাদি
তমোগুণের বিরুদ্ধে, এবং লাতালাত সং-
ক্রান্ত বুদ্ধি কৌশলের বিরুদ্ধে, বিশুদ্ধ জ্ঞান
প্রেমাদি সত্ত্বগুণ রূপ পরিষ্কৃত দর্পণকে
যখন আমরা ঈশ্বর-সদৃশ ধারণ করিতে
পারিব, তখনই তাঁহার আবির্ভাব আমা-
দের আত্মাতে উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশমান
হইবে। এই রূপে সত্ত্বগুণের উদ্দীপন দ্বারা
পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য যত্ন ক-
রিলে, আমাদের সে যত্ন কখনই বিফল
হইবে না।

যত্ন নিয়োগ করিবার তিনটি পদ্ধতি—
প্রতিজ্ঞা, উদ্যম এবং অধ্যবসায়। ৮।

কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইলে
তাহার পূর্বে প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়-রূপে স্থির
করা আবশ্যিক; কার্য্যের সময় উপস্থিত
হইলে উদ্যমের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া
আবশ্যিক; এবং যে পর্য্যন্ত না ফলোদয়
হয় সে পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে
নিয়ত নিযুক্ত থাকা আবশ্যিক। প্রতিজ্ঞা
স্থিরীভূত হইলে পশ্চাতে যেন উদ্যমের হানি
না হয়, এবং উদ্যম প্রকটিত হইলে পশ্চাতে
যেন অধ্যবসায়ের ক্রটি না হয়, এই বিষয়ে
অনুষ্ঠানাদিগের বিশেষ-রূপে সতর্ক হওয়া
আবশ্যিক; তাহা হইলেই যত্ন সুচারু-রূপে
নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

জৈনমত।

জৈনেরা ধর্ম বিষয়ে যুক্তিরই বিশেষ আদর করিয়া থাকে। বেদোক্ত ধর্মাবলম্বীদিগের ন্যায় কোন পুস্তক বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছুক নহে। পূর্বকালে এই ভারতবর্ষে যতগুলি ধর্ম সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বেদের অভ্রান্ত-বাদিতা রক্ষা করিয়া চলে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনেরা বেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আপনাদিগের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারা বেদ ও বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ আপনাদিগের ধর্ম প্রচারের প্রতিরোধক তাবিয়া উহার প্রতি যথোচিত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং বেদাদি শাস্ত্রে ধর্ম-সংক্রান্ত যে সমস্ত মত আছে তাহার অধিকাংশ যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস করে না।

বৈদিক মতাবলম্বীরা কহেন যে, মূর্তি বিষয়ে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে এবং তাঁহারই শক্তিতে ইহা অবস্থান করিতেছে; কিন্তু এই বিষয়ে জৈনদিগের মত স্বতন্ত্র। ইহারা জগৎকে অনন্ত এবং জগতে যা কিছু পরিবর্ত হইতেছে তাহা প্রকৃতিরই অধীন বলিয়া নির্দেশ করে। ঈশ্বর কর্মের অধীন নহেন বলিয়া ইহারা প্রকৃতিতেই কর্মের আরোপ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মতে জগতের ধ্বংস নাই।

ঈশ্বর যে স্বর্গে আছেন এ কথাই ইহারা বিশ্বাস করে না। ইহারা কহে ঈশ্বর স্বর্গে আছেন কি না ইহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই এবং তিনি যে অন্যের প্রত্যক্ষ হন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। গুরু ইহাদিগের উপাস্য। ইহারা কহে আমাদিগের পূর্বতন পুরুষ আদি গুরুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা গুরুর যে স্বরূপ নিকপণ করিয়াছেন তাহা

নিতান্ত বিশ্বাস্য। এই গুরু স্বীয় কর্ম-বলে নির্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই আদি গুরুর পর আরও কতক গুলি গুরু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা সকলে ধর্ম-রক্ষক ছিলেন। জৈনেরা ইহাদিগের প্রস্তর-ময় প্রতিমূর্তি মন্দিরের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া রাখে এবং ইহাদিগকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। এই সকল গুরু ঈশ্বরের প্রতিনিধি। জৈনেরা কহে ঈশ্বরের প্রতিকপ আছে, এবং প্রতিকপ নাও আছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ও সকলের পিতা, তিনি অনন্ত সুখ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার নাম নাই তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার কেহ স্বরূপ নিকপণ করিতে পারে না। এই উল্লিখিত আটটি গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞানতা, মোহ, ছাংখ্যাদ্রেক, বিনশ্বর-ভাব, অধীনতা প্রভৃতি কএকটি দোষ তাঁহাতে নাই। যিনি এই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়াছেন এবং এই সমস্ত দোষ হইতে নির্মুক্ত হইয়াছেন জৈনদিগের মতে তিনিই ঈশ্বর, অথবা গুরু। এই কারণে জৈনেরা গুরুদিগের প্রতিমূর্তি পূজা করিয়া থাকে। গুরুদিগের আরাধনা সালোকা সামীপ্য সাক্ষ্য ও সাযোগ্য আনুপূর্বিক এই চারি প্রকার মুক্তি লাভ করিবার প্রধান উপায়। এই চারি প্রকার মুক্তি লাভ করিতে হইলে পুণ্যমত গৃহস্থ তৎপরে অনুব্রত তৎপরে মহাব্রত পরিশেষে নির্বাণাশ্রম অবলম্বন করা আবশ্যিক।

অনুব্রতশ্রম অবলম্বন করিতে হইলে পরিবারাদি সমস্ত পরিত্যাগ করা আবশ্যিক এবং মস্তক মুণ্ডন, উপবীত ত্যাগ, হস্তে ময়ূরপিচ্ছ গ্রহণ ও কমণ্ডলু ধারণ করিতে হইবে। এই যতী কাষায় বস্ত্র পরিধান ও কখন কখন মঠে অবস্থান করিয়া থাকেন।

এই আশ্রমের নিয়ম পালনে কৃতকার্য হইলে মহাত্মা আশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকারী হওয়া যায়। এই আশ্রমে পরিচ্ছদের পারিপাট্য কিছুমাত্র নাই। কেবল ত্রক্ষচারীর ন্যায় খণ্ড চীবর মাত্র পরিধান করিতে হয়। এই আশ্রমে ময়ূরপিচ্ছ ও কমণ্ডলু ধারণ করিবার বিধি আছে, কিন্তু ক্ষৌর কর্ম করিতে নাই। শিষ্যেরা এই সকল যতীর মস্তকের কেশ ওলিউৎপাটন করিয়া মুণ্ডিত মস্তকের ন্যায় করিয়া দেয়। যে দিবস এই কেশ উৎপাটন করিতে হয় সেই দিবস নিরম্ম উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। এই জৈনীর যতিদিগের দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিবার বিধি আছে।

এই অনূত্রত আশ্রমের পর নির্বাণাশ্রম। এই আশ্রমে প্রবেশ করিলে পরিধের খণ্ড চীবর পর্যাঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া উল্লাস থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবসে একাহার করিয়া কালযাপন করিতে হয়। কিন্তু এই আশ্রমেও ময়ূরপিচ্ছ ও কমণ্ডলু ধারণ করা আবশ্যিক। এই আশ্রম-পুৰ্ব্বিক যতীর ক্ষৌর কার্য নিষেধ; শিষ্যেরা তাঁহার কেশ উৎপাটন করিয়া দিবে এবং সূর্যাস্তের পর তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। এমন কি, সূর্যাস্তের পর তিনি এক পদও চলিতে পাইবেন না। যিনি এই আশ্রমের কঠোরতা অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন, জৈনেরা পূর্বোক্ত গুরুর ন্যায় তাঁহারও পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু জৈনেরা ইহাঁদিগকে ঈশ্বরের অতিক্রম বলিয়া স্বীকার করে না। ইহাঁদিগের নাম নির্বাণনাথ। জৈনদিগকে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দিবসের মধ্যে প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন বার ভ্রান করিতে হয়; এবং রুক্ষের পত্র বা তাত্র পাত্রে আহার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে সাধারণের মধ্যে এই রূপ ব্যবহার আর নাই।

বেদোক্ত ধর্মাবলম্বীদিগের ন্যায় জৈনেরা ত্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি জ্ঞেয়ীতে বিভক্ত। জৈনদিগের মধ্যে ত্রাক্ষণেরা ধর্মযাজন করিয়া থাকেন। আগম শাস্ত্রে জৈনদিগের ধর্মসংক্রান্ত নানা প্রকার সংস্কারের বিধি আছে। ত্রাক্ষণেরা ধর্ম যাজন কালে এই শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিবাহ ও উপনয়ন কালে ত্রাক্ষণেরা অগ্নির পূজা করেন। জৈনেরা আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাঁদিগের মধ্যে যাহারা যতী মুকুর্ভকাল তাহাদিগের অশৌচ থাকে; এবং ত্রাক্ষণের দশ দিবস ক্ষত্রিয়ের পাঁচ দিবস বৈশ্যের ছাদশ দিবস ও শূত্রের পঞ্চদশ দিবস অশৌচ হয়।

জৈনদিগের বোড়শ বিধ সংস্কার আছে। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাসন, কর্ণবেধ, বিবাহ ও শাস্ত্রাত্যাস এতদ্বিধ অস্ত্যোক্তি প্রভৃতি আরও কএকটি সংস্কার আছে। যখন ত্রীলোক হয় মাস গর্তবতী হয়, তখন এই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎকালে জৈনেরা পুষ্পাদি দ্বারা ঐ ত্রীর-মস্তক বিভূষিত করিয়া দেয়। সম্ভান উৎপন্ন হইলে এক বৎসরের মধ্যে অন্নপ্রাসন সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়। জন্ম হইতে পঞ্চম বৎসর পঞ্চম মাস ও পঞ্চম দিনের মধ্যে শাস্ত্রাত্যাস সংস্কার আবশ্যিক।

জৈনদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্র এই তিন জ্ঞেয়ী, ত্রাক্ষণের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ত্রাক্ষণ স্বজাতি তিন্ন আর কাহারও অন্ন স্পর্শ করে না। সূর্যাস্তের পর কোন দ্রব্য পান বা আহার করিতে জৈনদিগের নিষেধ আছে। ইহারা বস্ত্রপুত না করিয়া জলপান করে না। অজ্ঞানত কোন প্রাণী হত্যা হয়, এই ভয়ে পানাহারে ইহারা এই রূপ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছে।

রাত্রি-ভোজন জীব-হিংসা গো-পালপের কল ভক্ষণ, মধুপান, অন্যায়ত্ব অন্যের ধন গ্রহণ, পরদারভিগমন ও নবনীত ভক্ষণ এবং তিন ধর্মাবলম্বীদিগের দেবতার আরাধনা এই কএকটি জৈনদিগের বিশেষ নিষিদ্ধ। এই নিয়ম পালন করা প্রত্যেক জৈনের আবশ্যক। কৌজ্রমধু ইহাদিগের এমনি নিষিদ্ধ যে, অপোংগু বালকেও যদি উহা পান করে, তাহা হইলে তাহার জাতি নষ্ট হয়। জৈনেরা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করে না।

দাহ্য কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড করিয়া দাহন করা, কুটিম মধ্য গোময় লেপন করা, অগ্নিস্থান পরিচ্ছন্ন রাখা, পানীয় জল শোধন করা ও গৃহমার্জন করা জৈনদিগের বিশেষ আবশ্যক। ইহাদিগের মধ্যে যিনি এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন তিনিই প্রকৃত ধার্মিক।

স্ত্রী লোকের ঋতু-কাল উদয় হইবার পূর্বেই তাহার বিবাহ-সংস্কার নির্বাহ করিতে হইবে। যখন স্ত্রী জাতি ঋতুমতী হয় তাহাকে চারি দিবস একবস্ত্রা হইয়া একটি স্বচ্ছ গৃহে অবস্থান করিতে হয়। ঐ সময়ে পরিবারের কাহাকেই স্পর্শ করিতে পায় না। স্ত্রী লোকের এক বার মাত্র বিবাহ হয়। যদি অস্প বয়সেও বিধবা হয়, তখাচ পত্যস্তর পরিগ্রহ করা তাহার নিত্য নিষিদ্ধ। বৈধবা কালে তাহাকে তৎকালোচিত ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিতে হইবে এবং উত্তম পানাহার উত্তম বস্ত্রালকার ব্যবহার এই সমস্ত জন্মের মত তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পশ্চিম দেশে বিধবাদিগের একটি বিশেষ নিয়ম আছে। বৈধবা উপস্থিত হইলেই উহাদিগকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। এই সময়ে বিবাহ-কালে স্বামী যে মল্ল-সূত্র গলদেশে বন্ধন করিয়া দেন তাহা ধারণ করা অবৈধ। যত্ন হইলে জৈনেরা যত দেহ দক্ষ করে কিন্তু ইহাদিগের মতে যত ব্যক্তির উদ্দেশে

আত্মাদি কিছুই অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যক নাই। ইহারা কহে মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিলে তাহার দৈহিক অংশ সকল পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়া যায়; সুতরাং তাহাদিগের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত কোন প্রকার অস্ত্রোষ্টি আবশ্যক নাই। বেদান্ত ধর্মাবলম্বীদিগের সঙ্গিত এই বিষয় লইয়া ইহাদের ঘোরতর বিবাদ হয় এবং ইহারা এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত এই রূপ কহিয়া থাকে যে, দেহ এক বার নষ্ট হইলে পুনরায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং তন্ময় সৃষ্টান্তির ন্যায় সেই দেহের তৃপ্তির নিমিত্ত আত্মাদির অনুষ্ঠান নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। যে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে তাহাতে তৈল প্রদান করিলে তাহা উজ্জ্বল হয়, কিন্তু নির্বাণ হইয়া গেলে তাহাতে তৈল সেক করিলে কোন কলোদয় হয় না।

কর্ণাট দেশীয় জৈনেরা কোন অনুষ্ঠানের পূর্বে যখন সংকল্প করিয়া থাকে তখন যে দেশে বাস সেই দেশের নাম, যে রাজার অধিকারে বাস তাহার নাম, তারতবর্ষের নাম এবং শক মাস তিথি বার নক্ষত্র ও যুগের উল্লেখ করিয়া থাকে। বেদান্ত ধর্মাবলম্বীরা যেমন একাদশীর উপবাস করেন, সেই রূপ জৈনেরা এক পক্ষের মধ্যে অষ্টমী ও চতুর্দশী এই দুই দিবস উপবাস করে, এবং ইহারা অনন্ত চতুর্দশীর দিবস নাগের পূজা ও হস্তে রক্ত-সূত্র ধারণ করিয়া থাকে।

কাঞ্চী কোলাপুর ও দিল্লী এই কএকটি স্থানে জৈনদিগের মঠাধিপতিরা বাস করিয়া থাকেন। জৈনেরা ইহাদিগকে পক্ষিক বলিয়া থাকে। ইহারা জৈনদিগের উপর এক প্রকার রাজত্ব করেন। জৈনেরা যদি কোন রূপ অধর্মজনক কার্য অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে ঐ সমস্ত পক্ষিকেরা তাহার

যথোচিত শাসন করিয়া থাকেন। যদিও এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানের এই মঠাধিপতির একই প্রকার ধর্ম অবলম্বন করিয়া আছেন কিন্তু এক মঠের অধিপতি অন্য মঠের কোন ধর্ম-সংক্রান্ত কার্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। কিন্তু ইহারা আপনাদিগের পদমর্যাদানুসারে সর্বত্রই স বিশেষ আদর পাইয়া থাকেন।

মুসলমান ধর্ম ও তাহার বিস্তার।

যষ্ঠ—ভাগ্য। মহম্মদ ভাগ্যের অন্তিম বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দেওয়াতে ধর্ম প্রচারে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি লোকের মনে এই বিশ্বাসটি বজ্রমূল করিয়া দিতে না পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে তাঁহার সহচর ও অন্যান্য সকলে ধর্মার্থ যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিত না। মহম্মদ কহিতেন যে এই পৃথিবী-সৃষ্টির পূর্বেই ঈশ্বর এই পৃথিবীর ভাবী ঘটনা স্বর্ণাকরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের ভাগ্য ও হত্যা কাল তিনি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য বিশেষ যত্ন করিলেও তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। মহম্মদ আরও কহিতেন যে দেখ, যদি তোমরা যুদ্ধে তনুভাগ কর তাহা হইলে স্বর্গ লাভ হইবে যদি শত্রুকে পরাস্ত করিতে পার জয় লাভ হইবে। সুতরাং সংগ্রাম-কালে জীবন ও হত্যা উভয়েতেই লাভ।

যখন ওহদ দেশে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তখন তাঁহার হাম্জা প্রভৃতি বহুসংখ্য সহচর ঐ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তদদর্শনে অন্যান্য সকলে নিতান্ত ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার উপক্রম করে। মহম্মদ এই ব্যাপার দেখিয়া সকলকে আহ্বান পূর্বক উৎসাহকর বাক্যে কহিয়াছি-

লেন দেখ, প্রত্যেক মনুষ্য গৃহের দুর্ভিক্ষে-নিহত শয্যাতেই হউক, বা যে স্থলে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং শৃগাল কুকুরেরা নরমুণ্ড লইয়া ক্রীড়া করিতেছে সেই ভীষণ সমরাদনেই হউক এক স্থলে অবশ্যই মরিবে। হাম্জা রণস্থলে কেবল ধর্মের নিমিত্ত প্রণত্যাগ করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে যে সুখ ভোগ করিতেন তদপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট সুখে স্বর্গলোকে কালান্তিপাত করিতেছেন। দেবদূত গিব্রেল কহিয়াছেন, হাম্জা এক্ষণে সপ্তম সর্গে বাস করিতেছেন। তথায় তাঁহার “ঈশ্বরের ও ঈশ্বর-প্রেরিতের সিংহ” এই উপাধি হইয়াছে। ঐ দেবদূত আরও কহিয়াছেন যে যাহারা এই ধর্ম-যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিবেন, বিচার-দিবসে তাঁহার ঈশ্বরের নিকট বিশেষ সম্মান পাইবেন। মহম্মদ এই রূপে সাধারণের মনে ভাগ্যের বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাক্য শুনিবামাত্র সহস্র সহস্র লোকে তরবারি শাণিত করিয়া নির্গত হয়। মহাবীর নেপোলিয়ন আপনার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত ভাগ্যের প্রলোভনের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে পূর্বে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছিল ভাগ্যের প্রলোভনে বিশ্বাসই লোককে তদ্বিষয়ে প্রবর্তিত করে। রণস্থলে নিহত হইয়া সুরলোকে গিয়া অনাস্বাদিত-পূর্ব সুখের আশ্বাদ পাইব এই উৎসাহই সহস্র সহস্র লোক নির্দোষ কঠোশোণিত দ্বারা রণভূমিকে পূজা করিয়াছিল।

মহম্মদ যেমন এই ভাগ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া লইয়া ছিলেন সেই রূপ এই ভাগ্যে বিশ্বাসই তাঁহার অনুগামিদিগের রাজ্য নাশের কারণ হয়। যে সময়ে তাঁহার উত্তরাধিকারি সকল যুদ্ধ হইতে

ক্ষান্ত হয় এবং আপনাদিগের তরবারি কোষ মধ্যে শায়িত করিয়া রাখে সেই অবধি তাহাদিগের ভোগ-বিলাস-প্রবৃত্তি পরিবর্তিত হইয়া উঠে। কোরাণে ইঙ্গিত সুখ যথেষ্ট উপভোগ করিবার কিছুমাত্র নিষেধ নাই। সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিণী কেবল তাগোর উপর নির্ভর করিয়া বিলাসী হইয়া উঠে। যুদ্ধ বিগ্রহে তাহাদিগের সেই অসাধারণ উৎসাহ-বলি ক্রমশঃ নির্বাণ হইয়া যায়। সুতরাং যে তাগা এক সময়ে তাহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্যের আলোক লাভ বিষয়ে মূল হইয়া ছিল, তাহাই আবার সেই আলোক নির্বাণ করিবার কারণ হয়।

ব্রাহ্ম-বিবাহ।

গত ৯ কার্তিক শনিবার ভবানীপুরে একটা ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুত কেশবনাথ রায় গুহ। ইহার নিবাস ঢাকী। কন্যার নাম শ্রীমতী জগন্মোহিনী। ইনি ঢাকা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজসুন্দর মিত্রের চতুর্থ কন্যা। পাত্রের বয়স ২২ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দশ। এই বিবাহ সভায় বিস্তর তত্ত্ব লোক উপস্থিত ছিলেন এবং ইহা ব্রাহ্মধর্ম-সম্মত বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭২০ শকের আবেণ, তাজ ও আশ্বিন মাসের আর ব্যয় বিবরণ।

আয়	
ভববোধিনী পত্রিকা ..	৪৮৩ / ০
পুস্তকালয়	৮৫। ০
বক্তালয়	৫১২। ৮
ডাক মাসুল	৪০৬। ০
জবা বিক্রয়	। ০
পছিত	১৩২। ৮
	১৩৪১৪ / ১৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	১২২
ভববোধিনী পত্রিকা	৪৪০ ১৫
পুস্তকালয় ..	২১২৬ / ০
বক্তালয়	২৭০। ৮
ডাক মাসুল ..	৫১। ১০
অনিরপিত ..	৩৭৬ / ০
আলোকের ব্যয়	১৮। ১৫
কাগজ পত্রাদি ..	২২ / ০
পছিত	১০৫। ১০
	১৪৪৫। ১০
আয়	১৩৪১৪ / ১৫
পূর্বকার হিত ..	২৫৬ / ০
	১৫২৭০ / ১৫
ব্যয়	১৪৪৫। ১০
হিত	১৫২। ৮

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

১৭২০ শকের আবেণ, তাজ ও আশ্বিন মাসের দানের আর ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত দানসমূহের দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি ..	২৫
" শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১০
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি ..	২
" হরিশোহন রায় ...	২
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" বনমালী চন্দ্র ..	১
" পার্শ্বভীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১

৪২

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" হরিশোহন চক্রবর্তী ..	৪

৩৪

এক-কালিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	৩৫
" বক্তেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১৬

৫১

দানাদারে দান প্রাপ্ত ..	১৬৫
-------------------------	-----

১২৭। ৮

ব্যয়	
খ্রীষ্টীয় ইশানচন্দ্র বসুর	
প্রাণ মাসের বেতন	১০
মৃত প্রভাপচন্দ্র রায়ের বনিভার মাসিক হুতি	
১৭৮৯ খকের পৌষ নাং ১৭৯০ খকের	
টোকা পর্যন্ত	৩০
	৪০
আয়	১২৭১/৫
পূর্বকার হিত	২৪০/১৫
	৩৬৭ ৬/০
ব্যয়	৪০
হিত	৩২৭ ৬/০

ঐ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	১০
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা	
ভাষ্যসহিত)	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (টীকা সহিত)	১০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম	১০
ঐ ঐ তৃতীয় খণ্ড	১০
ঐ ঐ ভাষ্যসহিত	১০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ	১০
মাঘোৎসব	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	১০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	১০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
তবানীপুর সাহসসরিক সমাজের বক্তৃতা	
তবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	
১২।৩।৪।৫। সংখ্যা একত্র বঁধান	১০
ভক্তবিদ্যা তিন খণ্ড একত্র বঁধান	১১০
ধর্মভক্ত্যদীপিকা—প্রথম ভাগ	১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১০
ভক্তপ্রকাশ	১০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	১০
ব্রহ্মোপাসনা	১০

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	১০
আত্মভক্তবিদ্যা	১০
ধর্ম-শিক্ষা	১০
পৌরুলিক প্রবোধ	১০
হুতি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে	
জীবনের উদ্দেশ্য ও ভৎসাপনের উপায়	
ত্রিসঙ্কান্তোত্তর	১০
ধর্ম চর্চা	১০
প্রবচনসংগ্রহ	১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	১০
ব্রহ্ম বক্তৃত	১০
সংগীত মুক্তাবলী	১০
মুক্তাব সঙ্গীত	১০
প্রথম মঞ্জরী	১০
উদ্বোধনাজলি	১০
গৃহ কর্ম	১০
স্তোত্রমালা	১০
ধর্ম দীক্ষা	১০
ধর্ম প্রচারিত্রী পত্রিকা ১৭ ৮৭ খকের	
একত্র বঁধান	৬০
ঐ ঐ ১৭৮৬।৮৭ খকের	১১০
ঐ ঐ ১৭৮৮ খকের	৬০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	(১০)
ব্রহ্মসংগঠন	১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	১০
হুগোৎসব	১০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	(১০)
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	১০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭।২।৭১।৭৫।৭৬।	
৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮২।৮৪।৮৫।৮৬।	
৮৭।৮৮।৮৯। ১৮০ খকের একত্র বঁধান প্রতি খণ্ডের	
মূল্য	৫ টাকা

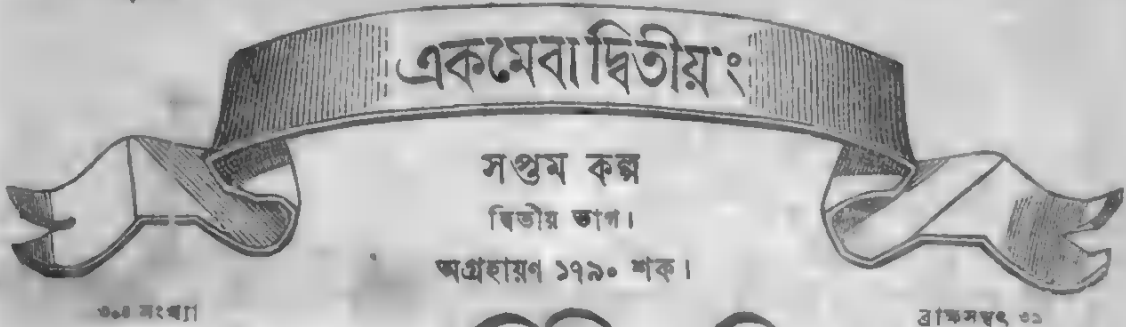
বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্তিক শনিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটনার পর বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে ব্রাহ্ম-ধর্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭৥ ঘটনার সময়ে পঞ্চম সাহসসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ হইবেক। অতএব সাধু মুজন সকল তৎকালে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের মহাক্রিয়া প্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করত তাঁহার উপাসনা করিবেন।

ঐজগদ্বন্দ্ব চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সংখ্য ১৩২৫। কলিকাতা ৪২৩১। ২৫ কার্তিক রবিবার।



তত্ত্ববোধিনী প্রতিকা

ব্রহ্ম বা একমিতমগ্রাসীদান্যং তিকনাসীতদিতঃ সর্বমসৃজৎ । তদেব মিত্যং জ্ঞানমসৃজৎ শিবং বস্তুত্বমিববস্তুমেক
 বেনাবিতীতং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তু সর্বপ্রিয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমান্ ক্রুৎং পূর্বমগ্রতিমমিতি । একস্য তদৈস্যং বাপাসময়া
 পারসিকমৈতিকক স্ততত্ত্বমতি । তস্মিন্ ঐতিহ্যস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনম্বেব ।

ঋগ্বেদ সংহিতা ।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বিতীয়ং বৃকঃ ।
 কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা ।

১০১০১১

১। দে বিকপে চরতঃ স্বর্থে
 অন্যান্য। বৎসমুপ ধাপযেতে ।
 হরিরাশ্যাস্যাং ভবতি স্বধাবাঙ্ক-
 ক্রো অন্যান্য। দদৃশে সূবচাঃ ।

১। 'বর্ষে' বরণে শোভন গমনাগমনে যথা অর্থঃ
 প্রযোজনং শোভন প্রযোজনোপেতে 'বিকপে' বিধমরূপে
 স্বরূপতয়া নানারূপে 'দে' অহোরাত্রে 'চরতঃ' পুনঃ পুনঃ
 পর্যাবর্তেতে । তে অহোরাত্রে অরোঃ সূর্যাস্য চ জননৌ ।
 তত্র রাত্রোঃ পুনঃ সূর্যঃ সহি গভ্রবজ্রাদ্রাবস্তর্জিতঃ সন্
 তস্য। স্তরমস্তাপাদুৎপদ্যতে । অহঃ পুত্রোহস্মিঃ । সহি তত্র
 বিদ্যানানোহপি প্রকাশরাহিত্যেনাসংকল্পঃ সন্ তস্মাদহঃ
 সকাশাৎ নির্মুক্তঃ প্রকাশমানঃ স্বাক্ষানং লভতে । অনবো
 য়েতযোঃ পুত্রস্বং চ তৈত্তিরীযৈরানুযতে । তথোরেতো
 বৎসাবলিচ্চারিত্যন্ত । রাত্রের্বৎসঃ যেত আদিত্যঃ । অ-
 হোহস্মিত্যন্তোহরুণ ইতি । তেচাহোরাত্রে 'বৎসং' বৎ
 স্বং পুত্রং 'অন্যান্য' পরস্পর ব্যতিহারেণ 'উপধাপযেতে'
 স্বকীং বৎসং পাষযতঃ । বজ্রাদ্রা কর্তব্যং বপুত্রন্যাদি-
 ত্যস্য পায়নং তদহঃ করোতি । বহবা কর্তব্যং বপুত্র-
 ন্যাদ্মে বৎসস্য পায়নং তজ্রাদ্রিঃ করোতি । এতত সাং
 আতঃ কালীনাহুভ্যতিপ্রাং । অহতে চ তস্মা অরবে
 সাং হৃযতে সূর্য্যাব আতরিতি । বস্মাদেবং তস্মাৎ

'অন্যান্য' স্বজনন্য। অন্যান্যমিত্যাদিকাব্যম্বের্জনন্যঃ
 'চরী' রসহরণশীল আদিত্যঃ 'স্বধাবান' কবিলক্ষণা-
 যান ভবতি । 'স্বক্ৰ' নির্মলদীপ্তিঃ অগ্নিঃ স্বজনন্যঃ 'অ-
 ন্যান্য' রাজা । ন্যতিতাল্য জনন্যঃ 'সুবচাঃ' পোতনদীপ্তি-
 যুক্তঃ 'সদৃশে' দৃশ্যতে ।

১। সুন্দর গমন ও আগমনযুক্ত গুরু ও
 কুম্ভবর্ণ দিবস ও রাজি পুনঃ পুনঃ সঞ্চারণ
 করিতেছে । এই দিবস ও রজনী আপনার
 আপনার পুত্রকে ব্যতিহারে রস পান করা-
 ইয়া থাকে । অর্থাৎ দিবসের পুত্র অগ্নিকে
 রাজি এবং রাজির পুত্র আদিত্যকে দিবা
 রস পান করাইয়া থাকে । এই কারণে
 আদিত্য অগ্নির জননী দিবাতে স্বধা বিশিষ্ট
 হন এবং অগ্নি আদিত্যের জননী রাজিতে
 শোভন দীপ্তিযুক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকেন ।

১০১০১২

২। দশেমং স্বর্ষ্যর্জনযন্তু গভ্র-
 মতক্রাসো যুবতযো বিভ্রতঃ ।
 ত্রিগ্বানীকুং স্বর্যশসুং জনৈষু
 বিরোচনানুং পরিষীং নযন্তি ।

২। 'অভ্রাসঃ' স্বকর্ম্যে জগতঃ পোষণেননন্যঃ আ-
 নস্য হুতি। জাগরুকা ইত্যর্থঃ । 'যুবতঃ' নিত্য তরুণ্যঃ
 জরামরণ রহিতা ইত্যর্থঃ । এবস্ত্যঃ 'দশ' আচ্যাদিয়া
 দশ সংখ্যাকা দিশঃ 'গভ্রং' মেঘেযু গভ্ররূপেণ অভ্রকর্ত-

সামং 'বৃষ্টিঃ' দীপ্তাঃ মধ্যমাঃ বাবোঃ সকাশাঃ 'জনযত' বৈদ্যুতময়িত্বং পাদযতিঃ । ইহা দশসংখ্যাকা অঙ্গুলব বৃষ্টিঃ দীপ্তস্য বাবোঃ গর্তঃ স্বকারণভূতে বাবো গর্ত-রূপেণ বর্তমানঃ । অগ্নিঃ বায়ুঃ কারণং বায়োরগ্নিরিতি ক্রতেঃ । এবমুত্তং ইমং অগ্নিঃ অরণ্যোঃ সকাশাঃ জনযত উৎপাদযতিঃ । কীদৃশ্যো অঙ্গুলবঃ । অতস্তাসিঃ পুনঃ পুনঃ কর্মকরণ আলস্য রহিতাঃ সুগতবঃ অপৃথক্ভূতা বর্ত-মানাঃ একমিন সাগো সংহতাবহিতা ইত্যর্থঃ । কীদৃশঃ অগ্নিঃ 'বিভ্রতং' সর্কেষু ভূতেষু নিরুত্তং জাঠিরূপেণ বর্ত-মানঃ ইত্যর্থঃ । 'ভিখানীকঃ' তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণ তেজসং অতএব হি বৈদ্যুতায়ি দর্শনে দৃষ্টিঃ প্রতিফল্যতে । 'বব-নসং' বায়বশব্দকং অভিলাষেন যশস্বিনঃ ইত্যর্থঃ 'জনেষু' জনপদেষু সর্কেষু 'বিরোচমানং' বিশেষেণ দীপা-মানং বহুনাঙ্গুলকারকমিত্যর্থঃ । এতত্ত্বং 'সীং' এনং অগ্নিঃ 'পরি' পরিভঃ সর্কতো নমস্তি বসোপকারায় সর্কে জনাঃ স্বকীয়ং তেষাং আগযতি ।

২। আলস্য রহিত পরস্পর সংশ্লিষ্ট দশ অঙ্গুলি বায়ুর কারণ অগ্নিকে অরণি কাষ্ঠ হইতে উৎপাদন করিয়া থাকে । এই অগ্নি সকল প্রাণিতে বর্তমান আছে । ইনি প্রথর তেজযুক্ত অতিযশস্বী এবং সকল দেশে দীপ্যমান । এই রূপ অগ্নিকে লোকে চতু-র্দিকে লইয়া গিয়া থাকে ।

১০১০১৩

৩। ত্রিণি জানা পরি ভূষ-স্তাস্য সমুদ্র একং দিব্যোকমুখ্য । পূর্বামমু প্র দিশং পার্থিবান্না মূ তন্ প্রশাসুদ্ধি দধাবমুষ্ঠু ।

৩। 'অস্য' অগ্নেঃ 'ত্রিণি' ত্রিসংখ্যাকানি 'জানা' জন-নানি জ্ঞানানি 'পরিভূষতি' পরিভঃ সর্কতঃ অলঙ্করতি । ইহা পরীতোষ সমিত্যেতস্য স্থানে অস্য অগ্নেঃ ত্রিণি জ-নানি সত্ত্বতি । 'সমুদ্রে' অম্বো বহুবানল রূপেণ 'একং' তস্য 'দিবি' স্থ্যলোকে আদিত্যাক্সনা 'একং' 'অপু' আপ ইত্যন্তরিক মান । অন্তরিকে বৈদ্যুতায়িরূপেণ 'একং' এবং অগ্নিঃ ত্রেহা আক্সনাং বিভজ্য ত্রিষু স্থানেষু বর্ততে ইতা-র্থঃ । তত্র আদিত্যাক্সনা বর্তমানঃ সোহগ্নি 'কতুহ' বসন্তা-ন্যান বভূতুন 'প্রশাসনং' একর্থেণ বিভক্ততয়া আপঘন 'পার্থিবানাং' পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনাং সর্কেষাং আদিত্যঃ 'পূর্বাং' প্রাচীং 'প্রদিশং' প্রকৃষ্টাং ককৃতং । 'অমুষ্ঠু' ইত্যেতৎ অব্যবং সম্যক শব্দ সমানার্থঃ স্তুতি ইহা সম্যগনুক্রমেণ 'বিদ্যোকে' কৃতান । যতো তেদরহিতবে-রখণ্ডবোধিদ্ধালবোঃ প্রাচ্যাং তেনো বসন্তাভিভেদশ-চর্যপত্যা নিস্পাদ্যতে । অতঃ স্বর্বা এব তবোঃ কর্তব্যার্থাঃ ।

৩। অগ্নির তিনটি জন্ম হয় । একটি সমুদ্রে একটি স্থ্যলোকে আর একটি অন্তরিকে । তন্মধ্যে যে অগ্নি আদিত্য রূপে স্থ্যলোকে অবস্থান করেন তিনি বসন্তাদি ঋতু সক-লকে নিয়মিত করত পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর সমুদ্রে পূর্ব দিককেই উৎকৃষ্ট দিক করিয়া-দিয়াছেন ।

১০১০১৪

৪। ক ইমং বো নিগামা চি-কেত বৎসো মাতৃজনিযত স্বধা-ভিঃ । বহুনাং গভেঃ অপসা-মুপস্থান্ মহান্ কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্ ।

৪। হে ঋজিব্রজমানা 'নিগয়ং' নির্ণীতাক্ষিত্তি বাইমভৎ অবাদিবু গর্তরূপেণ অন্তর্হিতং তথ্যচ সম্ভাস্তরং গর্তো বা অপাং গর্তো বমানাং গর্তশ্চ স্বাতাং গর্তশ্চরধামিতি । এব-মুত্তং 'ইমং' অগ্নিঃ 'বঃ' সুম্মাকং মধ্যে 'কঃ' 'আচিকেত' কো জানাতি । ন কোঃপীত্যর্থঃ । সোহবং অগ্নিঃ 'বৎসঃ' মেঘতানাং অপাং বৈদ্যুতায়িরূপেণ পুত্রস্থানীযঃ সম 'মাতৃঃ' তস্য মাতৃস্থানীযানি বৃষ্ট্যানকানি 'স্বধাভিঃ' 'হি-লকপেঃ' অগ্নেঃ 'জনযত' উৎপাদযতি । তথ্যচ অর্থ্যতে অগ্নৌ প্রাণীহতিঃ সম্যক আদিত্যমুপতিভেতে । আদি-ত্যাঙ্কায়তে বৃষ্টির্কৃষ্টেয়মং ততঃ প্রজা ইতি । অপিচ 'বহুনাং' মেঘতানাং অপাং 'গভঃ' বৈদ্যুতরূপেণ গর্ত স্থানীযঃ সোহগ্নিঃ 'অপসামুপস্থান্' সমুদ্রাং নিশ্চরতি ঔবসা-য়িরূপেণ আদিত্যঃ সন্ নির্গচ্ছতি । কীদৃশঃ 'মহান' তেজসা প্রৌঢ়ঃ 'কবিঃ' জ্ঞাতদলী 'স্বধাবান' চর্বির্জগদাধিবান এক-এব অগ্নিঃ হোমনিশ্পাদকলক্ষণদ পার্থিবরূপেণ বৈদ্যু-তাক্সনঃ ঔবসরূপেণ দিত্যাক্সনঃ চ বিভজ্য বর্ততে ইত্যর্থঃ ।

৪। হে ঋজ্বিক জন্মান সকল ! তোমার-দিগের মধ্যে এই অন্তর্হিত অগ্নিকে কেহই জ্ঞাত নও । এই অগ্নি পুত্র স্বরূপ হইয়া মাতৃ স্বরূপ বৃষ্টি সলিল স্বধা দ্বারা উৎপাদন করিতে ছেন । সেই সলিলের পুত্র অগ্নি সমুদ্র হইতে আদিত্য রূপে নির্গত হইয়া থাকেন । তিনি মহান কবি ও স্বধা বিশিষ্ট ।

১০১০১৫

৫। আবিস্কো বধতে চারু-রাস্ত্র জিহ্বানামুর্দ্ধঃ স্বয়শা উ-

পড়ে। উভে স্বর্গবিভ্যতুর্জা-
যমানাং প্রতীচী সিংহং প্রতি
জোষযেতে। ১। ৭। ১।

১। 'আত্ম' মেঘবান্ অল, বৈদ্যুতান্না বর্তমানঃ
অগ্নিঃ 'চারুঃ' শোভন দীপ্তিঃ সন 'আবিষ্টিঃ' 'বর্ষতে' আ-
বিষ্টিতঃ প্রকাশনামো বৃদ্ধিঃ প্রাপ্যোতি। কিং কুর্জন
'জিহ্মানাং' কুটিলানাং মেঘেযু তির্য্যাক অবস্থিতানাং
তাসাং অপাং 'উপহে' উৎসর্গে 'ববশাঃ' বাবভ বশকঃ
অগ্নিঃ 'উর্জঃ' উর্জজননঃ সন বর্ষরূপভূতায় অলু
তির্য্যাক অবস্থিতাবপি ববঃ উর্জঃ বলন ইত্যর্থঃ। তদুর্জঃ
বৈশেষিকৈঃ অগ্নেরূপজননং বাবোতির্য্যাক পবনঃ।
অণু মনসোবামাং কটম্ভটানি অদৃষ্ট কারিতানীতি অপিচ
'উভে' দ্বাবা পৃথিব্যৌ 'জুষ্টিঃ' দীপ্তাং জাযমানাং উৎ-
পদ্যমানাং তস্যাং অগ্নেঃ 'সিতাতু' তথ্যঃ প্রাপ্তু। তদনন্তরং
'উৎপন্নং' 'সিংহং' সহনশীলং অতিক্রমনশীলং তদগ্নিঃ
'প্রতীচী' প্রত্যক্ষভৌ প্রতিগচ্ছভৌ আভিহুংখান প্রাধ-
বভৌ 'জোষযেতে' সেবতে। যাক্ষয্যুহ অগ্নিরাগেননা
কভ্যো বর্ষতে চারুভ্যু চারুচরভেজিকং জিহীভেরূপ
উজ্জ্বিতো ভগতি ববশা আভবশা উপহ উপহান উভে
স্বর্গবিভ্যতুর্জা-যমানাং প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষযেতে
দ্বাবা পৃথিব্যা বিতি বাহোরাত্রে ইতি বারুণী ইতি বাপি
চৈতে প্রত্যকে সিংহং সহনং প্রত্যাসেবেতে। ১। ৭। ১।

৫। এই মেঘস্থ অগ্নি উৎকৃষ্ট দীপ্তিযুক্ত
হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। এই যশস্বী
অগ্নি মেঘ মধ্যে তির্য্যাক ভাবে অবস্থিত
সলিলের উৎসর্গে অবস্থান করিয়া স্বয়ং উর্জ
দিকে ফালা বিস্তার করিতেছেন। ভুলোক
ও দ্যুলোক এই প্রদীপ্ত উৎপদ্যমান অগ্নি
হইতে তয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে এই সহনশীল
অগ্নির সমুখীন হইয়া ইহাকে সেবা করিয়া
থাকে।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭১০ শক ৫ আশ্বিন।

X. শরীর যেমন অন্নজলে পরিপোষিত হয়,
আত্মা তেমনি জ্ঞান-ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া
থাকে। অতুল-সম্পদ বিপুল-মান, অগণ্য
পরিবার, অসংখ্য দাস দাসী দ্বারা সর্ব্বকণ
পরিবেষ্টিত থাকিলেও আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা

নিবৃত্তি হয় না, আত্মার বল বীৰ্য্য বর্দ্ধিত
হয় না। আত্মা দিবা রাত্র কেবল সেই
অমৃত-ধনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাকে পাইলৈই
তাহার প্রভূত বল লাভ হয়, তাহার যথার্থ
তৃপ্তি অনুভূত হয়। তাঁহার বিরহেই আত্মা
ছুঃসহ তাপে অতিতপ্ত হয়—তাঁহার বিচ্ছে-
দেই সে ত্রিয়মান—মুহমান হইয়া থাকে।

ঈশ্বরেতেই আত্মার প্রকৃত সুখ। ধর্ম্মা-
রণ্যেই তাহার স্বাভাবিক বল-বীৰ্য্য। যৎস্যা
যেমন যতক্ষণ জলেতে বিচরণ করে, তত
ক্ষণই তাহার যথার্থ ক্ষুধা, প্রকৃত সৌন্দর্য্য
দৃষ্ট হইয়া থাকে; আত্মা তেমনি যতক্ষণ
ধর্ম্মালোচনায়—ঈশ্বর চিন্তায় নিরত থাকে
ততক্ষণই তাহার প্রকৃত শৌর্য্য বীৰ্য্য ও মহত্ত্ব
প্রকাশ পায়। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত
হইলৈই জলোদ্ধৃত যৎস্যের ন্যায় সে হৃত-
কম্প হইয়া পড়ে। যে বৃহৎকার তিমি যৎস্যা
স্বীয় নিবাস-নিকেতনে থাকিয়া নিজ-বলে
গভীর-সমুদ্রকে আলোড়িত করে, অপরি-
মেয় পণ্য-পরিপূরিত সুবিস্তীর্ণ অর্ণবপোতকে
আন্দোলিত করিয়া দেয়, তাহাকে ভূমিতে
উদ্ধৃত কর, অম্পাষাতে অম্পায়াসেই নিহত
হইবে। আত্মা তেমনি যতক্ষণ ধর্ম্ম-পথে
বিচরণ করে, প্রকৃত নিরাপদ নিকেতন-
স্বকপ ভূমি ঈশ্বরেতে অধিবাস করে, ততক্ষণ
সে মর্ত্য-জীব হইয়াও অমরগণের ন্যায় বল,
বিক্রম প্রাপ্ত হয়। আত্মা যতক্ষণ ঈশ্বরেতে
অবস্থিত থাকে ততক্ষণ সংসারের পাপ
তাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।
ছুঃখ বিষাদের বিবাক্ত বাণ তাহাতে বিদ্ধ
হয় না। জল-প্রবাহ যেমন পর্ব্বত-গাত্রে
পতিত হইলে হতবীৰ্য্য হইয়া নভগিরে
প্রত্যাগমন করে, প্রস্তর-খণ্ড যেমন লৌহ-
পিণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইলে চূর্ণ হইয়া যায়, পাপ-
প্রলোভন, বিবরাকর্ষণও তেমনি ঈশ্বর-প্রেম-
মগ্ন সমুন্নত হৃদয়ের সন্নিধানে পরাস্ত—

পরাজুত হয়। সমগ্র সংসার তাহার নিকটে পরাতপ স্বীকার করে। মনুষ্যের আত্মা যখন স্বাভাবিক অবস্থাতে অবস্থান করে, যখন সে ধর্ম-সমীরণের মধ্যে সঞ্চার করে—“আত্মাতে ক্রীড়া করে—আত্মাতেই রমণ করে” ঈশ্বরের নিরাপদ ক্রোড়ে থাকিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধাতে পরিপোষিত হয়, তখন সে অলৌকিক সৌন্দর্য্য ধারণ করে, তখন তাহার সেই স্বর্গীয় জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত হয়, জন-সমাজ জাগ্রত হয়। দেব-তারাও সেই পবিত্র আত্মার প্রসন্ন তাব দেখিবার জন্য লোলুপ হন। আত্মা যখন ঈশ্বরের স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হয়, তাঁহার মঙ্গল জ্যোতিতে সমুজ্জ্বলিত হয়, তখন চন্দ্র যেমন নিসাড়ে মেঘ-মালার মধ্য হইতে পরিষ্কৃত গগনে আসিয়া উপনীত হয়, পুণ্যাত্মা তেমন নিঃশব্দে নিরাপদে জনসমাজের নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্য হইতে উজ্জীর্ণ হইয়া ধর্ম-পথে দীপ্তি পাইতে থাকেন। চন্দ্র-কিরণের ন্যায় তিনি চতুর্দিকেই স্বীয় অকৃত্রিম, সম্ভাব—সাধু তাব—ভ্রাতৃ তাব বিস্তার করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি নিষ্কাম প্রেম, নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সকলেরই সম্ভাব আকর্ষণ করেন। ঈদৃশ এক একটি পুণ্যাত্মার নিষ্কাম ধর্ম তাব নিরীক্ষণ করিয়া এক একটি জনপদের অসংখ্য অগণ্য লোকের ধর্ম তাব ও ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বিষয়-জালে আবদ্ধ থাকিয়া এক এক সময়ে যে দেহ তার বহন করা হুঃসাধ্য হইয়া উঠে, আপনাকে শোধিত সংস্কৃত করাই অসাধ্য বোধ হয়, প্রকৃত সরল সাধুর জাগ্রত জীবন্ত ধর্ম তাব পুণ্য তাব দেখিয়া তাদৃশ কত শত বিকৃত আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কত মলিন, পঙ্কিল আত্মা ঈশ্বর প্রেমে সংতুলিত হইয়া উঠে। কত পথ-হারী মোহাক্ষ-হৃদয় সাধুর সাধু

দৃষ্টান্তে সংপথে ধর্ম পথে আসিয়া উপনীত হয়।

যে বৃক্ষ বঙ্গ-দেশের কোমল-মৃত্তিকায় বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র পরিভ্রান্ত পথিককে সুশীতল ছায়া দান করে, তাহাকে সুদৃঢ় পর্বতে বা সুকঠিন কঙ্করময় ভূমিতে রোপণ করিলে সে যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, যে পুষ্প প্রাতঃকালের সুশীতল সমীরণে প্রী সৌরতে বিকশিত হয়, তাহাকে মধ্যাহ্ন কালের অনল-সদৃশ উত্তপ্ত সূর্য্য-কিরণে লইয়া গেলে যেমন তাহার সৌরত সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, তেমনি যে আত্মা জ্ঞানধর্মে, ঈশ্বরের প্রীতি-সলিলে, তাঁহার প্রসন্ন-মুখের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিপালিত হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, যে হৃদয়-কুসুম তাঁহার অনুরাগ সমীরণে প্রস্ফুটিত হইবার জন্যই সংরচিত হইয়াছে, তাহাকে কণ্টকাকীর্ণ নীরস বিষয়-ক্ষেত্রে—প্রজ্বলিত সংসার দাবানলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে তো নিজীব ও অবসন্ন হইয়া পড়িবেই। তাহার সমুদায় প্রতিভা তো অন্তরিত হইবেই। পাপ, তাপ হুঃখায়িত্তে সে তো অবনত অভিভূত হইয়া যাইবেই।

পক্ষিগণ যতক্ষণ অসীম আকাশের উন্নততম প্রদেশে বিচরণ করে, ততক্ষণই তাহারা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে থাকে, যখনই ভূমির নিকটবর্তী হয়, বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করে, তখনই ব্যাধ-কর্তৃক বাণ-বিদ্ধ হয়। মহাবল সিংহ হস্তী সকল বিশাল অরণ্যেই নিঃশঙ্ক চিত্তে সঞ্চার করে, সংকীর্ণ জনপদে আবদ্ধ হইলেই বিষাদ-ভরে বিকম্পিত হইতে থাকে। আত্মাও সেই রূপ যতক্ষণ সেই পরম আকাশ পরমেশ্বরেতে অবস্থান করে সেই সমুন্নত ধর্ম্মাচলের উচ্চতর প্রদেশে বিচরণ করিতে থাকে ততক্ষণই সে নির্ভয়ে কাল যাপন করে সে নিম্নে অবতরণ করিলে—ধর্ম্মাচল পরি-

তাগ করিয়া বিষয়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই তাহার পদে পদেই বিষয় বিপত্তি, বিবাদ দুর্গতি, উপস্থিত হয়। তখন সে সংসারের অণুমাত্র শোক তাপে অভিভূত হয়, বিষয়ের ঈষৎ প্রলোভনে এক কালে তাহার চির দাস হইয়া পড়ে।

ধর্ম সংস্পর্শে আত্মা মহত্ত্ব, দেবত্ব লাভ করে, ধর্ম রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলেই সে দানব, দৈত্য পিশাচের ভাব ধারণ করে। ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ত্রিভুবন-রাজ-পরমেশ্বরের প্রিয় সিংহাসন হইয়া উঠে, ধর্ম-জ্ঞান-শূন্য হইলে সেই পবিত্র হৃদয় সিংহ-শার্দূল সমাকীর্ণ অরণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান হইয়া পড়ে। ধর্ম-সহযোগে হৃদয় ভূমিতে সত্য-জ্ঞান, অমৃতের উৎস উৎসারিত হয়, ধর্ম-বর্জিত-হৃদয় ঈর্ষা, ছেদ প্রভৃতি সহস্রবিধ অস-চ্ছাবের নিজস্ব-নিকেতন হইয়া থাকে। সেই জন্য আমরা এই পবিত্র (প্রাতঃ)কালে সেই ধর্মাবহ পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইয়াছি, যে তিনি আমারদিগকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। আমরা সংসারের শোক সন্তাপ, বিবাদ ভয়ে আকুল হইয়া সেই জন্যই সেই অজর, অমর, অলোক, অত্যয়ের শরণাগত হইয়াছি যে তিনি আমারদিগকে তাঁহার নিরাপদ কোড়ে রক্ষা করিয়া অত্যন্ত দান করিবেন। সেই জন্যই আমরা তাঁহার পূজার উপচার লইয়া শশব্যস্তে এই পবিত্র ব্রহ্ম-মন্দিরে আগমন করিয়াছি, যে তিনি রূপা করিয়া প্রীতি পূজা গ্রহণ করত আমারদিগকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবেন। আত্মাকে রক্ষা করিবেন।

হে ঈশ্বর! আমারদের পাপ-দগ্ধ হৃদয় তোমারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা কর। হে পাবনের পাবন! তুমি তোমার পবিত্র সলিলে ইহার পাপ-

কলঙ্ক ধৌত করিয়া তোমার প্রিয় সিংহাসন করিয়া লও যে আমরা কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সিন্দুরীয়াপটী পঞ্চম সাপ্তাহিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ অগ্রহায়ণ ১৭২০ শক।

পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর উপাস্য দেবতা; মনুষ্যের আত্মা তাঁহার উপাসক; তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন, তাঁহার প্রতিভক্তি এবং ধর্মের অনুষ্ঠান তাঁহার উপাসনা। যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা মনুষ্যকে অন্ন ও পানে নিয়োজিত করে, সেই রূপ ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক কামনাই মনকে তাঁহাতে আসক্ত করিয়া রাখে। ইহা যথার্থ যে চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, হস্তও তাঁহাকে ধরিতে পারে না; কেন না তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার শরীর নাই; কিন্তু যখন যখন সুস্থ থাকে এবং হৃদয় যখন ভক্তি-রসে আত্ম-হয়, তখন অন্তরের চক্ষু তাঁহার পবিত্র সৌন্দর্য্য পান করে। হৃদয় যখন ভক্তির অ-ভাবে শূন্য থাকে, তখনই সমুদায় জগৎ শূন্য বোধ হয়। তিনি এই আলোকের মধ্যে বিরাজমান আছেন, কিন্তু আলোক তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে; তিনি সকলের বুদ্ধি দাতা, কিন্তু বুদ্ধির চাতুরী তাঁহার নিকটে সংকুচিত থাকে; তিনি এই স্থানেই বর্তমান আছেন, কিন্তু এ চক্ষু তাঁহার নিকটে অন্ধ। যে হৃদয়ে প্রেমের আলো প্রজ্বলিত হয়, তিনি সেই হৃদয়ের অতিথি। ধর্মীর ধন-পূর্ণ গৃহ হয় তো তাঁহার অভাবে শূন্য হইয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রের পর্ণকুটীর হয় তো তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ণ হয়। এই শরীর তাঁহার মন্দির, আত্মা তাঁহার আসন, তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার চক্ষু

নাই, কিন্তু সমুদায় দেখিতেছেন; তাঁহার কর্ণ নাই, কিন্তু সমুদায় শুনিতেছেন; তাঁহার হস্ত নাই, কিন্তু এই চরাচর ধারণ করিয়া আছেন; তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, কিন্তু সকলেতেই বর্তমান আছেন। আমি যেমন এই ক্ষুদ্র শরীরের আত্মা; তিনি সেই রূপ সমস্ত জগতের ও সমস্ত আকাশের একমাত্র আত্মা। এই গৃহ তাঁহাতে পরিপূর্ণ। তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা।

আমাদের এক অংশ শরীর, আর এক অংশ মন আত্মা। শরীর এই পৃথিবীর হৃত্তিকাতে নির্মিত, পৃথিবীতেই বিলীন হইয়া যাইবে, আত্মা অবিনাশী, অমৃত কাল পরমাণু ভোগ করিতে থাকিবে। আমি চক্ষু নই, আমি কর্ণ নই, আমি হস্ত নই, আমি পদ নই; কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতিপালনের জন্য এই শরীর রূপ গৃহে আমাকে—আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়াছেন। যেমন কিয়ৎকণ পরে এই আলোকময় গৃহ পরিত্যাগ করিব সেই রূপ অবশ্যই এক দিন শরীর গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।—এই চক্ষু জ্যোতি হীন হইবে, এই কর্ণ নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, এই বাহ্য স্তম্ভ হইয়া থাকিবে, এই শরীর মৃত্যু শয্যায় লুপ্ত হইতে থাকিবে, সংসার শোক তিমিরে অবলুপ্ত হইবে, সমুদায় প্রিয় বস্তু পৃথিবীতেই থাকিবে, হয়তো আমার নাম পর্যন্ত মর্ত্যলোকে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি কি তখন বিনষ্ট হইব? কখনই না; কখনই আমার পরমাণু নিঃশেষিত হইবে না। আত্মাতে যে সকল পাপ ও পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছিল, লোকান্তরে উপনীত হইয়া তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে থাকিব। এই আমি এই আত্মা সেই পরমাত্মার উপাসক।

ঈশ্বর আমাদের পিতা ও মাতা; তিনি পিতার ন্যায় বন্ধু ও মাতার ন্যায় স্নিহু; না

তিনি তাঁহাদের হইতেও অধিক; তিনি স্নেহ ও প্রেমে পরিপূর্ণ। পিতা ও মাতা ব্যতীত পৃথিবীতে বিমল ও কোমল তাবের কথা আর কিছুই নাই; এই জনাই বলিতেছি, তিনি পিতা ও মাতা। যেমন পিতা ও মাতাকে আমার বলিয়া জানি, যেমন ভ্রাতা ও ভগিনীকে আমার বলিয়া জানি, যেমন স্ত্রী ও পুত্রকে আমার বলিয়া জানি, তেমনি যখন ঈশ্বরকে আমার বলিয়া জানিব, যখন মনের সহিত বলিতে পারিব, তিনি আমার ঈশ্বর; যখন তাঁহার সহিত এই আত্মীয়তা বন্ধমূল হইবে, সংসারের সকল বন্ধু অপেক্ষা তিনি যখন অধিক আত্মীয় হইবেন; যখন পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক আশঙ্ক হইব? যখন প্রিয়তমা পত্নীর আলিঙ্গন অপেক্ষা তাঁহার সম্মিথানে অধিক প্রীতি পাইব? যখন পিতা মাতার কোড় অপেক্ষাও তাঁহার সহবাসে অধিক আনন্দ অনুভব করিব, যখন আপনার প্রাণ অপেক্ষাও তাঁহাতে অধিক প্রেম করিব, তখন বলিতে পারিব যে, আমরা তাঁহার তত্ত্ব হইয়াছি ও তাঁহাকে প্রীতি করিতেছি। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রী পুত্রের প্রতি প্রেম ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি প্রীতি; এ সমুদায় ঈশ্বর প্রেমের বিরোধী নহে, এতদুত্তর অনুকূল; এ স্থলে ঈশ্বর প্রেমের সে রূপ পরীক্ষা হয় না। যখন অন্তরের তর্দ্যস্ত রিপু সকল পাপ কর্মে প্রণয় বন্ধন করিতে শিক্ষা দিতে থাকিবে, যখন আত্মস্তরিতা প্রবল হইয়া আত্মদিককে অন্যায় পথে সঞ্চালিত করিবে, যখন ধন মত্ততা কুৎসিত আমোদে আকর্ষণ করিবে, যখন অহংকার ভ্রাতৃত্বাবের বিচ্ছেদ করিতে আসিবে, যখন কুটিল বুদ্ধি সার্থ সাধনে চাতুরী অবলম্বন করিয়া সরলতার ধ্বংস করিতে আসিবে, তখন যিনি ঈশ্বরের

পথে অটল ভাবে থাকিবেন, ঈশ্বর প্রেমের বিরোধী তাবিয়া রিপুগণকে বলিদান করিতে পারিবেন, ঈশ্বর প্রেমের অতাবে যাঁহার যত্নতা, অহংকার, কুটিলতা, ভিরোহিত হইবে, তিনিই বলিতে পারিবেন, আমি ঈশ্বরের তত্ত্ব হইয়াছি ও তাঁহাতে প্রীতি করিতেছি। যেমন ভূকর্ত্ত ব্যক্তি জলের জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, যেমন কুধার্ত্ত ব্যক্তি অগ্নির নিমিত্ত লালায়িত হন, তেমনি ঈশ্বর প্রেমী ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ান। পুত্র-বৎসল পিতা যাতা পুত্রের বিচ্ছেদে কতই কষ্ট পান; পতিব্রতা পতির বিচ্ছেদে কতই কাতর হন, ঈশ্বরের তত্ত্ব ঈশ্বরকে না পাইলে ততোধিক ব্যাকুল হইতে থাকেন। যেখানে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন হয়, তিনি সেই স্থানেই আরাম লাভ করেন। যে আলাপ ঈশ্বরের কথার সহিত মিশ্রিত তাহাই তাঁহার কর্ণে অমৃত ধারা বর্ষণ করে। তিনি যে ভাবে ঈশ্বরকে দীপ্যমান দেখেন, সেই ভাবেই তাঁহার নিকট সন্ধ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি যে কর্ম্ম ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই কর্ম্মই তাঁহার নিকট সংকর্ম্ম হয়। যে আমোদ ঈশ্বরের সন্মুখে ভোগ করিতে লাজ্জিত না হন, তিনি সেই আমোদের রসই আনন্দন করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইয়াই ঈশ্বরকে কুলিয়া যান না, কিন্তু সজনে নির্জনে সেই প্রেমাম্পদকে চিন্তা করিতে থাকেন, তিনি ভজনালয়ে দেব-মূর্ত্তি ও আমোদ-গৃহে পিশাচ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন না, তাঁহার প্রেমাত্ম নিষ্কর্ম্ম সর্বত্রই সমান ও সর্বত্রই স্বাভাবিক। তাঁহার আমোদ প্রমোদ অন্যের সাধু ভাব উদ্দীপন করে। তাঁহার বিষয় কর্ম্মও অন্য লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, তাঁহার সহজ আলাপ অন্যের মনকে সন্ধ্যা

পূর্ণ করে। হা! এমন ঈশ্বর প্রেমী কোথা, এমন সাধু কোথা? ব্রাহ্মধর্ম্ম! তিনিই তোমার মধুর রস আনন্দন করিয়াছেন, তিনিই তোমার উন্নত ভাব অনুভব করিয়াছেন, এবং তোমার গুঢ় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন। এই রূপ ভক্তি ও এই রূপ কার্য্যই ঈশ্বরের উপাসনা।

এই উন্নত উপাসনা—এই আধ্যাত্মিক সাধন অভ্যাস করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহারই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন জানিলাম ঈশ্বর ব্যতীত আর আমাদের গতি নাই; যখন জানিলাম যেখানে ঈশ্বর নাই, সেখানে জীবন নাই, যখন জানিলাম ঈশ্বরের অতাবে মনুষ্য জীবন পশু জীবন অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হয়, পুরুষের পৌরুষ ও স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের অতাবে পাপের আকর হইয়া পড়ে; তখন আর কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। যদি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এই পথের সঙ্গী হন, তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব, যদি তাঁহারা এই পথের বিঘ্ন কারী হন, তবে নিশ্চয় জানিবেন আমি আর তাঁহাদের নই। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা দীন হীন, ক্ষুদ্র ও পাপ কলঙ্কে মলিন; আমাদের পুণ্য সঞ্চয় নাই, ধর্ম্মবল নাই। আমাদের কামনা মলিন, কর্ম্ম দুষিত, জীবন অপবিত্র; তথাপি আমাদের তরঙ্গা এই যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি দীনবন্ধু ও পতিতপাবন। তিনি কি আমাদের পেরিত্যাগ করিবেন, ক্ষুদ্র-বলিয়া তাঁহার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবেন, যিনি একটি পিপীলিকাকেও আহাৰ দিতে বিম্বৃত হন না, তিনি কি আমাদের ক্রন্দন শুনিবেন না, যখন ঘোরতর ছুরাচার মনুষ্য নরহত্যার অপরাধে রাজ-দ্বারে আনীত হয়, যখন বিচারকের মুখ হইতে প্রাণদণ্ডের তরানক

আজ্ঞা প্রচার হয়, যখন ঘাতকেরা তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া বধ্য ভূমিতে লইয়া যায়, তখন তাহার মাতা কি তাহাকে বিম্বৃত হইয়া থাকে? তখন সেই নিরুপায় জননী কি পুত্র স্নেহে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে না? সমস্ত লোক বিরক্ত হইয়া ঘৃণার সহিত যে ছুরাচারকে রাজার নিষ্ঠুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার জননীকে এক বার সেই বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইতে দাও, দেখিবে যে, সকল লোকের ঘৃণাস্পদ সেই ছুরাচারকে জননী আপনার পরিজ্ঞ ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছে; পৃথিবী যাহাকে পরিত্যাগ করিতে উন্মত্ত সেই জননী কি অমায়িক স্নেহে তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া সেই নরাধম ঘাতকের—সেই পশু তুল্য রাজ পুরুষের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পুত্রের জীবন তিফা করিতেছে; দেখ মনুষ্যের ক্ষুদ্র মনের স্নেহের কি আশ্চর্য্য ভাব, কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ণ স্নেহের তুলনায় জননীর স্নেহ এক বিস্ময় মাত্র; সেই স্নেহের আকর ক্ষমার সমুদ্র অখিল মাতা পরমেশ্বর কি আমাদেরকে জঘন্য বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন; ইহা কখন মনেও করিতে পারি না যে, তাঁহার রূপার তিথারি হইয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলে তিনি আমাদেরকে দূর করিয়া দিবেন; তিনি নিষ্ঠুর দৈত্যের ন্যায় ভীষণ নহেন; তিনি করুণাময় পিতা, তিনি স্নেহময় মাতা; তাঁহার নিকটে ভয় নাই। পাপী তাপী, নীচ ক্ষুদ্র, লোকের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত, জন সমাজের পরিত্যক্ত যে খানে আছে তাঁহার শরণাপন্ন হও; এমন করুণাময়, এমন স্নেহময়, এমন প্রেমময়, আর কেহই নাই তাঁহার নিকটে ক্ষানী ও মুখ ধনীও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সমান স্নেহের আশ্রয়। তিনি অনাথের নাথ, পিতৃহীনের পিতা ও মাতৃ-

হীনের মাতা। তিনি কি আমাদেরকে পরিত্যাগ করিবেন।

আমাদের সামর্থ্য না থাকিলেও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান আছি। এই ক্ষুদ্র সমাজ তাঁহারই উপাসনার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবে আমরা তাঁহার কল্যাণময় পথে সম্পূর্ণ রূপে অবগাহন করিব, তাঁহাকে একমাত্র গতি জানিয়া কবে প্রাণের সহিত তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হইব ইহারই জন্য আমাদের আশ্রয় ও ইহারই জন্য আমাদের প্রার্থনা। হে বিশ্বপিতা, অখিলমাতা, তুমি সকলের অন্তর্যামী, তুমি সর্বদর্শী, আমাদের পাপ ও পুণ্য তোমার নিকট অগোচর নাই। আমরা পাপ ও তাপ হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদেরকে অতন্ন দান কর। হে রস স্বরূপ, আমরা তোমারই প্রসাদে তোমার মধুর রসের আশ্বাদ পাইয়াছি; আর তোমাকে ভুলিতে পারিব না। তোমার সেবায় যেন আমাদের জীবন অতি বাহিত হয়। তোমার উপাসনাই যেন আমাদের সার কর্ম হয়। আমাদের সমুদায় শ্রীতি যেন তোমাতেই সমর্পিত হয়। নাথ! আমাদের পুণ্য বল নাই, তুমি পাপী তাপীর এক মাত্র আরাম স্থান, এই আমাদের তরসা। আমাদেরকে বল দাও, সহিষ্ণুতা শিক্ষা দাও, তোমার প্রিয় কার্য সাধনের জন্য যেন আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি। তোমার ব্রাহ্ম ধর্মের জন্য সমুদায় অপমান যেন সন্মান বলিয়া গ্রহণ; সমুদায় তিরস্কার যেন অঙ্গের অন্তরণ করি। পরিবারগণকে যেন তোমার পরিবার বলিয়া প্রতি পালন করি। যেন নির্ভয় হইয়া তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে পারি। অপরাধীকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা দাও, শত্রুকে শ্রীতি করিতে শিক্ষা দাও, সকল পরিবারকে তো-

মার সেবার নিযুক্ত কর, আমাদের নিকট প্রকাশিত থাক।

ও একমেবাবিতীঃ।

“মৃত্যোর্থাঃমৃত্যুঃ গমরং”

✕ দিবস রজনীর প্রভেদ কি? কেবল আলোক আর অন্ধকার, জীবন মৃত্যুর পার্থক্য কি? হর্ষ আর বিষাদ, উন্নতি আর অবনতি, যোগ আর বিযোগ। যখন আমরা জীবিত থাকি, তখনই আমোদ আশ্বাসে কালটিপাত করি, যখন মৃত্যুর অধীন হই, তখন সকলই তিরোহিত হয়। যখন জীবিত থাকি তখন সকলই বর্দ্ধিত হয়, মৃত্যু হইলেই ছিন্ন তরুর ন্যায় শুষ্ক হইতে থাকে। যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ সমৃদ্ধ-স্বাস্থ্যে আবদ্ধ থাকি, প্রাণ ত্যাগ হইলে সকলই শিথিল ও অসরু হইয়া যায়। এখানে শরীর ত্যাগ করা যে মৃত্যু তাহার কথা হইতেছে না, এখানে প্রকৃত মৃত্যুর বিষয় আলোচিত হইতেছে। শরীর সুস্থ সবল থাকা, অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হওয়াই যথার্থ জীবিতের চিহ্ন নহে। যখন শরীর কর্ম-বিগেমে চালিত হইতেছে, চক্ষু কণ বহির্বিষয় লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে তখনও আমরা মৃত্যুর চূর্ণ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। আমাদের মৃত্যুই যথার্থ মৃত্যু। শরীর যেমন আমাদের অবলম্বন করিয়া এখানে জীবিত থাকে, আমরাও তেমনি পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে। আমাদের প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণ নিখিল-জীবন পরমেশ্বর স্বয়ংই। সেই প্রাণ হারা হইলেই আমরা মহানিত্যের অতিভূত হয়। তাঁহাকে পাইলেই সে আবার প্রাণ লাভ করে। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেই সে শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে, মুহমান হইতে থাকে, তাঁহাকে—তাঁহার মহিমাকে দেখিলেই সে বীত-শোক

হইয়া প্রফুল্ল হয়। “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ। জুহুং যদা পশ্যতান্যামীশমস্য মহিমানমিতি বীত-শোকঃ।”

বৃক্ষ যেমন মূলের সহিত সংযুক্ত থাকিলেই বর্দ্ধিত হয়, কল যেমন বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন থাকিলেই পরিণত হয়, আমরা তেমনি পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম-যোগে নিবদ্ধ থাকিলেই উন্নত হইতে থাকে। জরায়ু-মধ্যে জীব যেমন মাতৃ-শোণিত সহকারে পরিপোষিত হইয়া থাকে, আমরা তেমনি সেই বিশ্ব-জননীর গর্ভ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া তাঁরই মঙ্গল ভাবে, প্রীতি-নীরে পরিবর্দ্ধিত হয়। বালকের ন্যায় মাতৃ-কোড়-ভ্রষ্ট হইলেই আমরা দুর্গতি-সাগরে পতিত হইয়া ক্রমে মৃত-কণ্টক হইতে থাকে। শরীর হইতে আমরা তিরোহিত হইলেই যেমন শরীর অচেতন ও অসাড় হইয়া যায়, ঈশ্বর হইতে তেমনি আমরা বিচ্যুত হইলেই সে অবসন্ন হইয়া পড়ে। নদী যেমন সমুদ্রসহ সংযুক্ত না থাকিলে সে আর বহমান থাকে না, আমাদের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাও তেমনি সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছায় বাহিত না হইলে এবং সংযুক্ত না থাকিলে সে আর কোন রূপেই বর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইতে সমর্থ হয় না। দিন দিন তাহার সকল সাধু ভাব, সমুদায় সদবৃত্তি শুষ্ক ও মুমূর্ষু হইতে থাকে। বৃক্ষ যতক্ষণ মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করে, ততক্ষণই যেমন সে জীবিত, শিশু যতক্ষণ স্তন্য পানে সমর্থ ততক্ষণই যেমন সে সুস্থ, আমরাও তেমনি যদবধি ঈশ্বরের প্রীতি-সুখা পানে অনুরক্ত ততক্ষণই সে প্রকৃতিস্থ থাকে। বালক যেমন স্তন্য-সুখা পানে বর্দ্ধিত হইলে অসুস্থ ও শীর্ণ হইয়া থাকে, আমরা তেমনি ব্রহ্ম-প্রীতিরসে পোষিত হইতে না পারিলে রুগ্ন ও বিকৃত হইয়া মৃত্যু-মুগ্ধে পতিত হয়। অতএব

পরমাশ্রয় সহিত আশ্রয় যোগই স্বার্থ জীবন, তাহা হইতে বিচ্যুতিই তাহার প্রকৃত হৃত্যু। তাহার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ সন্তোষই অমৃতত্ব, তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহার নরক ভোগ। এই হৃত্যু হইতে অমৃততে গমন করাই আশ্রয়দিগের আকিঞ্চন, এই নরক-ভোগ হইতে স্বর্গ-ধামে উপনীত হওয়াই আশ্রয়দের প্রাণগত প্রার্থনা। সেই জন্যই প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা নির্জনে উপাসনা-কালে ঈশ্বরের সম্মিথানে সর্বাঙ্গ-করণের সহিত প্রার্থনা করি, "হৃত্যু হইতে আমাকে অমৃততে লইয়া যাও।" এই জন্যই এই প্রকাশ্য ব্রহ্ম-মন্দিরে সকলে সম্মিলিত হইয়া এক মনে সমন্বরে এই প্রাণ-গত প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করি "হৃত্যো-দ্যাহৃত্যং গময়।"

আশ্রয়দের শারীরিক হৃত্যু হইতে উদ্ধারের জন্য এ তেজোময়, অমৃতময় মহাবাক্য নয়; আশ্রয় গতি মুক্তির জন্য আশ্রয়কে হৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আশ্রয়দের এই প্রার্থনা। যাহারদের সংসারই সর্বস্ব, সংসারই সার, যাহারা সাংসারিক সুখকেই সার মনে করে, তাহারা শরীর পতন-তরে আকুল হয়। শরীরের বিনাশই তাহারদের সর্বনাশ। যাহারদের আশ্রয় প্রতি দৃষ্টি আছে, আশ্রয় উন্নতির প্রতি যাহারদের লক্ষ্য আছে, পার্থিব-সুখ তাহাদের সম্মিথানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। শ্রেষ্ঠতর মহত্তর ব্রহ্মানন্দের জন্যই যাহারদের ঘানস-রসনা লালারিত, ঈশ্বরের সহিত নিত্য সহবাস-জনিত দেব-ভুলভ শাস্বত সুখই যাহারদের প্রার্থনা, সংসার বন্ধন ও হৃদয়-গ্রাসি ছেদ করত ক্রমশঃ উন্নত লোকে গমন করা, নবতর কল্যাণতর সুখ সন্তোষ করা, যাহারদের ইচ্ছা, তাহারা তাহার দ্বার উন্মার্চনে কেন ভীত বা শঙ্কিত হইবেন?

শরীরের হৃত্যু তাহাদিগের পক্ষে তত তরানক নহে। বীজ হইতে যেমন কাণ্ড শাখা, পুষ্প ফল, যথাক্রমে প্রসবিত হইতে দেখিয়া সকলে প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ পরিবর্তন ও উন্নতির নিয়ম পুণ্যাশ্রয় নরদেহে দেদীপ্যমান দেখিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরকেই ধন্য বাদ দেন। শোণিত শুষ্ক হইতে যেমন জননী-গর্ভে ক্রমে ক্রমে রক্ত মাংস শিরা শোণিত-সম্পন্ন অশরীরি আশ্রয় আবাস গৃহ এই শরীর নির্মিত হয়, এবং যথাসময়ে আলোক-মুখা জন্মগর্ভ হইতে এই আলোকময় সুরম্য লোকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়, তেমনি পর্যায়-ক্রমে বাল্য, যৌবন, জরা ও বার্দ্ধক্য রূপ নানা অবস্থাতে আশ্রয় ক্রমশঃ জ্ঞান ধর্ম সমুন্নত হইয়া ইহ লোকের শিক্ষা সমাপন করিলেই হৃত্যু রূপ পরিবর্তন দ্বারা পার্থিব-শরীর পৃথিবীতে রাখিয়া আবার উন্নততম লোকে যাইয়া উপনীত হয়। বাল্য-কালের যতদিন মাতৃ শরীরে পোষিত হইবার আবশ্যক সে ততদিন তথায় পরিপালিত হয়, এই ভুলোকে অবতীর্ণ হইবার কাল উপস্থিত হইলে সে তাহা পরিত্যাগ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলের মনে আনন্দ বিধান করে। আশ্রয় সেই রূপ এই তলুর শরীরে ইহলোকে যতদিন ও যতদূর উন্নত হইবার প্রয়োজন, ততকাল এখানে অবস্থান করিয়া লোকান্তরে উপনীত হওত দেবতাদিগের মধ্যে হর্ষ আনন্দ বিস্তার করে। আমরা যেমন গর্ভ-কূপ হইতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া পুলকিত হই, দেব-তারাও তেমনি আশ্রয় ভুলোক হইতে উন্নত লোকে যাইবার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া আনন্দিত হইতে থাকেন। হৃত্যু যে আশ্রয়দের উন্নতি-শীল আশ্রয়কে কেমন বিচিত্র কৌশলে উন্নত লোকে লইয়া যায়, এই সংকীর্ণ কারাগার হইতে কেমন নিঃশব্দে বিমুক্ত করিয়া যে

প্রকৃত বদেশের পথ নির্দেশ করে, যতক্ষণ না আমরা বেব-তাবে, জ্ঞান প্রেমে সম্মত হই, ততক্ষণ আর তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। মনুষ্য যত বিষয়-জালে বিজড়িত হয়, পার্থিব সুখে অনুরক্ত হয়, হৃত্যু ততই তাহার সন্নিধানে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে। হৃত্যু সংসার-পরতন্ত্র জ্ঞানকে জীবের পক্ষেই তরানক; হৃত্যু সাধু সরল-মহি, যতি সন্তোষীর পদানত দাস। হৃত্যু ভগবৎ-প্রেম-মূর্ত্য নীরস হৃদয়ের পক্ষেই উদ্যত বজ্রের ন্যায় তরুণ, হৃত্যু ঈশ্বর-প্রেম-মধ্য সুধীর সাধুর নিকটে পুষ্পবৎ কোমল। হৃত্যুকাল সংসার-সর্বশ্ব যোর বিষরীর পক্ষেই প্রেলয়-কাল তুলা; উন্নতমনা ঈশ্বর-পিপাসু প্রেমিকের সন্নিধানে তালা উবা-কালের ন্যায় সুখ-প্রদ, আনন্দ-প্রদ।

শরীর-ত্যাগে বা প্রাণনজ্রিয়ার অবরোধে তো বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী সকলেরই হৃত্যু হইয়া থাকে, সে হৃত্যুতে জ্ঞান-ধর্ম-সমব্রিত অনশরীরি আত্মার হৃত্যু হয় না। ঈশ্বর চাইতে বিচ্যুতিই তাহার বখার্ব হৃত্যু। তাঁর সঙ্গে বিযুক্ত হওয়াই তাহার সাংঘাতিক বিনাশ। আমরা সকলে সেই হৃত্যু-তয়েই ব্যাকুল হইয়া অমৃতের শরণাগত হইয়াছি। পাছে সংসার আঘাতের আত্মার প্রাণ বিনষ্ট করে, পাছে বিষয়ারণে প্রবেশ করিলে পাপ-পিপাচী আঘাতের আত্মাকে আক্রমণ করে, এই ভয়েই ভীত হইয়া সেই প্রাণ-সত্যার আশ্রয় লইয়াছি, যে তিনিই আঘাত-দিগকে রক্ষা করিবেন। এস, সকলে এখানকার অসৎ অন্ধকার হইতে উদ্ধার হইবার জন্য, হৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সকাতির হৃদয়ে প্রার্থনা করি, “অস-তোমা সদ্ধাময় তমসোমা জ্যোতির্গময়, হৃত্যোদ্যাহৃত্যং গময়।” “অসৎ হইতে আমাদের সংস্কারে লইয়া যাও, অন্ধকার

হইতে আমাদের জ্যোতিতে লইয়া যাও, হৃত্যু হইতে আমাদের অমৃততে লইয়া যাও।”

ও একমেবাধিতীয়ং।

জ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য।

বকল নামক ইংলণ্ডের মহাপণ্ডিত তাঁহার ইংলণ্ডীয় সভ্যতার পুরাতত্ত্বের ভূমিকা মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম-মূলক নিয়মের তুলনা করিয়া এই দ্বির করিয়াছেন যে, জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকলই মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত আছে, এবং তিনি যদ্যপিও ধর্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তথাচ ধর্ম-মূলক নিয়ম সকলকে মনুষ্যগণের উন্নতি সাধন পক্ষে নিশ্চেষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি যাহা বলেন তাহার সত্যাসত্য বিচারে আপাতত কান্দ থাকিয়া তাঁহার উক্তিকেই প্রামাণ্য করত তৎপ্রতি তর্ক করা বাইতেছে। ধর্ম-মূলক সত্য সকল, ধর্ম-মূলক নিয়ম সকল নিঃসন্দেহই চিরকাল সমান তাবে মনুষ্যের আত্মাতে বিরাজিত আছে, সেই সকল সত্যের দ্রাস বৃদ্ধি করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু তিনি পরে বলিয়াছেন, যে এই রূপ নিশ্চেষ্ট সত্য সকল মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধনে কখনই আনুকূল্য করিতে পারে নাই। এখন মনুষ্যের

১ For there is, unquestionably nothing to be found in the world which has undergone so little change, as those great dogmas of which moral systems are composed. To do good to others, to sacrifice for their benefit your own wishes; to love your neighbour as yourself, to forgive your enemies; to restrain your passions; to honour your parents; to respect those who are set over you; these and a few others are the sole essentials of all morals but they have been known for thousands of years and not one jot or tittle has been added to them by all the sermons, homilies, and text books which moralists and theologians have been able to produce. *Buckle's History of Civilization in England Vol. I. page 163.*

প্রকৃত উন্নতি কাগকে বলে তাহা দেখা আবশ্যক। যদিপি জ্ঞান-মূলক সত্য সকল ধর্ম-মূলক সত্যকে ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে কি মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত, “অন্যের উপকার করা, অন্যের উপকার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, সকলকে আপনার ন্যায় প্রেম-ভাবে দর্শন করা, আপনার বিপক্ষকেও মার্জনা করা, কামক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করা, পিতা মাতাকে তত্ত্ব করা ও গুরু-জনকে মান্য করা,” এই সকল সত্য যদি মনুষ্যের আত্মা হইতে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কেবল জ্ঞান-মূলক সত্য জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল দ্বারা কি মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। এই সকল ভাব ও এই সকল নিয়ম যে অপরিবর্তনীয় ও স্থির ভাবে আমাদের আত্মাতে বিরাজিত রহিয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু ইহা দ্বারা যে মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় নাই, ইহা আমরা কোন রূপেই স্বীকার করিতে পারি না। মহাত্মা বকল যখন অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া, শারীরিক সুস্থতাকে জলাঞ্জলি দিয়া, তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ সত্যতার পুরাত্ত্ব সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন কি তিনি পরের উপকার জন্য উহা সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন নাই? হায়! তাঁহার ঐ আশ্চর্য্য জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থে তাঁহার শোচনার কথা মনে হইলে কাণ্ডার হৃদয় না দলিত হয়; কিন্তু আমাদের সেই অশ্রু-নিপাত কোন উৎস হইতে উৎসারিত হয়, জ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁহার জ্ঞানের আলোক দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, কিন্তু ধর্ম-মূলক সত্যই আমাদের কাছে তাঁহাকে মান্য করিতে, তাঁহার জন্য শোক করিতে হৃদয়কে আদেশ করে, ধর্ম-মূলক সত্য নিশ্চেষ্ট ভাবেই আমাদের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত

রহিয়াছে? যাহারা স্থির ভাবে আমাদের উপকার করে তাহারা কি আমাদের উপকারক নহে, ধর্ম-মূলক সত্য নিত্য কাল আমাদের হৃদয়কে নিয়োজিত করে বলিয়াই কি তাহাদের নিয়ম আমাদের পক্ষে পরম উপকারক নহে, মনুষ্য জাতির আজন্ম চুই হস্ত এবং চুই পদ; ত্রিপাদ কিম্বা চতুর্ভুজ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এই জন্য কি উক্ত হস্ত পদাদি দ্বারা মনুষ্যের যে উপকার সাধিত হয় ও হইতেছে তাহা বুঝা হইবে, এই জন্যই কি তাহারা মনুষ্য জাতির পরম উপকারক নহে, এই জন্যই কি তাহাদের দ্বারা তবিষ্যতে যে সকল উন্নতি সাধিত হইবে তাহা মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ধর্ম-মূলক সত্য আমাদের আত্মাতে চিরকাল সমভাবে অবস্থিতি করিয়া আমাদের পরম উপকার সাধন করিতেছে বটে, কিন্তু এই জন্য আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য সকলকেও তুচ্ছ করিতে পারি না। ধর্ম-মূলক সত্য, ধর্ম-মূলক নিয়ম সকল অবিনশ্বর অক্ষরে মনুষ্যের আত্মাতে নিবেশিত আছে, জ্ঞান আপনার জ্যোতি দ্বারা সেই সকল সত্যকে অগ্নিময় অক্ষরে পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের নিকটে প্রতিভাত করে। সপ্তসুর আমাদের কণ্ঠেই রহিয়াছে কিন্তু মনুষ্য বিশেষ কোন ক্রিয়া দ্বারা, তাহা আকাশে নিক্ষেপ করত তাহাকে মোহিনী শক্তি প্রদান করে।

ধর্ম-মূলক নিয়ম ও জ্ঞান-মূলক নিয়ম উভয়েই আমাদের পরম উপকারক, উভয়কেই বিশেষ রূপে আলোচনা করা মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম।

আমরা অতি সঙ্কুচিত হইয়াই মহাত্মা বকলের সহিত ভিন্নমত হইয়াছি। আমাদের মতে ধর্ম-মূলক-নিয়ম ও জ্ঞান-মূলক নিয়ম, ইহার মধ্যে কোনটি আমাদের উন্নতি-সাধনে অল্প বা অধিক ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে তাহান

অনুসন্ধান করা কিম্বা তন্মধ্যে তুলনা সংস্থাপন করাই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল ক্রমে মনুষ্যের মন হইতে মোহ-অন্ধকার দূর করিয়া, ধর্ম-মূলক সত্যকেই উদ্দীপিত করে, কিন্তু ধর্ম-মূলক নিয়ম, ধর্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বই যদি না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞান-মূলক সত্য সকল কি কর্তব্য করিতে অধিকারী হইত? কিছুই নহে। যদিপি সমুদায় মহাত্মাগণের জ্ঞান-প্রদর্শিত মহা সত্য সকল এই ধর্ম-মূলক নিয়মকে উদ্দীপিত না করিত যে—মনুষ্যের উপকার করা মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম, তাহা হইলে ঐ সকল মহা সত্য, মনুষ্যের পক্ষে, বৃথা ও নিষ্ফল কি না?

উক্ত মহাত্মাগণ মহা সত্যসকল আবিষ্কৃত করিয়া মনুষ্যের জ্ঞান-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া, কি করিয়াছেন? মনুষ্যের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি ঐ সকল মহাত্মাদের মনে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় না থাকিত যে আমরা যাহা করিতেছি তদ্বারা মনুষ্য জাতির পরম উপকারই সাধিত হইবে, তাহা হইলে কি তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ঐ সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন।

মহাত্মা বকল, আপনার তর্ক দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি, অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকগণের বিদ্রোহাচরণ এবং পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রাদুর্ভাব। এক্ষণে আমরা এই দুই বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাত্মা বকল বলেন, যে অজ্ঞ ব্যক্তি হস্তে যে কালে প্রভুত্ব নিপতিত হইয়াছে, সেই সময়েই উক্ত ব্যক্তি প্রায়ই মনুষ্যের উপকার সাধন না করিয়া প্রভুত্ব মহা অপকারই করিয়াছেন এবং এই কথা যে কত দূর সত্য তাহা ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর

বিদ্রোহাচরণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হয়; কেন না, যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম-যাজক ঐ রূপ ভিন্ন বিশ্বাসস্থ লোকগণের উপর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মানসিক প্রবৃত্তি সকল অতি নির্মল ও পবিত্র ছিল ও আপনাদের বিশ্বাসকে সত্য জানিয়াই ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং যদিপি তাঁহারা ধর্মের বশীভূত হইয়াই ঐ সকল অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম-মূলক সত্যের গৌরব আর কোথায় রহিল। এই রূপ বিদ্রোহাচরণে, যে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট ঘটিয়া গিয়াছে, ও ইহা যে প্রভূত অনর্থের মূল ইহা আমরা যুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি এবং যে সকল ধর্মযাজক, ঐ বিষয় কাণ্ডে ত্রুটি হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে অন্যান্য বিষয়ে পবিত্রচরিত্র এবং আপনাদের বিশ্বাসকে সত্য জানিয়াই ঐ রূপ অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পুরাতন পাঠ করিলে তাহাও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে ইহা দ্বারা ধর্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বের কিম্বা তাহার উপকারিত্বের কি ব্যাঘাত জন্মিল? ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ যে অতি অকর্তব্য এই যে এক মহান সত্য এইটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? কোন্ জ্ঞান-মূলক সত্য হইতে এই সত্যটি উৎপন্ন হইয়াছে? ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ করা নিষ্ফল এই জন্যই কি মনুষ্য তাহা হইতে বিরত হয়, না ঐ রূপ আচরণ অতি অন্যায় ও অতি অকর্তব্য এই জন্যই মনুষ্য উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু তবে কি এই ধর্ম-মূলক সত্য আমরাই পাইয়াছি, পূর্বকালীন ঠাঁহারা ঐ রূপ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট কি এই সত্য প্রতিপাত হয় নাই? এখানে এই তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অবশ্যই প্রতিপাত হইয়াছিল, কিন্তু

মোহাকার তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ক্রমে জ্ঞানের প্রভাবে যত সেই মোহ দূরীকৃত হইতে লাগিল, ততই ঐ মহান সত্য উজ্জ্বল রূপে মনুষ্য মনে জাগরুক হইল। ইহা আমরা যুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সত্যকে প্রতিভাত করিল, এবং ঐ সকল সত্যকে প্রতিভাত করে বলিয়াই তাহারা অতি প্রজ্জ্বল কিন্তু ঐ সকল সত্য যদি বাস্তবিক না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞান সহস্র বৎসর আলোচনা দ্বারাও কি উহার অকর্তব্যতা স্থিরীকৃত করিতে পারিত? কখনই নহে। আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য যে মনুষ্যের উন্নতি করে তাহা যুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু তন্নিমিত্ত ধর্ম-মূলক সত্য যে মনুষ্য জাতির উন্নতি সাধনে নিশ্চেষ্ট তাহাই অস্বীকার করি; কেন না যখন ধর্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইল এবং যখন জ্ঞান সেই সকল ধর্ম-মূলক সত্যকে লইয়াই কার্য্য করে, তখন অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম-মূলক সত্য কখনই একেবারে নিশ্চেষ্ট নহে ও তাহারা মনুষ্য-জাতির উন্নতি সাধনে অবশ্যই আনুকূল্য প্রদান করে। বোধ হয় ধর্ম লইয়া ঐ রূপ বিদ্রোহচরণ পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু কি ভূতত্ত্ব বিদ্যা কি বার্জা শাস্ত্র, কি প্রাণি তত্ত্ব, কি চিকিৎসা বিদ্যা, এই সমুদায় বিদ্যার মধ্যে পণ্ডিত-গণের মত-ভেদ প্রত্যক্ষ হয় এবং মধ্যে মধ্যে বিবাদ ও বিদ্রোহচরণ যে হয় না, একপঙ নির্দেশ করা যায় না, কিন্তু ঐ রূপ বিবাদ, ও বিদ্রোহচরণ যে অতি অকর্তব্য ইহা কোন্ জ্ঞান-মূলক সত্য আবিষ্কৃত করিতেছে?

মহাত্মা বকল আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে “যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার বিষয়ে আমরা এখনও

যাহা জানি, শত শত বৎসর পূর্বেও তাহাই জানিতাম। প্রতীকার যুদ্ধই ন্যায়-সঙ্গত এবং আততায়িক যুদ্ধই অন্যায় এই যে দুই মূল তত্ত্ব, ধর্ম শাস্ত্র বেত্তাগণ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েন।”

আততায়িক যুদ্ধ অবশ্যই অন্যায় এবং যদ্যপি আততায়িক যুদ্ধ পৃথিবীতে না থাকে তাহা হইলে এই বিষম হত্যা-ব্যাপার ভূমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হয়। মহাত্মা বকল এই রূপ তর্ক করেন যে, এই যুদ্ধ ব্যাপার পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান সত্য জাতি মধ্যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে কিন্তু ধর্ম-মূলক নিয়ম সকল যে তাহার কারণ ইহা বলা যাইতে পারে না; কেন না, যখন ধর্ম-যাজকেরা চিরকাল এই রূপ উপদেশ দিয়াও তাহা পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিতে পারেন নাই, এবং ইউরোপীয় সভ্যজাতি-মধ্যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের প্রকাশ হওয়ায় ক্রমে ঐ বিষম ব্যাপারের পরিবর্তন ও হ্রাস দেখা যায়, তখন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে অপরিবর্তনশীল ধর্ম-মূলক সত্য সকল কখনই ইহার কারণ নহে। তিনি বলেন, যে পুরাতত্ত্ব পাঠে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে যতই জ্ঞানের প্রভাব উদ্দীপিত হয় ততই জ্ঞানবান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সৈনিক সংগ্রাম-প্রিয় ব্যক্তি গণের সঙ্ঘিত ইহাদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রোক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা হ্রাস হয়। অসত্য জাতি মধ্যে, যুদ্ধ বিগ্রহই, মানের চিহ্ন। সুতরাং সংগ্রামই তাহাদের গৌরবের এক মাত্র উপায় কিন্তু ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবান লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির

১ On this head nothing is known that has not been known for many centuries. That offensive wars are unjust and that defensive wars are just are the only two principles which on this head moralists are able to teach.

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শাস্তি-মূলক কর্মে মনুষ্য নিযুক্ত হইয়া, যুদ্ধ-প্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস করে ও সভ্যতার সর্বোচ্চ যুদ্ধের নিম্ন সোপান সকলে এই রূপ তাবই দেখা যায়। ক্রমে যুদ্ধ-প্রিয় ব্যক্তির হ্রাস দেখাইয়া তিনি ইউরোপীয় জ্ঞান বিস্তারে যে রূপ এই যুদ্ধ বিগ্রহের সম্পত্তা হইয়া আসিয়াছে তাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে বারুদের ব্যবহার ও মনুষ্যের গমনাগমনে বাষ্পের ব্যবহার এবং বার্তাশাস্ত্রের সত্য সকলের আবিষ্কার এই তিন উপায়কেই তিনি যুদ্ধ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া গিয়াছেন এবং ক্রান্ত সম্বন্ধীয় মহাবিস্ফোরণের পর চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিনী শাস্তি ও তৎপরে কৃষ ও তুর্ক এই দুই অসভ্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহকেই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা বকল যদি এত দিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে জর্মনির যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার দর্শনে তিনি তাহার কি কারণ নির্দেশ করিতেন বলিতে পারি না; কিন্তু এ রূপ তর্ক উপস্থাপন করা আমাদের মতে যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়াই তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, আন্তারিক যুদ্ধ ব্যাপার যে অন্যায় এই যে একটি মহান সত্য ইহা আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, আধ্যাত্মিক ধর্ম তাব হইতে যদি আমরা এই সত্য না পাই-তাম—যে স্বার্থ হেতু পরের মন্দ করা অন্যায়—তাহা হইলে, জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের আবির্ভাবে ইহা কি কখন আমাদের হৃদয় হইত। জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের আবির্ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের নিষ্ফলতা ও শাস্তির উপকার সত্য জাতির হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া তাহা-দিগের মধ্যে উহার হ্রাস যে ক্রমে সাধিত হইবে তৎপ্রতি আমাদের কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু পুরাতন পাঠে আমরা এই একটি সত্য প্রাপ্ত হই যাহা মহাত্মা বকল বিশেষ

রূপে আলোচনা করিয়া দেখেন নাই; তিনি কি ঐ চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিনী মহা শাস্তির সময়ে আফ্রিকান্ধ এবং আসিয়ান্ধ জাতিগণের উপর ক্রান্ত এবং ইংলণ্ডের অত্যাচারের ও আন্তারিক যুদ্ধের বিষয় দেখিয়াও দেখেন নাই? আফ্রিকান্ধ আলজীরিয়ান্ধ এবং আসিয়ান্ধ ভারত বর্ষে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয় সভ্য জাতির মধ্যে ও তাহাদিগের পশ্চিমগণের মধ্যে ধর্ম-মূলক সত্য সকলের অবমাননায় এই এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, যে ইউরোপীয় সভ্য জাতি জ্ঞান-বলে বলী হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় দুর্বল জাতির উপর মহা বিদ্রোহাচরণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা বিবিধ উপায় সৃজন করত অন্যান্য হীন-বল মনুষ্য জাতি সকলকে পৃথিবী হইতে উৎসন্ন করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং যখন ইউরোপীয় পশ্চিম-গণও ধর্ম মূলক সত্যকে অকর্মণ্য বলিয়া নির্দেশ করেন, তখন যে এই ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য ইহা কি রূপে বলা যাইতে পারে। জ্ঞান-দর্পে দর্পিত হইয়া ইউরোপের মনুষ্যগণ, অন্যান্য দেশের লোকগণকে কি ভয়ানক ভাবে দেখিয়া থাকেন, কেহ কেহ ইহাদের মনুষ্য বলিতেও ঘৃণা করেন। এই রূপ বিবেচ্য তাব ও এই সকল হত্যাকাণ্ড কখনই জ্ঞান মূলক সত্য নিবারণ করিতে সমর্থ নহে ও হইবে না, প্রত্যুত তাহা দ্বারা এই সকল অনর্থকর ব্যাপারের বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ জ্ঞান প্রচারের হলে পর-দেশ আক্রমণের বিধিকে কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদ্বিষাতে ধর্মের মহা সত্য সকলই এই বিষম কাণ্ড নিবারণের যে মূলধার হইবে তৎপ্রতি এক প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

যুদ্ধ বিগ্রহ এত দূর তরুণ ও ধর্ম প্রতি
রোধী কাণ্ড যে তরুণিত ও তাহার আনু-
সঙ্গিক অন্যান্য তরুণ ব্যাপারের উপশম
জন্যই ধর্ম-মূলক নিয়ম সকল ত্রুতী ছিল।
পূর্ব কালে গ্রীস এবং রোমীয় সংগ্রামে জয়ের
সঙ্গে সঙ্গে দাস সংখ্যার বৃদ্ধি হইত। যুদ্ধে
পরাজিত সৈন্যগণ জেতাগণের দাস হইয়া
অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিত, বাস্তবিক ঐ
হতভাগ্য পুরুষগণ ক্রীত দাস স্বরূপ গণ্য
হইত। খৃষ্টীয় ধর্ম এই তরুণক ব্যাপার
নিবারণের প্রধান উপায়^১। অতএব দেখা
যাইতেছে যে ধর্ম যাজকেরা যদ্যপিও যুদ্ধ
বিগ্রহ নিবারণের জন্য ত্রুতী থাকিয়া তাহা
পৃথিবী হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিতে
সমর্থ হয়েন নাই বটে, কিন্তু তাহার
ভীষণ উৎপাত সকল তাহাদের দ্বারা অনেক-
কাংশে নিরাকৃত হইয়াছে। জ্ঞান-মূলক
সত্য এই ব্যাপারের উপশম জন্য চেষ্টা
করিলে বোধ হয় কোন কালেই কৃতকার্য
হইতে পারিতেন না। পৃথিবী হইতে যে ঐ
তরুণক কাণ্ড একেবারে উন্মূলিত হয় নাই,
তাহার অন্যান্য কারণ আছে; সেই সকল
কারণের আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য
নহে, কিন্তু ইহা কোন বিবেচক ব্যক্তি অ-
স্বীকার করিবেন যে যদ্যপি লোকেরা ধর্ম-

মূলক সত্য সকল হৃদয়ঙ্গম করে, ঐ সকল
সত্যকেও ধর্ম-মূলক নিয়ম সকলকে পৃথি-
বীর কার্যে নিয়োগ করে, তাহা হইলে যুদ্ধ
বিগ্রহ পৃথিবী হইতে একেবারে তিরোহিত
হয় এবং এখানে ইহাও অসঙ্গীত চিত্তে
নির্দেশ করা যাইতে পারে যে ধর্ম-মূলক
সত্য সকল দ্বারা ভবিষ্যতে ঐ ব্যাপারের
নিরাকরণ হইবে। ধর্ম-মূলক সত্য ক্রমে মনু-
ষ্যের মনে উদ্দীপিত হইতেছে, ইহার দ্বারা
মহৎ কর্ম সকল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

এখন, মহাত্মা বকল যে ধর্ম মূলক সত্যের
উন্নতি হওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া-
গিয়াছেন ইহা কত দূর সত্য তাহার আলো-
চনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ধর্ম-মূলক সত্যের কতকগুলি মূল তত্ত্ব
গ্রহণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,
যে কোন কালে ইহার পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর
হয় না। এই সিদ্ধান্ত এত দূর সত্য যে ইহার প্রতি
কেহই সন্দেহ স্থাপন করিতে পারেন না; কিন্তু
বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সকল মূল তত্ত্ব
যেমন অপরিবর্তনশীল, জ্ঞান-মূলক সত্য
জ্ঞান-মূলক নিয়মেরও সেইরূপ কতকগুলি
এমন মূল তত্ত্ব আছে যাহা ঐ রূপ অপরিব-
র্তনশীল। সকল বিদ্যারই ঐরূপ কতকগুলি
এমন সত্য আছে যাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্তন-
শীল। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি, গণিত বিদ্যার
মূল তত্ত্ব, জ্যামিতির মূল তত্ত্ব, সমুদায়ই
অপরিবর্তনশীল। এই সকল মূল তত্ত্বের প্র-
য়োগ দ্বারাই জ্ঞান-মূলক সত্যের প্রকৃত
উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেই রূপ ধর্ম-মূলক
সত্যের মূল তত্ত্ব সকলেরও ঐ রূপ প্রয়োগ
দেখা যায়, এবং ঐ রূপ প্রয়োগকে কি ধর্ম-
মূলক সত্যের উন্নতি বলিয়া নির্দেশ করা
যাইতে পারে না? মনুষ্যগণকে দাসত্ব
শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা এই রূপ প্রয়োগের
একটি প্রধান দৃষ্টান্ত হল। রাজ-কার্যের

^১ It was in this manner that the old civiliza-
tion which rested on conquest and on
slavery had passed into complete dissolution;
the free classes being altogether demoralised,
and the slave classes exposed to the most
horrible cruelties. At last the spirit of
Christianity moved over this chaotic society
and not merely alleviated the evil that con-
vulsed it but also reorganised it on a new basis.
Page 255, Leckie's Rise and Influence of Ra-
tionalism in Europe. Other influences could
produce the manumission of many slaves, but
Christianity alone could effect the profound
change of character that rendered possible the
abolition of slavery.—Ibid.

শাসন প্রণালী মধ্যে এই সকল ধর্ম-মূলক নিয়মের যত প্রাচুর্য্য হইবে ততই তাহা দ্বারা পৃথিবীস্থ তাবৎ জনগণের মহা উপকার সাধিত হইতে থাকিবে।

ধর্ম-মূলক সত্যের আর এক প্রকার উন্নতি পুরায়তে দৃষ্টিগোচর হয়। এককালে কোন গর্হিত কর্ম সাধারণ সমাজ মধ্যে একুপ প্রচলিত থাকে যে ঐ রূপ গর্হিতাচারী ব্যক্তি এক কালে সমাজ মধ্যে কিছুই নিন্দনীয় হয় না। কিছু দিন পরে আবার সেই রূপ গর্হিতাচরণ জন-সমাজ মধ্যে একুপ নিন্দনীয় হয় যে, ঐ রূপ আচরণ প্রায়ই তদ্র সমাজ মধ্য হইতে উন্মূলিত হয়। এই রূপ ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে উহা বাস্তবিক ধর্ম-মূলক সত্য সকল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, আমাদের সকলেরই মনে একটি মঙ্গলের আদর্শ আছে, সেই আদর্শ যদিও জ্ঞান দ্বারা আমাদের মনে ক্রমে উন্নত ও সুন্দর রূপ ধারণ করে কিন্তু তথাচ সেই মঙ্গলের আদর্শই প্রমাণিত হইয়া পরিস্কৃত অক্ষর ধারণ করে মাত্র। ঐ মঙ্গলের আদর্শই বাস্তবিক আমাদের সমুদায় ধর্ম-তত্ত্বের মূল পত্তন ভূমি। অতএব যখন ঐ পত্তন-ভূমির বিস্তৃতি হয় তখন অবশ্যই ধর্ম-মূলক সত্য সকলেরও বিস্তৃতি ও উন্নতি হয় বলিতে হইবে। এই স্থানে লেখি নামক গ্রন্থকার তাঁহার জ্ঞান-তাবের উপা-পন ও অধিকার বিষয়ক পুস্তকে যে রূপ বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

১ "I have examined several important intellectual agencies which have effected intellectual changes, but I have as yet altogether omitted the laws of moral development. In endeavouring to supply this omission, we are at first met by a school, which admits, indeed, that the true essence of all religion is

এই নিমিত্ত আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য সকলকেও অনাদর করিতে প্রবৃত্ত নহি। জ্ঞান-মূলক সত্য সকল দ্বারা মনুষ্য জাতির অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। জ্ঞান-মূলক সত্য সকল ধর্মের পথকে পরিষ্কৃত করিতেছে, মনুষ্যের অবস্থাকে উন্নত করিতেছে, জ্ঞান ও ধর্ম-মূলক সত্য সকল উভয়ই মনুষ্য জাতির পরম হিত সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, উভয়ই আমাদের পক্ষে অতি প্রয়োজন, আমরা যেমন ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে ধর্ম-মূলক সত্য সকল নিশ্চেষ্ট, ইহা দ্বারা মনুষ্য জাতির কোন উন্নতিই সাধিত হয় নাই, সেই রূপ ইহাও স্বীকার করিতে পারি না যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকল অনাবশ্যক। বাস্তবিক ইহার মধ্যে কাহারো প্রতি বীতম্পর্ক হওয়া মনুষ্যের উচিত নহে। জ্ঞান-মূলক সত্য দ্বারা ধর্ম-মূলক সত্যের ধর্ম মূলক নিয়মেরও অনেক উপকার

moral, but at the same time, denies that there can be in this respect any principle of progress. Nothing it is said is so immutable as morals. The difference between right and wrong was always known and on this subject our conceptions can never be enlarged. But if in the term used moral be included not simply, the broad difference between acts, which are positively virtuous, and those which are positively vicious, but also the prevailing ideal or standard of excellence it is quite certain that morals exhibit as constant a progress as intellect, and it is probable that this progress has exercised as important an influence upon Society * * * * *. Thus, the pursuit of virtue for its own sake is undoubtedly a higher excellence than the pursuit of virtue for the sake of attaining reward or avoiding punishment; yet the notion of disinterested virtue belongs almost exclusively to the higher ranks, of the most civilized ages, and exactly in proportion as we descend the intellectual scale it is necessary to elaborate, the system of reward or punishment.

সাধিত হইয়াছে, পৃথিবীর পুরাতন পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু সেই সকল দৃষ্টান্ত এখানে সংকলন না করিয়া কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

জৈনমত।

জৈনেরা কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম উৎসর্পিণী দ্বিতীয়টির নাম অবসর্পিণী। এক একটি কাল লক্ষ কোটি বৎসর ব্যাপিয়া থাকে। এই উৎসর্পিণী হয় ভাগে বিভক্ত—সুখ, সুখসুখ, সুখদুঃখ, দুঃখসুখ, দুঃখ ও অতি দুঃখ। দ্বিতীয় কাল অবসর্পিণীও আবার হয় ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—অতি দুঃখ, সুখদুঃখ, দুঃখসুখ, দুঃখদুঃখ, ও সুখসুখ। মনুষ্যেরা যে সমস্ত স্থানে আছে তথায় যেমন চল্লের এক বার হ্রাস ও এক বার বৃদ্ধি দেখা যায়, যেমন কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুইটি পক্ষ পর্যায়ক্রমে গমনাগমন করে, সেইরূপ এই দুইটি কাল বারংবার গতায়ত করিতেছে। মনুষ্যেরা যে সমস্ত স্থানে বাস করে তৎসমুদায়ের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ এক শত সপ্ততি। তন্মধ্যে দশটি স্থান পাঁচ জন ভরত ও পাঁচটি ঐরাবতের নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ত্রিলোকশতক আছে এই সমস্ত স্থানের বিস্তীর্ণ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথম, সুখকাল চার শত কোটি বৎসর থাকে। এই সময়ে মনুষ্যেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দশটি কল্প বৃক্ষের ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই দশটি বৃক্ষের নাম ভোজনাক, বস্ত্রাক, ভূষণাক, মল্যাক, গৃহাক, রক্ষণাক, তুর্য্যাক ও ভাজনাক ইত্যাদি। মনুষ্যেরা এই সমস্ত

কল্প বৃক্ষ দ্বারা পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। অত্যাচার নাই; সুতরাং তৎকালে রাজারও আবশ্যকতা ছিল না। মনুষ্যেরা সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিত। তৎকালিক মনুষ্যদিগের নাম উত্তম-ভূমি-প্রবর্তক ছিল।

দ্বিতীয় সুখ সুখ কাল তিন শত কোটি বৎসর থাকে। সুখ কালে যে কপ কল্প-বৃক্ষের দান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত এ সময়ে তদপেক্ষা কিছু স্থান। এবং এ সময়ে মনুষ্যের বল বীৰ্য্য ও দীর্ঘজীবিতা তাদৃশ ছিল না। ইহাদিগের নাম মধ্যম-ভূমি-প্রবর্তক ছিল।

তৃতীয় সুখদুঃখ কাল। এই কাল দুই শত কোটি বৎসর থাকে। এই সময়ে কল্প বৃক্ষ যৎসামান্য কপ ফল প্রসব করিত। মনুষ্যেরা অস্পায়ু ও দুর্বল ছিল এবং তাহাদিগের সুখ ও সন্তোষ অল্প পরিমাণেই লাভ হইত। এই সময়ে মনুষ্যদিগের নাম জঘন্য-তোষণ-প্রবর্তক ছিল। এই তিন কালের মধ্যে তিন তিন সময়ে চতুর্দশ মনু উৎপন্ন হন। ইহাদিগের নাম প্রতিশ্রুতি, সম্মতি, ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমঙ্কর, শ্রীমানকর, শ্রীমানধর, বিমলবাহন, চক্ষু-মান, যশস্বী, অতিচন্দ্র, চান্দ্রব, মরুদেব, প্রসন্নজিৎ, ও নাতিরাজ। এই শেষ মনু নাতিরাজ মরুদেবীকে বিবাহ করিয়া বৃষভ-নাথ ভীষ্মকর নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ দুঃখসুখ কাল। এই সময় অতি অল্প পরিমিত বৎসরই থাকে। কল্প বৃক্ষ এই কালে আর কিছুই প্রদান করে না। এই দুঃখ সুখ সময়ে কল্প বৃক্ষের তিরোভাব নিবন্ধন বোধ হইয়াছিল যেন মনুষ্যজাতি এক কালে উৎসন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে চতুর্দশ মনু অযোধ্যাধিপতি

নাভিরাজের বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর নামে পুত্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। কুংপিপাসায় একান্ত কাতর মনুষ্যেরা ইতস্ততঃ বিচেষ্টমান হইতে ছিল, এই বৃষভনাথ তাহাদিগের চুঃখ মোচন করেন। তিনি স্বয়ং উপদেশ দ্বারা তাহাদিগের সদসৎ জ্ঞান সম্ভব ও অসম্ভব জ্ঞান এবং পৃথিবী ও স্বর্গে সুখী হইবার উপায় জ্ঞান প্রদান করিয়া ছিলেন এবং তিনিই মনুষ্য জাতির ধর্ম কার্য সমুদায়ের নিয়ম-বন্ধ করিয়া তাহাদিগের জীবন যাপনের সুবিধা সম্পাদনের নিমিত্ত অসি, মশী ও কুবী এই তিনটি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই রূপ সমস্ত বিষয় সুপ্রণালীবদ্ধ করাতে বৃষভনাথ সকল মনুষ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আধিপত্য লাভ করিবার পর তিনি প্রথমানুযোগ, কর্ম্মানুযোগ, চরণানুযোগ ও দ্রব্যানুযোগ এই কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর এই প্রকারে জৈনদিগের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণকে এই গ্রন্থের অতিমত কার্য্য-নুষ্ঠানের তার্য্পণ করেন। এই সকল গ্রন্থের ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইত না এই কারণে ব্রাহ্মণেরা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের বোধ-সুলভ করিয়া দিতেন এবং অনেকানেক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও প্রচলিত করেন। এই সকল গ্রন্থ তিন্ন বৃষভনাথ লোকের উপকারার্থ অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

যখন এই রূপে বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর লোকের উপকার সাধনে দীক্ষিত হইলেন, যখন নানা প্রকারে লোকের প্রকৃত উপকার হইতে লাগিল, তখন সাধারণে তাঁহাকে ঈশ্বরের অনুরূপ বলিয়া স্থির করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তত্ত্বেরা জৈনেশ্বর নামে

তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিত।

বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর দুইটি স্ত্রী রাখিয়া লোকান্তরিত হন। ঐ দুইটি স্ত্রীর মধ্যে প্রথমার নাম আশাস্বতী দ্বিতীয়ার নাম সুন্দা দেবী। আশাস্বতীর গর্ভে তরুত চক্রবর্তী নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সুন্দার গর্ভে গোমতেশ্বর স্বামী উৎপন্ন হন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ তরুত চক্রবর্তী এই পৃথিবীর হয় তাগ শাসন করেন এবং তাঁহার নামেই ঐ হয় তাগ ভারত ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। তদবধি অদ্যাপি উহার ঐ নামই চলিয়া আসিতেছে। অযোধ্যা এই তরুত চক্রবর্তীর রাজধানী ছিল। তিনি বহু দিবস এই রাজ্য ভার বহন করিয়া পরিশেষে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমুদেশ্বর স্বামীকে অর্পণ করেন। তৎপরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক ধ্যান যোগে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

গোমতেশ্বর স্বামী ভ্রাতৃদত্ত রাজ্য কিছু কাল পালন করিয়াছিলেন। পশ্চিনাত পুর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজারা পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিল। তিনি নানা প্রকারে প্রজাদিগের উন্নতি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রজারা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিত। জৈনেরা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কাল মধ্যে এতোক কালে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা বর্তমান অপেক্ষা অতীত কালের তীর্থঙ্করদিগকে বিশেষ ভক্তি ও আচ্ছাদন করিয়া থাকে। পূর্বতন তীর্থঙ্করেরা ভবিষ্যদ্বাদী ছিলেন। তাঁহারা সাধারণের গোচরার্থ ভাবী তীর্থঙ্করদিগের নামোন্মেষণ করিয়া যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রয় পুস্তক।

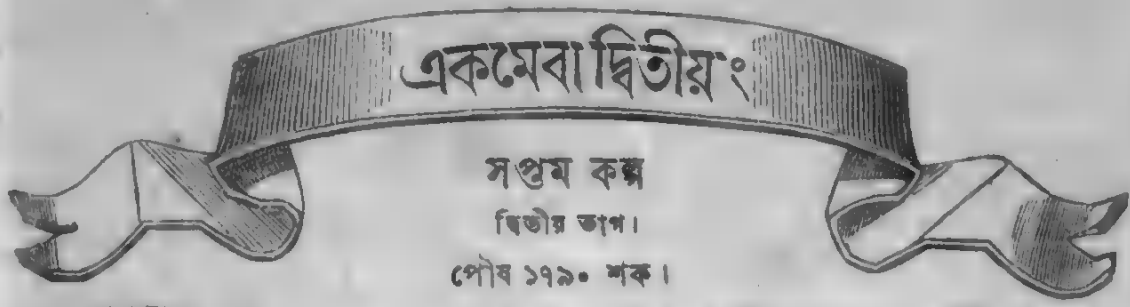
অমৃতান-পদ্ধতি	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগরী অক্ষরে) ..	১০
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা ভাষাপর্য্য সহিত)	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (টীকা সহিত) ..	১০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম	১০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	১০
ঐ ঐ ভাষাপর্য্য সহিত	১০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	১০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ	১০
মাহোৎসব	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ..	১০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	১০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
তবানীপুর সাংসারিক সমাজের বক্তৃতা	১০
তবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	
১২।৩।৪।৫। সংখ্যা একত্র বঁধান ..	১০
তত্ত্ববিদ্যা ভিন্ন খণ্ড একত্র বঁধান ..	১০
ধর্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ ..	১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১০
তত্ত্বপ্রকাশ	১০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	১০
ব্রহ্মোপাসনা	১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	১০
ধর্ম-লিঙ্গ	১০
পৌত্তলিক প্রবোধ	১০
ব্রহ্মি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগরী অক্ষরে	১০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	১০
ত্রিসঙ্কান্তোত্তর	১০
ধর্ম চর্চা	১০

প্রবচন সংগ্রহ	১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	১০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	১০
সংগীত মুক্তাবলী	১০
মুক্তাব সঙ্গীত	১০
প্রথম মঞ্জরী	১০
উপোদ্যোজনালি	১০
বৃহৎ স্মৃতি	১০
স্তোত্রমালা	১০
ধর্ম দীপিকা	১০
ধর্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭ ৮৭ শকের	
একত্র বঁধান	১০
ঐ ঐ ১৭৮৬।৮৭ শকের	১০
ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের ..	১০
দীপ-শিরার অভিষেক	(১০)
ব্রহ্মসাধন	১০
ব্রাহ্মব্যবহার	১০
মহোৎসব	১০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	(১০)
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	১০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৯২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।	
৭৭।৭৮।৭৯।৮০।৮১।৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।	
৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১।৯২।৯৩।৯৪।৯৫।৯৬।	
৯৭।৯৮।৯৯।১০০।১০১।১০২।১০৩।১০৪।১০৫।	
১০৬।১০৭।১০৮।১০৯।১১০।১১১।১১২।১১৩।১১৪।১১৫।	
১১৬।১১৭।১১৮।১১৯।১২০।১২১।১২২।১২৩।১২৪।১২৫।	
১২৬।১২৭।১২৮।১২৯।১৩০।১৩১।১৩২।১৩৩।১৩৪।১৩৫।	
১৩৬।১৩৭।১৩৮।১৩৯।১৪০।১৪১।১৪২।১৪৩।১৪৪।১৪৫।	
১৪৬।১৪৭।১৪৮।১৪৯।১৫০।১৫১।১৫২।১৫৩।১৫৪।১৫৫।	
১৫৬।১৫৭।১৫৮।১৫৯।১৬০।১৬১।১৬২।১৬৩।১৬৪।১৬৫।	
১৬৬।১৬৭।১৬৮।১৬৯।১৭০।১৭১।১৭২।১৭৩।১৭৪।১৭৫।	
১৭৬।১৭৭।১৭৮।১৭৯।১৮০।১৮১।১৮২।১৮৩।১৮৪।১৮৫।	
১৮৬।১৮৭।১৮৮।১৮৯।১৯০।১৯১।১৯২।১৯৩।১৯৪।১৯৫।	
১৯৬।১৯৭।১৯৮।১৯৯।২০০।২০১।২০২।২০৩।২০৪।২০৫।	
২০৬।২০৭।২০৮।২০৯।২১০।২১১।২১২।২১৩।২১৪।২১৫।	
২১৬।২১৭।২১৮।২১৯।২২০।২২১।২২২।২২৩।২২৪।২২৫।	
২২৬।২২৭।২২৮।২২৯।২৩০।২৩১।২৩২।২৩৩।২৩৪।২৩৫।	
২৩৬।২৩৭।২৩৮।২৩৯।২৪০।২৪১।২৪২।২৪৩।২৪৪।২৪৫।	
২৪৬।২৪৭।২৪৮।২৪৯।২৫০।২৫১।২৫২।২৫৩।২৫৪।২৫৫।	
২৫৬।২৫৭।২৫৮।২৫৯।২৬০।২৬১।২৬২।২৬৩।২৬৪।২৬৫।	
২৬৬।২৬৭।২৬৮।২৬৯।২৭০।২৭১।২৭২।২৭৩।২৭৪।২৭৫।	
২৭৬।২৭৭।২৭৮।২৭৯।২৮০।২৮১।২৮২।২৮৩।২৮৪।২৮৫।	
২৮৬।২৮৭।২৮৮।২৮৯।২৯০।২৯১।২৯২।২৯৩।২৯৪।২৯৫।	
২৯৬।২৯৭।২৯৮।২৯৯।৩০০।৩০১।৩০২।৩০৩।৩০৪।৩০৫।	
৩০৬।৩০৭।৩০৮।৩০৯।৩১০।৩১১।৩১২।৩১৩।৩১৪।৩১৫।	
৩১৬।৩১৭।৩১৮।৩১৯।৩২০।৩২১।৩২২।৩২৩।৩২৪।৩২৫।	
৩২৬।৩২৭।৩২৮।৩২৯।৩৩০।৩৩১।৩৩২।৩৩৩।৩৩৪।৩৩৫।	
৩৩৬।৩৩৭।৩৩৮।৩৩৯।৩৪০।৩৪১।৩৪২।৩৪৩।৩৪৪।৩৪৫।	
৩৪৬।৩৪৭।৩৪৮।৩৪৯।৩৫০।৩৫১।৩৫২।৩৫৩।৩৫৪।৩৫৫।	
৩৫৬।৩৫৭।৩৫৮।৩৫৯।৩৬০।৩৬১।৩৬২।৩৬৩।৩৬৪।৩৬৫।	
৩৬৬।৩৬৭।৩৬৮।৩৬৯।৩৭০।৩৭১।৩৭২।৩৭৩।৩৭৪।৩৭৫।	
৩৭৬।৩৭৭।৩৭৮।৩৭৯।৩৮০।৩৮১।৩৮২।৩৮৩।৩৮৪।৩৮৫।	
৩৮৬।৩৮৭।৩৮৮।৩৮৯।৩৯০।৩৯১।৩৯২।৩৯৩।৩৯৪।৩৯৫।	
৩৯৬।৩৯৭।৩৯৮।৩৯৯।৪০০।৪০১।৪০২।৪০৩।৪০৪।৪০৫।	
৪০৬।৪০৭।৪০৮।৪০৯।৪১০।৪১১।৪১২।৪১৩।৪১৪।৪১৫।	
৪১৬।৪১৭।৪১৮।৪১৯।৪২০।৪২১।৪২২।৪২৩।৪২৪।৪২৫।	
৪২৬।৪২৭।৪২৮।৪২৯।৪৩০।৪৩১।৪৩২।৪৩৩।৪৩৪।৪৩৫।	
৪৩৬।৪৩৭।৪৩৮।৪৩৯।৪৪০।৪৪১।৪৪২।৪৪৩।৪৪৪।৪৪৫।	
৪৪৬।৪৪৭।৪৪৮।৪৪৯।৪৫০।৪৫১।৪৫২।৪৫৩।৪৫৪।৪৫৫।	
৪৫৬।৪৫৭।৪৫৮।৪৫৯।৪৬০।৪৬১।৪৬২।৪৬৩।৪৬৪।৪৬৫।	
৪৬৬।৪৬৭।৪৬৮।৪৬৯।৪৭০।৪৭১।৪৭২।৪৭৩।৪৭৪।৪৭৫।	
৪৭৬।৪৭৭।৪৭৮।৪৭৯।৪৮০।৪৮১।৪৮২।৪৮৩।৪৮৪।৪৮৫।	
৪৮৬।৪৮৭।৪৮৮।৪৮৯।৪৯০।৪৯১।৪৯২।৪৯৩।৪৯৪।৪৯৫।	
৪৯৬।৪৯৭।৪৯৮।৪৯৯।৫০০।৫০১।৫০২।৫০৩।৫০৪।৫০৫।	
৫০৬।৫০৭।৫০৮।৫০৯।৫১০।৫১১।৫১২।৫১৩।৫১৪।৫১৫।	
৫১৬।৫১৭।৫১৮।৫১৯।৫২০।৫২১।৫২২।৫২৩।৫২৪।৫২৫।	
৫২৬।৫২৭।৫২৮।৫২৯।৫৩০।৫৩১।৫৩২।৫৩৩।৫৩৪।৫৩৫।	
৫৩৬।৫৩৭।৫৩৮।৫৩৯।৫৪০।৫৪১।৫৪২।৫৪৩।৫৪৪।৫৪৫।	
৫৪৬।৫৪৭।৫৪৮।৫৪৯।৫৫০।৫৫১।৫৫২।৫৫৩।৫৫৪।৫৫৫।	
৫৫৬।৫৫৭।৫৫৮।৫৫৯।৫৬০।৫৬১।৫৬২।৫৬৩।৫৬৪।৫৬৫।	
৫৬৬।৫৬৭।৫৬৮।৫৬৯।৫৭০।৫৭১।৫৭২।৫৭৩।৫৭৪।৫৭৫।	
৫৭৬।৫৭৭।৫৭৮।৫৭৯।৫৮০।৫৮১।৫৮২।৫৮৩।৫৮৪।৫৮৫।	
৫৮৬।৫৮৭।৫৮৮।৫৮৯।৫৯০।৫৯১।৫৯২।৫৯৩।৫৯৪।৫৯৫।	
৫৯৬।৫৯৭।৫৯৮।৫৯৯।৬০০।৬০১।৬০২।৬০৩।৬০৪।৬০৫।	
৬০৬।৬০৭।৬০৮।৬০৯।৬১০।৬১১।৬১২।৬১৩।৬১৪।৬১৫।	
৬১৬।৬১৭।৬১৮।৬১৯।৬২০।৬২১।৬২২।৬২৩।৬২৪।৬২৫।	
৬২৬।৬২৭।৬২৮।৬২৯।৬৩০।৬৩১।৬৩২।৬৩৩।৬৩৪।৬৩৫।	
৬৩৬।৬৩৭।৬৩৮।৬৩৯।৬৪০।৬৪১।৬৪২।৬৪৩।৬৪৪।৬৪৫।	
৬৪৬।৬৪৭।৬৪৮।৬৪৯।৬৫০।৬৫১।৬৫২।৬৫৩।৬৫৪।৬৫৫।	
৬৫৬।৬৫৭।৬৫৮।৬৫৯।৬৬০।৬৬১।৬৬২।৬৬৩।৬৬৪।৬৬৫।	
৬৬৬।৬৬৭।৬৬৮।৬৬৯।৬৭০।৬৭১।৬৭২।৬৭৩।৬৭৪।৬৭৫।	
৬৭৬।৬৭৭।৬৭৮।৬৭৯।৬৮০।৬৮১।৬৮২।৬৮৩।৬৮৪।৬৮৫।	
৬৮৬।৬৮৭।৬৮৮।৬৮৯।৬৯০।৬৯১।৬৯২।৬৯৩।৬৯৪।৬৯৫।	
৬৯৬।৬৯৭।৬৯৮।৬৯৯।৭০০।৭০১।৭০২।৭০৩।৭০৪।৭০৫।	
৭০৬।৭০৭।৭০৮।৭০৯।৭১০।৭১১।৭১২।৭১৩।৭১৪।৭১৫।	
৭১৬।৭১৭।৭১৮।৭১৯।৭২০।৭২১।৭২২।৭২৩।৭২৪।৭২৫।	
৭২৬।৭২৭।৭২৮।৭২৯।৭৩০।৭৩১।৭৩২।৭৩৩।৭৩৪।৭৩৫।	
৭৩৬।৭৩৭।৭৩৮।৭৩৯।৭৪০।৭৪১।৭৪২।৭৪৩।৭৪৪।৭৪৫।	
৭৪৬।৭৪৭।৭৪৮।৭৪৯।৭৫০।৭৫১।৭৫২।৭৫৩।৭৫৪।৭৫৫।	
৭৫৬।৭৫৭।৭৫৮।৭৫৯।৭৬০।৭৬১।৭৬২।৭৬৩।৭৬৪।৭৬৫।	
৭৬৬।৭৬৭।৭৬৮।৭৬৯।৭৭০।৭৭১।৭৭২।৭৭৩।৭৭৪।৭৭৫।	
৭৭৬।৭৭৭।৭৭৮।৭৭৯।৭৮০।৭৮১।৭৮২।৭৮৩।৭৮৪।৭৮৫।	
৭৮৬।৭৮৭।৭৮৮।৭৮৯।৭৯০।৭৯১।৭৯২।৭৯৩।৭৯৪।৭৯৫।	
৭৯৬।৭৯৭।৭৯৮।৭৯৯।৮০০।৮০১।৮০২।৮০৩।৮০৪।৮০৫।	
৮০৬।৮০৭।৮০৮।৮০৯।৮১০।৮১১।৮১২।৮১৩।৮১৪।৮১৫।	
৮১৬।৮১৭।৮১৮।৮১৯।৮২০।৮২১।৮২২।৮২৩।৮২৪।৮২৫।	
৮২৬।৮২৭।৮২৮।৮২৯।৮৩০।৮৩১।৮৩২।৮৩৩।৮৩৪।৮৩৫।	
৮৩৬।৮৩৭।৮৩৮।৮৩৯।৮৪০।৮৪১।৮৪২।৮৪৩।৮৪৪।৮৪৫।	
৮৪৬।৮৪৭।৮৪৮।৮৪৯।৮৫০।৮৫১।৮৫২।৮৫৩।৮৫৪।৮৫৫।	
৮৫৬।৮৫৭।৮৫৮।৮৫৯।৮৬০।৮৬১।৮৬২।৮৬৩।৮৬৪।৮৬৫।	
৮৬৬।৮৬৭।৮৬৮।৮৬৯।৮৭০।৮৭১।৮৭২।৮৭৩।৮৭৪।৮৭৫।	
৮৭৬।৮৭৭।৮৭৮।৮৭৯।৮৮০।৮৮১।৮৮২।৮৮৩।৮৮৪।৮৮৫।	
৮৮৬।৮৮৭।৮৮৮।৮৮৯।৮৯০।৮৯১।৮৯২।৮৯৩।৮৯৪।৮৯৫।	
৮৯৬।৮৯৭।৮৯৮।৮৯৯।৯০০।৯০১।৯০২।৯০৩।৯০৪।৯০৫।	
৯০৬।৯০৭।৯০৮।৯০৯।৯১০।৯১১।৯১২।৯১৩।৯১৪।৯১৫।	
৯১৬।৯১৭।৯১৮।৯১৯।৯২০।৯২১।৯২২।৯২৩।৯২৪।৯২৫।	
৯২৬।৯২৭।৯২৮।৯২৯।৯৩০।৯৩১।৯৩২।৯৩৩।৯৩৪।৯৩৫।	
৯৩৬।৯৩৭।৯৩৮।৯৩৯।৯৪০।৯৪১।৯৪২।৯৪৩।৯৪৪।৯৪৫।	
৯৪৬।৯৪৭।৯৪৮।৯৪৯।৯৫০।৯৫১।৯৫২।৯৫৩।৯৫৪।৯৫৫।	
৯৫৬।৯৫৭।৯৫৮।৯৫৯।৯৬০।৯৬১।৯৬২।৯৬৩।৯৬৪।৯৬৫।	
৯৬৬।৯৬৭।৯৬৮।৯৬৯।৯৭০।৯৭১।৯৭২।৯৭৩।৯৭৪।৯৭৫।	
৯৭৬।৯৭৭।৯৭৮।৯৭৯।৯৮০।৯৮১।৯৮২।৯৮৩।৯৮৪।৯৮৫।	
৯৮৬।৯৮৭।৯৮৮।৯৮৯।৯৯০।৯৯১।৯৯২।৯৯৩।৯৯৪।৯৯৫।	
৯৯৬।৯৯৭।৯৯৮।৯৯৯।১০০০।১০০১।১০০২।১০০৩।১০০৪।১০০৫।	

Rs. As.

Defence of Brahmoism and the Brahmo Soaj	4
Selections from Vaidanta	2
Hindoo Theism.	1
Theists Prayer Book	1
Signs of the Times	1
Vaidantic Doctrines Vindicated	2
Doctrine of Christian	
Ressurrection	2
Lectures on Patholgy of	
Fever.....	1 4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাফুল বার্ষিক বার আনা। লন্ডন ১৯২৫। কলিকাতা ১৯২২। ২৭ অক্টোবর শুক্রবার।



তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিতমপ্রকাশসীমান্যং তিকনাসীতদিত্যং সর্বমসূক্তং। তদেব বিদ্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রমিত্যবশেষক-
 য়েবাবিভীক্যং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তৃ, সর্বালয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিসমৃদ্ধং পূর্বমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্মৈব্যোপাসনয়া
 পারমিতিকৈমিতিকক স্বতন্ত্রমিতি। তন্নিম্ন প্রীতিভাস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনম্বেব।

বিজ্ঞাপন

উনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার
 উনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রা-
 হ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত
 বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মস-
 মাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘটটার সময়ে
 ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা
 হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে
 ৮ ঘটটার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে
 এবং সায়েংকালে ৭ ঘটটার সময়ে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
 ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রী বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর
 কলিকাতা ১৭২০ শক। } সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশাধিবাক্যে দ্বিতীয়ং সূক্তং।
 কুংস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপহ্রদঃ অগ্নির্দেবতা।

১১১৬

৬। উভে ভদ্রে জৌষযেতে
 ন মেনে গাবো ন বাশ্রা উপত-
 স্তু রেবৈঃ। স দক্ষাগ্নাং দক্ষ-
 পতি বভূব্রাজন্তি যং দক্ষি-
 গুতো হুবির্ভিঃ।

৩। 'উভে' অহং রাজিষ্ঠ যথা উভে দ্যাভা পৃথিব্যৌ
 অরনী বা 'ভদ্রে' ভক্তনীষে শোভনাক্ষৌ 'মেনে' জিহ্বৌ
 'জৌষযেতে ন' সেবেতে ইব। যথা শোভনে জিহ্বৌ চানর-
 হতে রাজানমুভয়তঃ সেবেতে এবং দ্যাভাপৃথিব্যাবেশ-
 নরিন্দ্রভয়তঃ সেবেতে ইত্যর্থঃ। অপিচ 'বাশ্রা' হস্তা যবং
 কুর্কত্যঃ 'গাবো' 'ন' গাবো যথা 'এবৈঃ' অকীটবন্দরিতৈঃ

আদরাতিশয়েন বকীযান্ বৎসান্ 'উপতস্থঃ' সংগচ্ছতে
তথা ইমমস্মিৎ দ্যাৱাপৃথিব্যাবুপস্থিতে ভবতঃ। পূৰ্ব্বং
সেবম মাতৃকৃতঃ ইদানীং পুনরোদিতমর্শেনে তত্রৈবাদরা-
তিশয়ে দ্যোভ্যতে। অতঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'মক্ষাণং' সর্কেবাং
বলানীং মক্ষপতিঃ 'বলানিগতিঃ' বতুঃ ইত্যর্থঃ 'বৎ' অগ্নিঃ
'মক্ষপতিঃ' আহবনৌহস্য মক্ষিপত্যাগেহবিতাঃ কথিতঃ
'বিততিঃ' চরুপুরোক্তাশাকিতিঃ 'অভতি' আত্মীকুর্ভতি
তর্পতি সোহগ্নিরিতি পূর্বেণাশ্ববঃ।

৬। দিবা রাজি সর্কানুন্দরী মারীর
ম্যায় এই অগ্নিকে সেবা করিয়া থাকে এবং
ধেনুগণ যেমন হস্তারব করিয়া আদর সহকারে
বৎসের সহিত সমাগত হয় সেই রূপ দিবা
রাজি এই অগ্নির সহিত সমাগত হইয়া থাকে।
এই অগ্নি সকল বলের অধিপতি। ঋত্বিকেরা
মক্ষিপ ভাগে অবস্থিত হইয়া হবি দ্বারা এই
অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন।

১১১৭

৭। উদ্যংযমীতি সবিতের বাহু
উভে সিচৌ যততে ভীম ঋ-
গ্নন্। উচ্ছ ক্রমৎকমজতে সিম-
শ্মান্নবা যাতৃত্যো বসনা জহাতি।

৭। 'সবিতের' সর্কসা গ্নোরক আলিত্যঃ বহা 'বাহু'
বাহুবানীহান্ রশ্মীন উদ্যমযতি তথাহং উদ্যঃ অগ্নিঃ
বকীযানি তেজাংসি 'উদ্যংযমীতি' কৃশং উদ্যতানি
উদ্যতিবুধানি করোতি। তদনন্তরং 'ভীমঃ' সর্কেবাং
ভবতঃ অগ্নিঃ 'উভে সিচৌ' উভে দ্যাৱাপৃথিব্যো
'কমজন্' এসাদেবন যতেজসানংকুর্ভন্ 'যততে' ব্যা-
পারে প্রযততে। তদনন্তরং 'সিমশ্মান্' সর্কস্যাং ভূত-
জাতাং 'যচ্ছ' দীপ্তং 'অৎকং' মারভূতং রসং 'উরজতে'
উর্জ রশ্মিতঃ আগতে। অপিত 'যাতৃত্যো' যমাতৃহানী-
যেভ্যঃ বৃত্তীকৈভ্যঃ সকাশাং 'সবা' সবানি প্রত্যগ্রাদি
'বসনা' সর্কস্য ভগতঃ আত্মাদিকারি তেজাংসি 'জহাতি'
উদ্যমযতি।

৭। আদিত্য যেমন রশ্মিকাল উর্জগত
করিয়া থাকেন, সেই রূপ অগ্নি স্বীয় তেজ
সকল উর্জ গামী করেন। এই সর্বভূত-তয়া-
বহ অগ্নি ভুলোক ও ছালোক অলঙ্কৃত
করিয়া স্বকারণে যত্নশীল হইয়া থাকেন।
ইনি স্বাবর জন্মান্নক ভূত সমূহ হইতে দীপ্ত
রস গ্রহণ করেন এবং যাতৃহানীর বৃষ্টি জল

হইতে সকলের আবরক মূতন তেজ গ্রহণ
করিয়া থাকেন।

১১১৮

৮। স্বেষং কৃপং কৃণুত উ-
ত্তরং যৎসংপৃষ্ঠানঃ সদনে গো-
ভিরুদ্ভিঃ। কবির্বুধং পরি মমু-
জ্যতে ধীঃ সা দেবতা। সর্মি-
তিবভুব।

৮। 'সদনে' অন্তরিকে 'গোভিঃ' গজীভিঃ অগ্নিঃ
মেঘহাভিঃ সহ 'সংপৃষ্ঠানঃ' বৈদ্যুতরূপেণ সংযুক্তঃ সহ
'স্বেষং' দীপ্তং সর্কেঃ কৃৎশস্যং 'উত্তরং' উৎকৃষ্টতরং
'কৃপং' ইচ্ছ্যতং প্রকাশং 'বৎ' বহা 'কৃণতে' করোতি।
তদানীং 'কবিঃ' ক্রাভদলী 'ধীঃ' সর্কেবাং দারকঃ সো-
হগ্নিঃ 'বুধং' সর্কস্য উদকস্য মূলং মূলভূতং অন্তরিকং
'পরিমমুজ্যতে' পরিতঃ স্মৃতিং যতেজসানাদ্রবতি তস্য
অগ্নেঃ 'সা দেবতা' দেবেন দেবমশীলেন অগ্নিনা ওতা
বিস্তারিতা দীপ্তিঃ অশ্মাভিঃ স্ততা সতী 'সর্মিতিঃ' বতুঃ
তেজসাং সহহতিভবতি।

৮। যখন অগ্নি অন্তরিকে জলের সহিত সং-
যুক্ত থাকিয়া প্রদীপ্ত উৎকৃষ্টতর রূপ প্রকাশ
করেন, তখন সেই কবি সকলের ধারক অগ্নি
জলের মূলভূত অন্তরিককে আপনার তেজে
আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। সেই অগ্নির
সেই বিস্তারিত দীপ্তি আমাদের গের স্তোত্র
দ্বারা রাশীভূত হয়।

১১১৯

৯। উরু তে জুযঃ পর্ষেতি
বুধং বিরোচমানং মহিবস্যা ধাম।
বিশ্বেভিরগ্নে স্বয়শোভিরিকো-
হদন্ধেভিঃ পায়ুভিঃ পাহ্যাম্।

৯। 'মহিবস্যা' মততঃ 'তে' তব 'জুযঃ' কৃৎশসানীহাং
অভিভাবকং 'বিরোচমানং' বিশেষেণ দীপ্যমানং 'উরু'
বিস্তীর্ণং 'ধাম' তেজঃ 'বুধং' অগ্নাং মূলভূতং অন্তরিকং
'পর্ষেতি' পরিতঃ ব্যাধোতি। তে 'অগ্নে' 'উতঃ' অশ্মাভিঃ
প্রাশ্লিতঃ নন 'বিশ্বেভিঃ' সর্কেঃ স্বয়শোভিঃ বকীভ্যঃ
আত্মীভ্যঃ তেজাভিঃ 'অশ্মান' পাতি' রক্ষ। কীদৃশঃ
'অবহেভিঃ' রাক্ষসাদিভিঃ অহিংসিতঃ 'পায়ুভিঃ' পাল-
নশইতঃ।

৯। হে অগ্নি! তুমি অতি মহান, তোমার অতিতবনশীল তেজ অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হইতেছে। তুমি আমাদের দ্বারা প্রদলিত হইয়া আপনার সমস্ত তেজ দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। তোমার ঐ তেজ অন্যে নষ্ট করিতে পারে না এবং উহা সকলকে পালন করিতে পারে।

১১২০

১০। ধ্বংসশ্রোতঃ কণ্ঠে
গাতুমূর্খিঃ শুক্রের্ম্মিভিঃ
নক্তি কাং। বিশ্বা সন্নানি জুঠ-
রেষু ধত্তেহন্তর্নবাসু চরতি প্র-
সুয়ু।

১০। 'ধ্বংস' মতসি 'গাতুং' গমনশীলঃ 'উর্ম্মিঃ' উল্লস-
সজঃ এবং অগ্নিঃ 'শ্রোতঃ' কণ্ঠে 'শ্রোতঃ' প্রবাহরূপেণ
যুক্ত করোতি। 'শুক্রেঃ' নির্ম্মলৈঃ 'উর্ম্মিভিঃ' জলসমূহৈঃ
'কাং' তুমি 'অভিনকতি' অভিব্যাপ্যোতি। 'যত্তেহন্তঃ'
অন্তরিক্ষে 'জলসমূহং' পান্য তেন সজীঃ তুমি স্তম্ভবর্ত্তি
ইত্যর্থঃ। পক্ষাঃ 'বিশ্বা' সন্নানি 'সন্নানি' অন্ননাইমতঃ
সন্নানি অন্নানি 'জুঠরেষু' 'ধত্তে' অনস্থাপয়তি। তদর্থঃ
'নবাসু' বৃষ্টেন্তরুপমানঃ 'প্রসুয়ু' সর্কেহাঃ অস্থানঃ
প্রসবিত্রীষু ওষধীষু পাকার্থঃ 'অন্তঃ' চরতি মধ্যে গর্ত্তে।

১০। আকাশে গমনশীল জলসমূহকে
এই অগ্নি প্রবাহরূপে যুক্ত করিয়া থাকেন।
ইনি নির্ম্মল জল সমূহ দ্বারা ভূমিকে ব্যাপ্ত
করিয়া থাকেন। তৎপরে সমস্ত অগ্নিকে
জঠর মধ্যে অবস্থাপিত করেন এবং মৃতন
ওষধির মধ্যে সঞ্চার করিয়া থাকেন।

১১২১

১১। ধ্বংসশ্রোতঃ কণ্ঠে সূর্ম্মি
বৃদ্ধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বি-
ভাহি। তন্নো মিত্রো বরুণো
মামহস্ত্রামদিত্তিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী
উত দ্যৌঃ। ১। ১। ১। ২।

১১। হে 'পাবক' শোধক অগ্নে 'সূর্ম্মি' অগ্ন্যভির্ভূতেন
সূর্ম্মিদি ত্রয়েণ 'এব' এবং উক্ত প্রকারেণ 'বৃদ্ধানঃ' বর্ধ-
নানঃ সন্ 'রেবৎ' কথিতভেদে বনযুক্তঃ 'ব' 'নঃ' অগ্ন্যভির্ভূতঃ

বসে 'অগ্ন্যভির্ভূতঃ' বিশেষেণ দীপ্যম্ অগ্ন্যভির্ভূতঃ তাৎপর্য্যঃ
অগ্নে প্রবাহ ইত্যর্থঃ। 'নঃ' অগ্ন্যভির্ভূতঃ 'তৎ' অগ্নে মিত্রা-
নবঃ 'মামহস্ত্রা' পুস্তকভাঃ রক্ষিত্ব ইত্যর্থঃ। উক্তভাঃ
সহজঃ। 'পৃথিবী চ দ্যৌঃ' ইত্যর্থঃ। ১। ১। ১। ২।

১১। হে পাবক! তুমি আমাদের
প্রদত্ত সমিধাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আ-
মাদের খন ও অগ্নির নিমিত্ত দীপ্ত হও।
মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও স্বর্গ
আমাদের সেই অগ্নি রক্ষা করুন। ১। ১। ১। ২।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১১২০ শব ও পৌষ বুধবার।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কএকটি সম্বন্ধ
আছে। প্রথম সম্বন্ধটি এই—তিনি আমাদের
গের স্রষ্টা ও পাতা, আমরা তাঁহার সৃষ্ট ও
আশ্রিত। আমরা কিছুদিন পূর্বে এই জগতে
হিলাম না এবং এই দুশ্যমান জগতও আ-
মাদের আরও পূর্বে ছিল না। এই সৃষ্টি
শক্তি ঈশ্বরেতে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল।
পরে তিনি এই জগৎ ও আমাদের সৃষ্টি
করিলেন। তিনি যে কেবল আমাদের
এই জড় পিণ্ড দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা
নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মা ও
আত্মার বৃত্তি সকলও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই
পর্য্যন্ত বলিলেই যে বাক্যের পরিসমাপ্তি হইল
তাহাও নহে, প্রত্যুত চতুর্দিকে যে সমস্ত
বস্তু দ্বারা আমরা নিরন্তর পরিবেষ্টিত আছি,
আমাদের শারীরিক মানসিক ও সামাজিক
যে সকল অবস্থাস্তর উপস্থিত হইতেছে তৎ
সমুদায়ই তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট বিধৃত ও তাঁহারই
মজল ভাবে চালিত হইয়া আমাদের নানা
প্রকার শুভ সাধন করিতেছে।

ঈশ্বর আপনার পূর্ণভাবে আমাদের
নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই
পূর্ণতা আমাদের মনের অগম্য ও অনুভব
শক্তির অতীত। তাঁহাতে পূর্ণ শক্তি পূর্ণ জ্ঞান

পূর্ণ দয়া ও পূর্ণ শ্রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যে স্বয়ং এই সমস্ত পূর্ণতার আধার হইয়া আপনার আনন্দে আপনি বিরাজ করিতেছেন, তাহা নহে, যেমন সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইলে তাহা নানা প্রকার পথে প্রবাহিত হয়, সেই রূপ তাঁহার সেই পূর্ণ শক্তি জ্ঞান দয়া ও শ্রীতি বিবিধ প্রকারে আমাদের সুখের আয়োজন করিবার নিমিত্ত অজস্র ধারে নিঃসৃত হইতেছে। বাহ্য জগতে যেমন সূর্য্যের কিরণ প্রতিকলিত হইয়া সমস্ত বস্তু আমাদের নিকট অভিব্যক্ত করিতেছে, সেই রূপ তাঁহারই মঙ্গল তাব প্রতিকলিত হইয়া মঙ্গলময় বিষয় সকল উদ্ভাবিত করিয়া দিতেছে। ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে এই সম্বন্ধ ইহা অনুধাবন করিলে তাঁহার প্রতি কি পবিত্র শ্রীতির উদয় হয়। কি গুঢ় গভীর নির্ভরের তাবই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের নাম পিতৃ-সম্বন্ধ।

দ্বিতীয় সম্বন্ধ এই—ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞান তাঁহার পূর্ণ করুণার অনুগত হইয়া আমাদের নানাবিধ মঙ্গল ও সুখ বিতরণ করিতেছে। এই বিষয়ে আমরা এক এক বার মনে করি যেন, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি কেবল আমাদের জাতিরই জন্য; আবার প্রত্যেক ব্যক্তি এই রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে জগতের মধ্যে আমিই এক মাত্র ব্যক্তি কেবল আমারই জন্য ঈশ্বর মঙ্গল-প্রসারণ স্বরূপ হইয়া আমার অভাব কাল অনুসন্ধান করিতেছেন। যাহারা আপনার মস্তকে ঈশ্বরের হস্ত বিন্যস্ত দেখিতে পান, এই রূপ চিন্তা যে তাঁহাদের মনোমধ্যে উদ্ভূত হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাঁহারা সমাধিবলে কেবল আপনাকে ও ঈশ্বরকে দেখিতে পান। যাহাই হউক, ঈশ্বর যে প্রতি নিমেষে আমাদের প্রত্যেকের

প্রতি করুণা-বিন্দু বর্ষণ করিতেছেন ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র বাধা নাই। তিনি যেমন স্বাধীন ভাবে আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই স্বাধীন ভাবে আমাদের মঙ্গলও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই দুই বিষয়ে কেহ তাঁহাকে বাধা ও অনুরুদ্ধ করে নাই; তথাচ কি আশ্চর্য্য, তাঁহার করুণার পার নাই দয়ার আর বিরাম নাই। কার্য্যকারিত্ব ও উদাসীনা তাঁহারই আয়ত্ত; তথাচ কি বিচিত্র, যে তিনি এক পলও আমাদের বিন্দুত করেন। নির্জনে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে তাঁহার প্রতি কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও আস্থা জন্মে। ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে এই সম্বন্ধ ইহার নাম পিতৃ-সম্বন্ধ।

এই দুই সম্বন্ধ নিবন্ধন আমাদের উপর ঈশ্বরের যত দূর স্বত্ব থাকিতে পারে তাহা আছে। আমরা কেবল “তাঁহারই” এই বলিলে তাঁহাতে স্বত্বের তাব যে পর্য্যন্ত বুঝায় তাহা তাঁহাতে রহিয়াছে। আমরা কেবল যে আমাদের নহি ইহা নহে প্রত্যুত যে সমস্ত বস্তু আপাতত আমাদের বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাও আমাদের নহে। আমরা অবশ্যই স্বাধীন কিন্তু সে স্বাধীনতা কি না তাঁহার অধীনতা, সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা আমাদের আয়ত্ত নহে। ঈশ্বর চাহেন তাঁহার যাহা ইচ্ছা আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ করি। আমাদের বৃত্তি সকলও আমাদের স্বাধীন। তিনি চাহেন যে আমরা তাঁহার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্ব স্ব বৃত্তি পরিচালনা করি। এইটি যে কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্র তাহা নহে, কার্য্যতও তিনি ইহাই করিতেছেন। তিনি আমাদের ইচ্ছার নিরপেক্ষ থাকিয়া কি ভুলোক কি ছালোক যেখানে যত জীব আছে, সকলেরই নিকট আপনারই ইচ্ছা প্রবল রাখিয়াছেন। সর্বত্র তাঁহারই ইচ্ছা অপ্র-

তিহত-প্রভাবে দিচ্ছ হইতেছে। তিনি যেহানুকপ আমাদিগের নিকট কার্য্য লই-তেছেন, সকল কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, আবণ্যকমত দণ্ড ও পুরস্কার দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য্য বাক্যস্বত্ব করিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। তিনি সমস্তের রাজাধিরাজ মুদারাজ, তিনি আপনার ভাবেই আপনি কার্য্য্য করিতে-ছেন; আর আমরা তাঁহার প্রজা, আ-মরা তাঁহার আদেশের মুখাপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট কেবল বশ্য ভাবই প্রদর্শন করিতেছি ও করিব। হে ঈশ্বরের নিরীহ ভৃত্য! ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধ কি পবিত্র, নিষ্কর্মে এক বার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি মনোমধ্যে কি আনন্দ হইবে।

আমাদিগের উপর ঈশ্বরের এই স্বত্ব ও ঈশ্বরের নিকট আমাদিগের এই বশ্যতা ইহা হইতে দুইটি কর্তব্যের ভাব আসিতেছে; একটি ঈশ্বরের প্রতি আর একটি মনুষ্যের প্রতি। যদি মনুষ্য অক্ষীণ হইয়া থাকিত তথাচ মনুষ্য বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান এই যে অত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরেরই; সুতরাং যখন ঈশ্বরের জীব বলিয়া আমরা স্বজাতীয়ের প্রতি কোন রূপ কর্তব্য সাধন করি তখন এক কালে ঐ দুই প্রকার কর্তব্যেরই অনুষ্ঠান করা হইতেছে। যখন আমরা কেবল তাঁহার প্রতি কর্তব্য-বুদ্ধিতে কার্য্য করি তখন মনুষ্যকে পরিহার করিতে পারি না; কারণ ঐ পৃথিবীই আমাদিগের কর্মক্ষেত্র। আবার যখন আমরা মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হই তখনও ব্যতিরেকত তাঁহারই কার্য্য করিয়া থাকি; কারণ মনুষ্য তাঁহারই সৃষ্ট ও আশ্রিত জীব। ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য এমনি জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে

যেন উভয়ই এক। যাঁহারা ঐ দুইটি কর্তব্যকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখেন তাঁহাদিগের কর্ম অতি নীরস।

জগদীশ্বর। যখন তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া সংসারে থাকি তখন ইহা কেমন মধুময় হয়; কিন্তু যখন তোমাকে ত্যাগ করি তখন ঐ সংসারের ঘটনা সকল রুচিক দংশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। হা! তাহারা কি রূপাপন্ন, যাঁহারা ঐ দাবানলে দগ্ধ হইয়া বিন্দু মাত্র বারি প্রাপ্ত হইতেছে না। তাহারা কি দীন, যাঁহারা অধোদৃষ্টিতেই কালাতিপাত করিতেছে, ভ্রমেও উর্দ্ধে দৃষ্টি পাত করিতে চায় না। হা নাথ! ভ্রান্ত বুদ্ধিতেও যদি তোমার কার্য্য করি সে ভাল, তথাচ তোমাকে যেন পরিত্যাগ করিতে না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

১ আষাঢ় রবিবার ১৭২০ শক।

“তমসোমা জ্যোতির্গময়।”

“অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।” ইহা মনুষ্যমাত্রেরই আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা। অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা কাহারও ইচ্ছা নহে, কেন না অন্ধকারেই ভয়, আলোকেই মনুষ্য অভয় প্রাপ্ত হয়। শিশুকে অন্ধকারে লইয়া যাও ভয়েতে কম্পিত হইবে, আলোকে আনয়ন কর আলোকে হাস্য করিবে। যত ক্ষণ আমরা রজনীর অন্ধতম তিমিরের মধ্যে অবস্থান করি, তত ক্ষণ ভয়ে ভয়ে প্রাণ ধারণ করি, প্রভাতের সূর্য্য-রশ্মি দেখিলেই নির্ভয় ও নির্বিস্ময় হই। অন্ধকারই মৃত্যুর রূপ, জ্যোতিই প্রকৃত জীবন। অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চেষ্ট নিষ্কর্মা হইয়া থাকা আর মৃত্যুর অধিকৃত হওয়া উভয়ই সমান। আলোকে

আইলেই শরীর ও মনের জড়তাৰ অন্তৰিত হইয়া প্রকৃত জীবনের সঞ্চার হয়, আঘোদ আচ্ছাদ, হর্ষ উৎসাহ আবির্ভূত হওত জন-সমাজকে আনন্দ-কানন করিয়া তুলে। মনুষ্য যখন অন্ধকারের মধ্যে শয়ান থাকে, তখন তাহার সহিত কাঁঠ লোষ্ট্রের, হৃৎপা-বাণের আর কোন প্রত্যেক থাকে না, কিন্তু তাহার এক বার আলোকের অবস্থা সন্দর্শন কর, সে কেমন উৎসাহ অনুরাগের সহিত, গুরুতর কার্য্যে, দর্ভীয় চিন্তায়, পৃথিবীর অতীত বিষয় লাভে প্ররুত হইয়া আলোককে প্রকৃত কর্ম-ভূমি—উৎসব-ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে।

আলোকই বস্তু সৌন্দর্য্য; আলোক না থাকিলে সকলই শ্রীহীন, সৌন্দর্য্য-বিহীন হইয়া পড়ে। প্রত্যাহার এত মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য কিসে? সূর্যালোকই তাহার এক মাত্র কারণ। সমস্ত রজনীর অন্ধকারের পর জ্যোতির সাগর সূর্য্য উদিত হওয়াতে মর্ত্য-লোক মধুর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্য-লোকে সকলই জীবন-সুখে প্রফুল্ল হই-তেছে, জন-সমাজের মধ্যে বিষয়-বাণিজ্যের জ্ঞান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্যই প্রাতঃকাল সকলেরই পক্ষে এত মনোরম।

চতুর্দিকে দেখ ওষধি বনস্পতি সকলই কেমন শ্রী সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে; পশু পক্ষী সকল কেমন বিচিত্র-বেশে মনের আনন্দে চারি দিকে বিচরণ করিতেছে। পুষ্পের যে মনোহর সৌন্দর্য্য এখন হৃদয় মন আকর্ষণ করিতেছে, ওষধি বনস্পতি সমূহের বারিধোত শ্যামল শাখা-পল্লব স-কল, বাতা একগুণে নয়ন-মুগলকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, সমুদায় পৃথিবীর এই যে সুস্বাদু মধুর ভাব, যাহা সকলের হৃদয়ে অজপ্রধারে শান্তি-সুখা বর্ষণ করিতেছে, সূর্যালোকই

এ সমুদায়ের এক মাত্র কারণ। এখনি যদি সূর্য্য অন্তর্মিত হয়, নিবিড় অন্ধকার উপস্থিত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করে, এখানকার সকল সৌন্দর্য্যই বিলুপ্ত হয়, সকল সুন্দর রস্তুই আলোক-বিরহে পরিম্লান হইয়া যায়। অধিক কি, আলোকের সঙ্গে আমাদের এমনি নিকট সম্বন্ধ, যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে আমাদের শরীর মন পর্য্যন্ত জড়ীভূত হইয়া যায়। আলোক সকলেরই স্বাস্থ্য-প্রদ ও জীবন-প্রদ। দিবালোকেই রোগীর রোগ-যন্ত্রণার উপশম হয়, দূষিত চর্গাক বায়ু বিশুদ্ধ হয়, আত্ম-স্থান পরিশুদ্ধ হয়, বুদ্ধলতা সকল উন্নত হয়, কল মূল পুষ্প সমুদায় বর্দ্ধিত পরিণত হইয়া জীব-জন্তুগণকে পোষণ করে। আলোক দ্বারাই জল হল অনিল সকলই শোধিত ও সংকৃত হয়। আলোকেই আ-মরা দূর দূরান্তরের অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে অকুতোভয়ে গমন করিতে পারি, দূরস্থ বস্তুও দেখিতে পাই। অন্ধকারে পরিজ্ঞাত গৃহেও বিচরণ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে, আপ-নার শরীর পর্য্যন্তও নয়নগোচর হয় না। দিবালোকে যে স্থানে একাকী গমন করা যায়, অন্ধকারে দশ জন একত্র হইয়া তথায় বাইতে হইলে পদে পদেই বাধা বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই অন্ধকার হইতে আলোকে বাইতে মনুষ্য মাত্রেই এত ব্যাকুল হয়।

সূর্য্য যেমন বায়ু জগতের শোভা ও সৌন্দর্য্যের কারণ, ঈশ্বর তেমনি আমার-দিগের হৃদয়-রাজ্যের জ্যোতিঃ ও জীবন। আমরা কিসের জন্য এই পবিত্র প্রাতঃকালে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি? অন্ধ-কার হইতে জ্যোতিতে বাইবার জন্য। কি জন্য জ্যোতিঃ-স্বরূপের শরণাপন্ন হইতেছি? আধ্যাত্মিক-ভয়-তাপ বিপত্তি-বিবাদ হইতে অব্যাহতি পাইবারই জন্য—তাঁহার মঙ্গল

জ্যোতিতে আশ্রয় বল বীৰ্য্য বাহ্য সাধনের নিষিদ্ধ। সূর্য্যোপাসকগণ যেমন আকাশে জড় সূর্য্যের সন্মর্শন না পাইলে জল গ্রহণ করে না, আমরা ব্রহ্মের উপাসক, আমরা এখানে তেমনি সেই সত্য-সূর্য্যের—সেই জ্যোতির জ্যোতির অভ্যুদয় সন্মর্শন না করিয়া কি রূপে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিব? কেমন করিয়াই বা এখানকার সুখ-সামগ্ৰী স্পর্শ করিব, সত্যাসত্য নিরূপণ করিব? সূর্য্য যাহার অনন্ত জ্যোতির এক কুলিমে প্রদীপ্ত হইয়া দিগ্বিদিক উজ্জ্বল করিতেছে, আমরা সেই জ্যোতির সুপ্রকাশ দেখিবার জন্যই এখানে সতৃষ্ণ-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। তাঁর আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিব, তাঁর মঙ্গল-জ্যোতিতে ধর্ম্ম-পথ আলোকিত দেখিরা নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে ব্রহ্ম-ধামের অভিমুখী হইব, তাঁর সেই মৃত-সঞ্জীবন মঙ্গল জ্যোতিঃ লাভ করিয়া আমাদের পোষণ করিব, এই আশা—সেই একদৃষ্টে তাঁহার অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করিতেছি। সূর্য্যের ন্যায় তিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যের জীবন জ্যোতি সকলই। তাঁর জ্যোতি পতিত না হইলে, মনের একটি যাত্রাও সাধু বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় না, তাঁর আলোকে হৃদয় আলোকিত না হইলে মনুষ্যের ধর্ম্ম-তাব, পুণ্য-তাব কিছুই বর্দ্ধিত হয় না। তাঁর কিরণে প্রীতি-কলিকা বিকশিত না হইলে তাহার অমৃত সৌরভ জগদ্ব্যাপ্ত হইতে পারে না। তাঁর আকর্ষণে জ্ঞান, ভক্তি উন্নত না হইলে সেই অনন্ত-স্বরূপকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। আমাদের উৎকর্ষ সাধন, জীবনের সাক্ষ্য সম্পাদন জন্য সেই সত্য-সূর্য্যকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

সেই অভুল-জ্যোতির একটি যাত্রা কিরণ অন্তরে পতিত হইলে পরলোক—

ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত আশ্রয়দের বিজ্ঞান-চক্র সন্মুখে প্রকাশ পায়। তাঁর আলোক হৃদয়ে পতিত না হইলে, সকল সত্যই অপ্রকাশিত থাকে, সকল বস্তুই ভূতর-নিহিত রক্তের ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। তাঁর প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয়, তাঁর জ্যোতিতেই হৃদয়-কামনের জ্ঞান-তাব ও সত্য-কলিকা সকলই প্রস্ফুটিত হয়। তিনি জ্যোতিঃ আর সকলই অন্ধকার, তিনিই জীবন আর সকলই মৃত্যুর রূপ। তিনিই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল, তিনি বিনা আর সকলই অসার, অমঙ্গল, বিবাদের আলয়। এই জন্য সেই সংকে জ্যোতিকে অমৃতকে লাভ করিবার জন্য আমাদের হৃদয়-মন এক আকুল ও অস্থির। আমরা পরলোক—ব্রহ্ম-লোকের প্রতি এত সতৃষ্ণ-মনে নিরীক্ষণ করিতেছি কেন? সেখানে কেবলই আলোক, কেবলই জ্যোতিঃ। পৃথিবীতে হর্ষ ও আশ্রয়, বিষাদ ও আশ্রয়, “দিবসের আলোক, রজনীর অন্ধকার দুইই আছে।” সেখানে সত্য-সূর্য্যের—প্রেম-সূর্য্যের আর অন্ত নাই। এখানে যখন হৃদয়াকাশে প্রাণ-সখা প্রকাশিত হন, তখন সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়, দিবা-রাত্রি সমতাব ধারণ করে। দুর্গম পথও সুগম বোধ হয়, দূরের বস্তু সকলও উজ্জ্বল-রূপে দেখিতে পাই। আবার যখন অন্তরাকাশ মোহ-মেঘে আবৃত হয়, তখন সকলই অন্ধকার বেধি। অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক, আমাদের অন্তরতরে প্রাণের প্রাণকেও দেখিতে পাই না। সেই জন্যই যখন আমরা তখন একাগ্রমনা হইয়া ব্রহ্ম-পূজার প্রবৃত্ত হই, সংসার-অন্ধকারের মধ্যে যখনই বিদ্যাতের ন্যায় জ্যোতি-স্বরূপকে সন্মর্শন করি, তখনই আমাদের অন্তরতর প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা-বাক্য বিমিশ্রিত হয় “তমসোমা জ্যোতির্গময়”

“অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।” আমরা সংসার-অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া হে জ্যোতির্জ্যোতি। তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হও, সংপদ প্রদর্শন কর। আমরা এখানে তোমার জ্যোতি হারা হইয়া শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে বিপন্ন হইয়া, “হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ।” তোমাকেই প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমারদের নিকট প্রকাশিত হইয়া ভয়, তাপ সকলই বিদূরিত কর। হে ঈশ্বর। তুমি আমারদের অন্তরাকাশে উদ্ভিত হইয়া আমারদের বিষম-হৃদয় প্রসন্ন কর। আমারদের বিষাদ-রজনীর অবসান কর। এই প্রাতঃ-সূর্য্যের ন্যায় তুমি প্রকাশিত হইয়া, হৃদয়-রাজ্যে জীবন-জ্যোতি সুখ-শান্তি বিস্তার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

অষ্টাদশ উপদেশ।

ব্রহ্মানন্দ ও অভয় লাভ।

“তিনি লোকাপমান, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য ভিত্তি-কার কি দুর্নিহার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা চাইতে কদাপি পরাধীন করেন না। সেই প্রিয়তমের আত্মা পালন জন্য এণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার আশ্রিততার হস্তে এণ অর্পণ করিয়া নির্ভর হইয়াছেন, সর্বসংহারক ভয়ানক যত্ন হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।”

জ্ঞানের আনন্দ সত্য; তাবের আনন্দ প্রেম; ইচ্ছার আনন্দ কর্ম। ঈশ্বরের জ্ঞান সত্যেতে পরিপূর্ণ; তাঁহার তাব সম্পূর্ণ প্রেমময়, তাঁহার ইচ্ছা অবিদ্রাব্য কর্মশীল। জগতের মঙ্গল হইক, ইহাই সেই পূর্ণ মঙ্গলের সদাতন কামনা; কি উপায়ে জগতের মঙ্গল হইবে, তাহা সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সম্পূর্ণ রূপ জানিতেছেন; জগতের মঙ্গল সাধনে যে শক্তি আবশ্যিক, সেই সর্বশক্তিমান পরমে-

শ্বরে তাহার অভাব নাই। তিনি সমুদায় সত্যের মূল; কোন সত্য তাঁহার জ্ঞানের অগোচর নাই। তিনি সমুদায় সম্ভাবের মূল; তিনি পূর্ণ মঙ্গল। তিনি সমুদায় শক্তির মূল; তিনি পূর্ণশক্তি। সুতরাং তিনি আনন্দস্রোতের অক্ষয় প্রস্রবণ; সুতরাং তিনি আনন্দে বিরাজমান আছেন। ঈশ্বরের উপাসক, ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের দাস ঈশ্বরের সহিত যতই একীভূত হন, ততই সেই আনন্দের আনন্দন পাইতে থাকেন। যাহা সত্য, তাহাই ঈশ্বরের জ্ঞান; ও যাহা মঙ্গল, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়; এতোক সত্য তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে, এতোক মঙ্গল তাব তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; যিনি যে পরিমাণে সত্যের উপর আপনার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানান্বেশে একীভূত হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে সম্ভাব উপার্জন করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে আর এক অংশে—মঙ্গল তাবে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে আলস্য ত্যাগ করিয়া সংকর্ষের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই পরিমাণে তিনি যথার্থই ঈশ্বরের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছেন। মনুষ্য যখন সত্য উপার্জন করেন, তখন ঈশ্বরেরই সম্মুখবর্তী হন; কেন না সত্য—যাবতীয় সত্য ঈশ্বরেরই জ্ঞান। যখন ন্যায়পথে চলেন, তখন ঈশ্বরেরই সন্নিধানে থাকেন; যখন প্রেম ও পবিত্রতাতে উন্নত হন, তখন ঈশ্বরেরই সঙ্গে মিলিত হন; কেন না ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা ঈশ্বরেরই তাব। যখন সংকর্ষ করেন, তখন ঈশ্বরেরই সঙ্গে একীভূত হন, কেন না সমস্ত সংকর্ষ ঈশ্বরেরই কর্ম। ঈশ্বর যে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল সম্ভানই তাহা লাভ করিবার

অধিকারী, কিন্তু যিনি এই রূপ ঈশ্বরের সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট-বর্তী হইতে পারিবেন; তিনিই ঈশ্বরের সঙ্গে সেই আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবেন। সত্য উপার্জন কর, ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানের মিল হইবে। ন্যায় পথে চল, শ্রীতি বিস্তার কর, পবিত্র হও, ঈশ্বরের তাবের সহিত সম্মেলন হইবে। শুভ কার্যের অনুষ্ঠান কর—পৃথিবীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর, সকলকে সুখী করিতে যত্ন কর, বিপদের বিপদ উদ্ধার কর, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, অজ্ঞানকে জ্ঞান দাও, রোগীকে ঔষধ দাও, সকলের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হও; ঈশ্বরের আতিশ্রাব্যের সহিত ঐক্য স্থাপন হইবে। তাহা হইলে ঈশ্বর কি আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিবে এবং তাহার রসাস্বাদে সামর্থ্য জন্মিবে। আমাদের জ্ঞান যে পরিমাণে সত্য উপার্জন করিবে, আমাদের তাব যে পরিমাণে প্রেম-প্রধান হইবে, আমাদের ইচ্ছা যে পরিমাণে কর্ম করিতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা জ্ঞানের আনন্দ তাবের আনন্দ ও ইচ্ছার আনন্দ ভোগ করিতে থাকিব; এই ত্রিবিধ আনন্দ আত্মাতে একত্রিত হইলেই আমরা জানিতে পারিব ঈশ্বর স্বয়ং কি আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

“সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও তর প্রাপ্ত হন না।” সেই “আনন্দজনন সুন্দর আনন” যিনি দর্শন করিয়াছেন, সেই অক্ষয় আনন্দ-স্রোতের প্রস্রবণ—সেই সত্যপূর্ণ জ্ঞান, সেই প্রেমপূর্ণ তাব, সেই কর্মশীল ইচ্ছা যিনি অনুভব করিতেছেন, অনুভব করিয়া যিনি সত্যোক্তে আরোহণ, প্রেমোক্তে অবগাহন ও কর্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্বক তাঁহার সহিত যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সত্যের

বলে প্রেমের বলে সাধু ইচ্ছার বলে—বস্তুতঃ ঈশ্বরেরই বলে বলবান হইয়া গন্তব্য পথের সমুদায় বিষয় অতিক্রম করিবেন। ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁহার বিশ্বাসের আদর্শ, ঈশ্বরের প্রেম তাঁহার প্রেম শিকার আদর্শ, ঈশ্বরের কর্ম তাঁহার কর্মানুষ্ঠানের আদর্শ, কে তাঁহার পথের বিষয়কারী হইতে পারে? যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার মিল হয়, তখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কর্ম করিতে থাকেন এবং যখন আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী হই, তখন তিনি স্বয়ংই তাহাতে বিশ্ব উৎপাদন করেন; তাঁহার এই সহকারিতা ও বিষয়কারিতা হয়তো আমাদের চির জীবনই অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনি সহস্র বিষয় বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আপনার লক্ষ্য সাধনে—ঈশ্বরের লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি উচ্চ ভূমিতে সমাকট থাকেন; নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহার পদতলে সঞ্চরণ করে। চিরস্থায়ী মঙ্গল রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার উদ্দেশ্য; ক্ষণস্থায়ী নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কুসংস্কৃত লোকে তাঁহার উদ্দেশ্যের মর্ম বোধে অসমর্থ হইয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি আশ্চর্যিক প্লেমের বলে সমুদায় সহ্য করিয়া নিস্তক্ তাবে ঈশ্বরের কর্ম করিতে থাকেন। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, যাহা মঙ্গল, যাহা ধর্ম, তাহার অনুষ্ঠানে যদি সমস্ত পৃথিবী তাঁহার সহিত বিরোধাচরণ করে, তিনি সহিষ্ণুতা দ্বারা পৃথিবীকে পরাজয় করিয়া নির্ভয়ে তাহা সম্পন্ন করিতে থাকেন। লোকে অমুখ্য-নিবন্ধন তাঁহার নামে অপবাদ ঘোষণা করে, অভিযানে উদ্বৃত্ত হইয়া তাঁহাকে অপমানিত করে; ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে থাকে; অথবা আত্মভরিতায় জ্ঞানশূন্য হইয়া

তঁাহার পুতি অত্যাচার করিতে ধাবিত হয় ইহা অসম্ভব নহে; কিন্তু “তিনি লোকাপবাদ, কি হুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি ছুর্নিবার অত্যাচার ভয়ে ভীত হইয়া কদাপি তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়েন না।” কদাপি ঈশ্বরের পুত্র কার্য পরিচাণ করেন না।

মনুষ্যসমাজের প্রথমাবস্থার প্রণালীবদ্ধ ধর্মপদ্ধতি ছিল না। আদিম মহর্ষিগণ মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন ও মুক্ত ভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতেন—মুক্ত ভাবে ধর্মাচরণ করিতেন। কালক্রমে সেই মুক্ত ভাব তিরোহিত হয়। স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন আলাপ ও স্বাধীন কর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালীর উপর আরোহণ করে। তখন কতকগুলি নির্দিষ্ট মত ও কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মে বদ্ধ হইয়া জনসমাজ এক প্রকার শৃঙ্খলবদ্ধের ন্যায় অবস্থান করে, প্রায় কেহই স্বয়ং কোন তত্ত্বের অনুধ্যান বা অনুসন্ধানের আশাস স্বীকার না করিয়া যথাপ্রচলিত মত, রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের সেবা করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই সকল মতাদির উপর তাঁহাদের এ রূপ অক্লীভূত মমতা উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে বাস্তবিক যে সকল দোষ আছে, তাহা দর্শন করিতে পারেন না। পূর্বকালীন মহাত্মারা স্বাধীন ভাবে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন ও যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কিছু কাল তাহা কিয়দন্তী সহকারে বিচরণ করিতে থাকে; এই সময়ে তাহার কিয়দংশ লুপ্ত হয়, কিয়দংশ মূতন সংযোজিত হয় ও কপান্তর প্রাপ্ত হয়; এই রূপে সেই সকল মত ও সেই সকল কর্ম যে মূর্তি পরিগ্রহ করে, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া উত্তর কালীন জনসমাজের নিকট অজ্ঞাত ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মশাস্ত্র হইয়া উঠে।

পূর্ব কালে যে সকল মহর্ষি, রাজা বা বীর পুরুষ তৎকালোচিত জনসমাজের মধ্যে যে কোন বিষয়ে অসাধারণতা উপার্জন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অনুগত রুতজ্ঞ পুরুষগণের রুতজ্ঞতাসূচক কীর্তিগানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মর্ত্য লোকে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; কালক্রমে তাঁহাদের কীর্তির সহিত অনেকবিধ অলৌকিক ক্রিয়াসকল সংযুক্ত হওয়াতে উত্তর কালীন মনুষ্যগণের নিকটে তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বরবৎ অলৌকিক ক্ষমতামণ্ডলী বলিয়া গুঞ্জিত হইতে লাগিলেন। জনসমাজের এই রূপ অবস্থায় সেই ব্রহ্মপরায়ণ—“যিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনেই তৎপর থাকেন,” যিনি জ্ঞান ভাব ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়াছেন—সেই ব্রহ্মপরায়ণ জনসমাজের সেই হীন অবস্থা সংশোধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি লোকদিগের নিকটে সেই শৃঙ্খলবদ্ধ প্রণালীবদ্ধ ধর্মকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন; তাঁহাদিগের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের মারাত্মক দোষ সকল প্রদর্শন করেন, অজ্ঞাত বলিয়া পুচলিত ধর্মশাস্ত্র সকলের উপর পুষ্ণা উপাধন করেন, অবতার সকলের দেবত্ব উৎসন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে মনুষ্য-প্রেরিত অবতারিত করেন; ধর্ম-বাণিজ্যিকদিগের প্রকৃত আত্মভরিতা ও গুঢ় চাতুরীর মর্মোন্বেদ করিতে থাকেন; ঈশ্বর মনুষ্যের সাক্ষাৎ পিতা, সাক্ষাৎ মাতা, সাক্ষাৎ গুরু ও সাক্ষাৎ পরিজাতা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থিত মধ্যস্থান্য, ঈশ্বরের নিম্নে ও মনুষ্য জাতির উর্ধ্বে সমাকড় পুরিতম্যন্য ধূর্তদিগকে পদচ্যুত করিতে থাকেন;—ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের পুরুত অতিপায় প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বাক্য ও কার্যে কুসংস্কৃত

লোকদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; অন্ধ-কারপ্রিয় লোকেরা চতুর্দিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠে; গ্রন্থের দাসগণ অতিসম্পাত করিতে থাকে, অবতারের তত্ত্বগণ দিগ্বিদগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া কটুক্তি করিতে থাকে, ধর্মবাণিজ্যিকগণ আপনাদের সর্বনাশ ভাবিয়া খজা ধারণ করে। ইহাও অসম্ভব নহে যে ধূর্তদিগের চক্ৰান্তে নিপতিত হইয়া সেই নিরীহ ঈশ্বর-তত্ত্বকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের তত্ত্ব তাহাতেও ভীত হয়েন না; তিনি জানেন যে, আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি। সত্য অবলম্বন ঈশ্বরের আজ্ঞা, সত্যাবে অবস্থান ঈশ্বরের আজ্ঞা, সৎকর্মের অনুষ্ঠান ঈশ্বরের আজ্ঞা; আমি তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিতেছি, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরই তাঁহাকে রক্ষা করেন। যদি বন্ধুবান্ধব তাঁহার শত্রু হন, যদি সমুদায় সমাজ তাঁহার শত্রু হয়; যদি রাজা পর্যাঙ্ক তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠেন, তথাপি তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। তিনি আপনায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে পারেন না—সত্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কেননা ঈশ্বর তাঁহার সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি মর্ত্য লোকের বিচারে ইহাই স্থির হয় যে, তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, তিনি তাহাতেও ভীত নহেন; “সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা-পালন-জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে?”

বস্তুতঃ মঙ্গলস্বরূপ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের রাজ্যে ভয় কি? সত্য ঈশ্বরেরই জ্ঞান, প্রীতি ঈশ্বরেরই ভাব, সাধু ইচ্ছা

ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। সত্য যে পথে লইয়া যাইবে, প্রীতি যে পথে লইয়া যাইবে, সাধু ইচ্ছা যে পথে লইয়া যাইবে, তাহা ঈশ্বরেরই পথ। ঈশ্বর কি তাঁহার পুত্রকে অপথে লইয়া বিনাশ করিবেন? সত্য বটে, দেশ বিশেষে কাল বিশেষে অবস্থা বিশেষে ঈশ্বরের তত্ত্বকে অনেকবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়;—তাঁহার মান সজ্জম বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার ধন সম্পত্তি লুপ্ত হইতে থাকে, তাঁহার পদমর্যাদা ক্ষীণ হইতে থাকে, তাঁহার কুলগৌরব স্তান হইয়া যায়, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, হয়তো তাঁহার পরিবার মধ্যে মহাবিষম উপস্থিত হইয়া তাঁহার গার্হস্থ্য-সুখ উৎসন্ন করিয়া দেয়, তাঁহার সমাজ তাঁহাকে আজ্ঞার দেয় না, হয়তো তাঁহাকে অশ্রের জন্যও লালারিত হইতে হয়, হয়তো তাঁহাকে শারীরিক প্রহারও সহ্য করিতে হয়, যদি বিপদের চূড়ান্ত হয়, তবে হয়তো তাঁহাকে হত্যা-যজ্ঞও ভোগ করিতে হয়—যদি সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য বাস্তবিকই এই সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ঈশ্বরপরায়ণ আশ্রিত্য সহিত সঙ্কল্পে তাহা বহন করিতে থাকেন। ঈশ্বরের বলে তিনি সমুদায় বিষ পরাজয় করেন, তিনি মৈত্রী দ্বারা শত্রুতাকে পরাজয় করেন, তিনি প্রেম দ্বারা বিদ্বেষকে পরাজয় করেন। তাঁহার গুঢ় সংকল্প এই—“যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ; হাড়ি যাব অন্য-রাসে তাঁরে করিব দান।”

উন্নতহৃদয় সাধু বাহার বশব্দ হইয়া ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহা অতি মধুর ও আশ্রিত্যময় ভাব। তিনি কোন্ বলে এখানকার সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদে অটল থাকিয়া পর্বত-সমান বিষ বাধা অতিক্রম করিয়া একতান চিন্তে আরক্ত কার্য সম্পাদন করিতে থাকেন, তাহা অন্য লোকে

কিছুই বুঝিতে পারে না। মহৎ মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানে অনেকেই আগ্রহের সহিত অগ্রসর হন এবং বসন্ত কালের প্রজাপতির ন্যায় কএক দিন চাকচকা বিস্তার করিয়া বাত্যা-রস্ত্রের পূর্বেই কোথায় পলায়ন করেন। তাঁহাদের কার্য্যারস্ত্রের আড়ম্বরে যেন ত্রিভুবন কম্পিত হইতে থাকে, পরিণেবে তাহা অজা-যুক্তের ন্যায় নিঃশব্দে বিলীন হইয়া যায়। সাধুগণের তাব ইহার বিপরীত। ঈশ-রের তত্ত্ব পরিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকেন; বাত্যা ও বজ্রাঘাত যখন স্বগিত হইয়া থাকে, দাবানল যখন লুকায়িত হয়, প্রকৃতি যখন শান্ত তাবে অবস্থান করে, তখন সেই পর্বত স্থানে স্থানে তরুলতা কল পুষ্পে মনো-হর কান্তি বিস্তার করিতে থাকে; যখন মহাবাত্যা উদ্ভিত হইয়া তাহার আভরণ-স্বরূপ তরুলতা সমস্ত ছিন্ন করিয়া দেয়, অথবা ভুরস্তু দাবানল তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দয়রূপে দহন করে, তখনও সেই পর্বত হির তাবে দণ্ডায়মান হইয়া অন্যবিধ শোভা বিস্তার করিতে থাকে। ঈশ্বরের তত্ত্ব সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের বলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন, মর্ত্যলোকের প্রতিব-দ্ধকতা তাহা ত্রুটি করিতে সমর্থ নহে। অবজ্ঞা-সূচক করতালী, বা উপহাসের কো-লাহল অথবা নিষ্ঠুরদিগের নিপীড়ন তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে পারে না; পুতি-বাধায় তাঁহার বল দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই। কেনই বা ভয় থাকিবে? যিনি আপনার মান সম্ভ্রম পদ-মর্যাদা ও সাংসারিক সুখ ঈশ্বরের পুমে উৎসর্গ করিয়াছেন, বিশেষত যখন সেই ব্রহ্মানন্দ ও সেই ব্রহ্মানন্দের প্রস্রবণ পর্য্য-স্তের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সেই স্রোতেই তাসমান হইতেছেন, তখন তাঁহার আর কিসের ভয়? যত ক্ষণ আত্মস্মৃতিতাই সর্বস্ব, তত ক্ষণই

ভয়। অন্য ভয়ের তো কথাই নাই, তিনি যত্নাক্রমে ভয় করেন না। তিনি দেখেন যে, আমার প্রাণ ঈশ্বরের হস্তে রক্ষিত হই-তেছে; “সর্ব সংহারক” হত্যারও তাহাতে অধিকার নাই। আমার শরীরে যে সকল আঘাত হইবে তাহাতে আমার যতই কষ্ট হউক, ঈশ্বরের মহিমার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না। বস্তুত কষ্টই পুেমের পরীক্ষা। যে পুেম কষ্টের ভয়ে সংকুচিত হয় তাহা পুেমই নহে। যিনি বাস্তবিক ঈশ্বরের পুমে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিই অভয় লাভ করিয়াছেন। “কেন না তিনি আপনার প্রাণ-দাতার-হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব সংহারক ভয়ানক হত্যা হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।”

ব্রাহ্মধর্ম, গুরু ও প্রচারক।

সম্প্রতি কএক জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের বি-ষয়ে সংবাদ পত্রে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল অভিযোগ উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লইয়া সর্বত্রই অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদ পত্রের পরিহাসপ্রিয় সম্পাদকের। দিব্য সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের পরিহাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। উপহাস-রসিক চূর্জনেরা বীতংস মূর্তি ধারণ করিয়া তত্ত্ব-লোকদিগকে বিরক্ত করিতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাঁ-হারা বৈরসাধনের সময় বুঝিয়া উহাতে নানা শাখা পলুব সংযুক্ত করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মধর্মের হিতৈষী বন্ধুগণ আন্তরিক ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছেন। আমরা পরস্প-রায় ইহাও অবগত হইলাম যে, যাঁহারা সর্বাত্মক কেশবচন্দ্রের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত

হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ কেহ বা তাঁহার প্রচার কার্যে সাহায্য দান বন্ধ করিয়াছেন। যাহারা প্রথমে এই গোলযোগ উত্থাপন করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নিজের লোক; এই জন্যই উহা একপ তীত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অতএব এ সময়ে কএকটি বক্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে।

বৌদ্ধ, বৈরাগী, নানকপন্থী, মুসলমান ও খৃষ্টান্ প্রভৃতি বহু গুলি সম্প্রদায় ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের প্রবর্ত্তকেরা কেহ বা ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ বা অনবধানতা দোষে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে অলৌকিক পদে আরোহণ করিয়া আছেন। প্রতি সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তকদিগের অলৌকিকতা কল্পনায় যতই আনন্দিত হউন; তদ্বারা জনসমাজে বাস্তবিক অশুভ ফলই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ, ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে বা তাঁহার সঙ্গে মনুষ্যের উপাসনা করা অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে অধিক হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্য স্বাধীন ও ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই তাহার মথার্থ ছরবস্থা; অতএব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সেবা পরি-ত্যাগ করিয়া সেই তাবে মনুষ্য বিশেষের সেবা করা অপেক্ষা ঈশ্বর-বিচ্যুতি ও আধ্যাত্মিক ছরবস্থা অধিক কি হইতে পারে? দেখ ইউরোপীয়েরা অন্যান্য বিষয়ে সকল পৃথিবী অপেক্ষা সমুন্নত হইয়াও উক্তরূপ এক কুসংস্কার নিবন্ধন কি নীচতা প্রদর্শন করিতেছে। ইউরোপে পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের উন্নতি স্মরণ করিলে আমরা কত নীচে পড়িয়া আছি বলিয়া থিত্ত হইতে হয়, কিন্তু যখন ইউরোপের ধর্ম লইয়া আলোচনা করি, তখন তাহার সৌন্দর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত যৌবনের ন্যায় অতীব দীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। তখন ইহা আশ্চর্য্য

বোধ হয় যে এমন স্বাধীনবৃত্তি ইউরোপ কেমন করিয়া ধর্ম বিষয়ে এত অধীন হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, কেবল এই সকলই উক্ত কুসংস্কারের সম্পূর্ণ ফল নহে; ধর্মের উৎকর্ষ সাধনেও উহা যৎপরোনাস্তি প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। মনুষ্য এক বাহে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হইবে, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। যে ধর্ম কোন মনুষ্যকে অলৌকিক ক্ষমতার ভূষিত ও অম্লান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে ধর্মের উন্নতি সেই স্থানেই পরি-সমাপ্ত হইল। তাঁহার শিষ্যেরা বা অনুশি-ষ্যেরা অবচ্ছেদ্যবচ্ছেদে তাঁহার সমুদায় মতকে তীত্রতা সহকারে সমর্থন করিতে যায়, এবং তাঁহার সমুদায় কার্য্যকেই সদাচার বলিয়া পুতিপন্ন করিয়া থাকে; ইহাতে অনেক সময় অসত্য ও সত্য হইয়া পড়ে ও বাস্তবিক অনাচার ও সদাচার হইয়া উঠে। তবিষ্যতে তাহাতে কাহারও আপত্তি হইলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়—তখন ধর্ম সাক্ষাৎ অধর্মের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধ, মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্মের ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তৃতীয়তঃ, মনুষ্য বিশেষে অ-লৌকিকতার তান করিয়া যে ধর্ম প্রচারিত হয়, তাহার উন্মূলনের হেতু তাহার মূলেই বিদ্যমান থাকে। যখন বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়া বস্তু সকলের স্বরূপকে উন্মূলিত করিবে তখন সেই ধর্ম অন্ধকারের ন্যায় অপসারিত হইবে। বিশেষতঃ যে সকল কৌশল তবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনকে রোধ করি-বার নিগিত প্রস্তুত হয় তবিষ্যতে তাহাই মহা বিপ্লবের হেতু হইয়া উঠে। জর্মনি ও ফ্রান্স প্রভৃতির চর্চ সকল ইহার সাক্ষী।

মহাত্মা রামমোহন রায় যে ট্রুইডিউ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়া আছে। তাঁহার পর প্রধান আচার্য্য মহাশয় সেই

ট্রুটিভিড ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গুণালী আদর্শ করিয়া আদি সমাজে যে রূপ কার্য্য প্রণালী সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং উপনিষদ্-পু-
 ত্রুতি হইতে যে সকল মত সংকলন করিয়া ও
 নিচ্ছের বহু অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল তাব
 প্রাপ্ত হইয়া পুচার করিতেছেন, তাহা কা-
 হারও অগোচর নাই। প্রধান আচার্য্য
 মহাশয় নির্বিবাদ ব্রাহ্ম নাম অবলম্বন করিয়া
 “ব্রাহ্মধর্ম” এই উদার নামে এই ধর্মকে
 আলঙ্কৃত করিয়া সত্যপ্রিয় ধর্মার্থী মাত্রেই
 আদরণীয় করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত পুস্তক
 পত্রিকা ব্যাখ্যান বক্তৃতা মালা কিছু
 প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেই দেখিতে-
 ছেন। যখনই যাহা জ্ঞাপ্তি বলিয়া অবধা-
 রিত হয়, তাহা হইতে যত্নের সহিত ইহাকে
 মুক্ত করা হইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্মের
 উদ্দেশ্য কি তাহা প্রায় সকলের নিকটেই
 প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম এক্ষণে অনেক
 কের হৃদয়ের ধন ও আরামস্থান হইয়াছেন।
 ইহার উপর অনেকেরই যমতা নিপতিত
 হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক ও যথার্থ ধর্ম
 বলিয়া অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্মের যে সংস্থান প্রণালী সংক্ষেপে
 উল্লিখিত হইল, তাহাতে অনারামেই প্রতীত-
 মান হইবে যে, কি গুণে ব্রাহ্মধর্ম দিন দিন
 অধিকতর উপাদেয় ও উপদ্রীয়মান হইতেছে।
 ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন,
 ব্রাহ্মধর্ম তাহারই সম্যক অনুযায়ী। ইহাতে
 পুস্তক বিশেষকে ঈশ্বরের প্রদত্ত বলিয়া জ্ঞান
 করিতে হয় না; মনুষ্য বিশেষের একাধি-
 পত্যও অঙ্গীকার করিতে হয় না, এমন কি
 সকলের পক্ষে গুরুকরণও আবশ্যক হয় না;
 মনুষ্যের প্রকৃতিই এই ধর্মের শিক্ষা দান
 করিতেছে—ঈশ্বর স্বয়ংই আচার্য্যের কার্য্য
 করিতেছেন। তথাপি আমরা সকলে সমান
 বুদ্ধিমান নই বলিয়া যাহারা হিতৈষণা সহ-

কারে আমাদের শিকা দিতেছেন, আমরা
 চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে
 বদ্ধ হইয়া থাকিব; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম কদাপি
 তাঁহাদিগকে সীমা অতিক্রম করিতে দিবেন
 না; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসমর্থদিগকে প্রতিপালন
 করিতেছেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম কদাপি তাঁ-
 হাকে পিতার আসন গ্রহণ করিতে দিবেন
 না; “আজি তোমাদের এক মাত্র গুরু, আর
 তোমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতা।” এ দুষিত
 বাক্য যে গুরুর মুখ হইতে পুনর্বার বিনির্গত
 হইবে, তিনি এ সময়ে কাহারও অঙ্গান্দ
 হইতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ব্রাহ্মমাত্রেই কর্তব্য।
 ইহাতে এমন নিয়ম নাই যে, ব্যক্তিবিশে-
 ষের নিকট ব্রাহ্মধর্মের শিক্ষা বা স্বীকা-
 র গ্রহণ না করিলে তাহা সিজ হইবে না। অথবা
 এমন ব্যবস্থাও নাই যে, বিশেষ পদ্ধতি অনু-
 সারে তার প্রাপ্ত না হইলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম
 প্রচার করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ যাহারা
 অন্যান্য সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া
 আছেন, সেই সকল বিষয়ী ব্রাহ্মগণ দ্বারাই
 (যদি বিষয়ী বলা সমত হয়) বিনোদ্যয়ে
 অঙ্গে অঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার হইয়া আ-
 সিতেছে। যাহারা একপ প্রচারে পরিতৃপ্ত
 না হইয়া অনন্যকর্মা হইয়া কায়ক্লেশ স্বীকার
 ও সাংসারিক মুখ ভোগের বাসনা পর্ত্ত
 করিয়া প্রচারত্রেতে ত্রুতী হইয়াছেন, তাঁহারা
 সকলের কৃতজ্ঞতাজ্ঞান ও বহু মানের আ-
 ঙ্গন হইবেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।
 কিন্তু তাঁহাদের ইহা সর্বদা মনে রাখা উচিত
 যে, তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে
 প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার মহিমা নহে।
 খৃষ্ট বা মহম্মদের ন্যায় আপনাদিগকে
 তবিষয়বস্তুর বা প্রেরিত বলিয়া প্রচার করিতে
 গেলে ব্রাহ্মধর্মের মূলোচ্ছেদন হইবে। তাঁ-
 হাদের উপর ঈশ্বরের বিশেষ দৃষ্টি হইয়াছে,

অথবা তিনি সাধারণ অপেক্ষা তাঁহার সহিত বিশেষ রূপ যোগ দিতেছেন, একপ অতিমান যেন তাঁহাদের মনে স্থান পূর্ণ না হয়; একপ অতিমান সবিশেষ কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও যোগ সাধারণের উপর যেমন, তাঁহাদের উপরও অবিকল সেইরূপ। যিনি যে কার্যে সবিশেষ যত্নের সহিত নিবৃত্ত হইয়া থাকেন, তিনিই সেই কার্যে সফলতা লাভ করেন। কৃষক, বণিক, শিল্পি, চিকিৎসক কবি ও বিজ্ঞানবিৎ অথবা ধর্মপ্রচারক ইহারা সকলেই স্বস্বকার্যে সমতাবেই ঈশ্বরের সাহায্য পূর্ণ হইয়া থাকেন এবং সেই সাহায্যই আধিতৌতিক হউক, আর আধ্যাত্মিক হউক, সাধারণ নিয়ম অনুসারেই উপস্থিত হইয়া থাকে; তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি নাই—ঈশ্বরের সাহায্য বা অনুগ্রহ অথবা যোগ ব্যক্তি-বিশেষে একচেটিয়া নহে।

এই সকল বিষয়ে অনবধানতা নিবন্ধন সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণই শিষ্য ও অনুশিষ্যদিগকে এক প্রকার ঈশ্বর হুঁতে বিচ্যুত করিয়া স্ব স্ব নামের সেবক করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সেই সেই প্রবর্তকগণ ঈশ্বর অপেক্ষাও অধিক অথবা তাঁহার সনে সমান রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্মে উক্ত রূপ হুঁটিনার সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনেকে আনন্দিত হইতেছেন। কিন্তু বর্তমান গোলযোগে তাঁহারা সন্দেহ হইয়া উঠিয়াছেন। মহাত্মা রামমোহন রায় দূরদর্শিতা সহকারে যে টুইটিভ্ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আদি সমাজে কাহারও চিন্তার বিষয় নাই। কিন্তু এমন জ্ঞান প্রচারের সময়ে অন্যত্রও যে উহা সংঘটিত হয়, অন্ততঃ উহা লইয়া কথা উৎপন্ন হয়, ইহাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্মের নিয়ন্ত যে অশেষ ক্লেশ

স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে সকলেই উপকার স্বীকার করিতেছেন; কিন্তু বর্তমান গোলযোগে সকলেই আশঙ্কিত হইয়াছেন। কএক বৎসর অবধি অনুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মত ভেদ যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আদি সমাজ কাহারও স্বাধীন তাবে হস্তার্পণ করেন নাই এবং তাহা করিবার পুরোজনও বোধ করেন না; বিশ্বাস ও কার্যে এক ঈশ্বর অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মেরা যদি অন্যান্য বিষয়ে শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হন, আদি সমাজ তাঁহাদের কোন শাখার বিপক্ষ বা কোন শাখার একাধিপত্যের স্থান হইবেন না; পুত্ৰ্য্যত সকল শাখাই আদি সমাজের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এই উদ্দেশ্য অনুসারে আদি সমাজ কাহারও স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সংপ্রতি ব্রাহ্মধর্মের মূল উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অন্ততঃ লোকের এই রূপ সংস্কার হইয়াছে। এই জন্যই এই পুস্ত্যাবের প্রবর্তনা হইল।

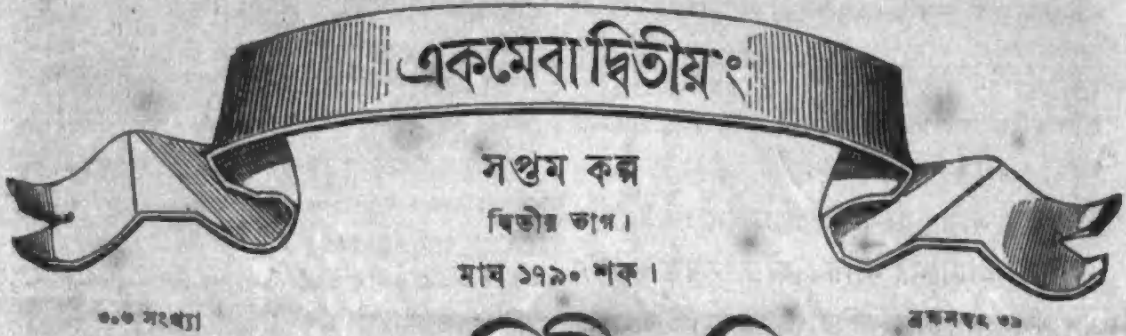
কেশবচন্দ্র প্রেরিত বা তবিসম্বন্ধ হইবার তুরাকাজ্জায় নিপতিত হইয়াছেন বলিয়া লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাতে লোকদিগকে সে রূপ দোষ দেওয়া যাইতেছে না। যে সকল হিত্রাদেশী হুঁজুর অনুপ্রাণিত হইয়া সকল কথাই শাখা পল্লবে বিস্তারিত করিয়া থাকেন এবং অন্যের পরীবাধে আনন্দ অনুভব করেন, আমরা তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিতেছি না। তাঁহার উন্নতি দর্শনে যাঁহাদের বিদ্বেষবুদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং যাঁহারা চির কাল তাঁহার মত ও কার্যের অনুবর্তন ও সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা লোকে সহসা অগ্রাহ্য করিতে পারি-

তেছেন না। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সহিত যত্ননাথের যে প্রস্ফোত্তর চলিয়াছিল, তাহা যদি যত্ননাথ অবিকল সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকের মনে সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইবার কারণেরও অসম্ভাব নাই। কেশবচন্দ্রের মনে যে ছুরাকাজ্ঞা জ্বলিয়াছে, ইহা আমাদের মনে করিতেও ক্রেশ বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার কএক জন সহচর যে তাঁহাকে কিছু অস্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ ও সন্তোষ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই গোলযোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এক বৎসর অতীত হইল প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মসম্মেলন সভায় উপদেশ দিবার সময়ে ব্রাহ্মগণকে ভূয়োভূয় এই কথা বলিয়াছিলেন যে তারতর্ঘ্যে প্রায় গুরু হইলেই অবতারণা হইয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মেরা যেন সে রূপ কলঙ্কে নিপতিত না হন। “ইহা অলীক বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে” বলিয়া ইণ্ডিয়ান মিরর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি কাহাদিগকেও মনে করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন কি না। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহচর ও অনুচরগণ দ্বারাই সেই বাক্য তবিশ্বাদ্ বাণীর ন্যায় পূর্ণ হইতে লাগিল এবং তিনি তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা কেশবচন্দ্রকে যে রূপ চতুর ও বুদ্ধিমান বলিয়া জানি, তাগতে তিনি যে শীঘ্র লোকের এই সংস্কার উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিবেন ও তাহা করিতেও পারিবেন এবং তাঁহার সহচরগণকেও সত্যের পথে পুনর্বার লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ ভরসা করিতেছি।

যাঁহারা অবিবেচনা পূর্বক লোকের নিকটে কেশবচন্দ্রকে উপহাসাস্পদ করিতেছেন এবং

অদ্যাপি সেই সকল অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহারা যাহা সম্মান বলিয়া অবধারণ করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের, কেশবচন্দ্রের ও ব্রাহ্মধর্মের অনিষ্টই হইবে। তাঁহারা যেন এ রূপ মনে না করেন যে, মনুষ্যের পুতি এই রূপ করিতে করিতে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহা হইলে পৌত্তলিকতা কি অপরাধ করিল? যীশু খৃষ্টকে লোকে যে পুতারক বলিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? খৃষ্টানেরা খৃষ্টকে যে রূপ করিয়া লোকের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা হইতে সহজেই ঐ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্রের হিতৈষিগণ কি তাঁহাকেও ঐ রূপ কলঙ্কিত করিতে চান? যিনি তাঁহাদেরই জন্য সপরিবারে সামাজিক সুখ বিসর্জন দিতেছেন, তাঁহাদেরই জন্য দ্বারে দ্বারে তিক্ষা করিতেছেন, পরিশেষে তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার কি এই পুরস্কার হইবে যে তিনি লোকের নিকট উপহাসাস্পদ ও ধূর্ত বলিয়া পরিগণিত থাকিবেন। তাঁহারা কি যথার্থই এই রূপ মনে করিতেছেন যে, কেশবচন্দ্রের দ্বারা না হইলে ঈশ্বর তাঁহাদের উপাসনা গ্রহণ করিবেন না অথবা তাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ না পাইবেন, তাহা কেশবচন্দ্রের অনুরোধে ঈশ্বর প্রদান করিবেন। তাঁহাদের মনের ভাব কি, তাহা আমরা প্রকৃত রূপে জানি না, তাঁহাদিগকে কেবল এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন ইহা যেন বিস্মৃত না হন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ চাইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। ত্রিভিন্ন বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাফুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগত: ১৯২৩। ১৫ পৌষ সোমবার।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমিহমিদমগ্রহাসীদান্যৎ কিতরাসীতদিত্যং সর্বমসত্যং। তত্ত্বং বিদ্যাং জ্ঞানমসত্যং শিবং যতঃশ্রিত্বব্রহ্মবৈশ্বক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্ত, সর্বাত্মর সর্ববিৎ সর্বশক্তিমান্ ক্রবৎ পূৰ্বমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যোপোপাসনয়া
পারমিতিকৈমিতিক শ্রুতভবতি। তস্মিন্ প্রীতিভাস্য জিহ্বকাৰ্য্যসাধনক তদুপাসনম্বেব।

বিজ্ঞাপন

উনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার
উনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রা-
হ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত
বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মস-
মাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘট্টার সময়ে
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা
হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে
৮ ঘট্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে
এবং সায়ং কালে ৭ ঘট্টার সময়ে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ { শ্রী বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর
কলিকাতা ১৭২০ শক। সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মতলস্য চতুর্দশানুবাকে তৃতীয়ে কৃতং।
কুৎস অবিঃ ত্রিষ্টু গৃহ্মঃ অগ্নিদেবতা।

১১২৮

১। স প্রত্নথা সহস্রা জায়মানঃ
সূদ্যঃ কাব্যানি বর্ডধতু বিশ্বা।
আপশ্চ মিত্রং শিষণা চ সাধন্দে-
বা অগ্নিং ধারমন্ত্রবিণোদাং।

১। 'সহস্রা' বলেন 'জায়মানঃ' নির্মথনে উৎপন্নমানঃ
'সঃ' অগ্নিঃ 'সদ্যঃ' উদ্যমীঃ উৎপন্নভরমেব 'প্রত্নথা'
প্রত্ন ইব চিরন্তন ইব 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্বাণি 'কাব্যানি'
কবেঃ জ্ঞান বর্শিনঃ অগলুতস্য কর্ম্মাণি 'বট' সত্যং 'অধত'
অধারবৎ পূর্কং বিদ্যমান ইব অগ্নিরুৎপত্তিসমকালমেব
অকীযৎ হবির্জ্বলনাদিকং সর্কং কার্য্যমকরোদিত্যর্থে। ইমং
অগ্নিং টৈবদ্যুতরূপেণ বর্তমানং মেঘেববহিত্যঃ 'আপশ্চ'
'শিষণা চ' বা সাধ্যমিকা বাহু সা চ 'মিত্রং' লখিতুতং 'সা-

ধন' সাধযন্তি কুর্কতি। তমিমে 'ত্রিণোম্নাং ত্রিণস্য
ধনস্য দাতারং 'অগ্নিঃ' 'দেবঃ' 'অগ্নিঃ' 'ধারয়ন্' সর্ক-
ণত্যাধিক্রমেণ ধারয়ন্তি। যথা দেবঃ এব ইজানবঃ উম-
নগ্নিঃ ত্রিণোম্নাং ত্রিণস্কণস্য ধনস্য দাতারং কুর্ভা দুভ্যে
ধারয়ন ধারয়ন্তি।

১। অগ্নি সহসা উৎপন্ন হন। উৎপন্ন
হইয়াই প্রাচীনের ন্যায় স্বকীয় সমস্ত কার্য
যথার্থতঃ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জল ও
মাধ্যমিক ঋষিদিগের বাক্য এই অগ্নির সহিত
মিত্রতা করে। ঋষিকেরা এই ধনদাতা
অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১২৯

২। স পূর্ব্বা নিবিদা কৃব্য-
তায়োরিমাঃ প্রজা অজানব-
নূনাং। বিবস্বতা চক্সা দ্যান-
পশ্চ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ত্রবি-
ণোদাং।

২। 'সঃ' অগ্নিঃ 'পূর্ব্বা' অজানবঃ অগ্নি কেবেক ইত্যাদি-
কথ্যনিবিদা 'কৃব্যতা' অনিদিষ্টগাভিধান লক্ষণাং জুতি কু-
র্কতি 'আযোঃ' 'মনোঃ' সম্বন্ধিনোক্তেধন চ সুযমানঃ সোহগ্নিঃ
'মনুনাং' সম্বন্ধিনীঃ 'ইমাঃ' প্রজাঃ 'অজানবঃ' উদপাদয়ৎ
মনুনা জুতঃ সন্মাননীঃ সর্কঃ প্রজা অজানবঃ ইত্যর্থঃ।
তথা 'বিবস্বতা' বিবাসনবতা বিশেষেণ আচ্ছাদনযত 'চক্সা'
আচ্ছাদনভেদসা 'দ্যান' দ্যুলোকং 'অপশ্চ' অন্তরিক্ষং
চ ব্যাখ্যোজীতি শেষঃ। অন্যৎ সমানং।

২। সেই অগ্নি মনুর প্রথম স্তুতি দ্বারা
সংজ্ঞত হইয়া তাঁহার এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি
করিয়াছেন এবং আবরণশীল স্বীয় তেজ
দ্বারা ছালোক ও অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করেন।
ঋষিকেরা সেই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া
থাকেন।

১১৩০

৩। তগী'ভূত প্রথমং যজ্ঞ-
সাধুং বিশু। আরীরাহু'তম্ভ-
সূনং। উর্জঃ পুত্রং ভরুতং
সূপ্রদানুং দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ত্র-
বিণোদাং।

৩। তে 'বিশঃ' সর্কঃ মনুষ্যাঃ 'আরীঃ' অগ্নিঃ যানিনঃ
গম্যন্ত্যঃ যুৎ 'ভুৎ' অগ্নিঃ 'ঐত' স্তম্ভঃ। কীদৃশঃ 'প্রথমঃ'
সর্কঃ দেবেষু মুখ্যঃ 'যজ্ঞসাধুঃ' যজ্ঞস্য সর্গপূর্ণমাসাদেঃ
সাধকং নিষ্পাদকং 'আহুতং' চরিত্তিভূতং 'কংকমানং'
ভোক্তাঃ প্রসাধ্যমানঃ 'উর্জঃ' অহস্য 'পুত্রং' ভুতেন অ-
য়েন জাঠরায়ের্কর্দনাং অগ্নিরহুপুত্রত্বং 'ভরুতং' হবিষাৎ
ভর্তারং যথা আগ্রপেণ সর্কাসাৎ প্রজানাং ভর্তারং।
ঋষতে চ এব প্রাণোভূত্বা প্রজাবিভক্তি তন্মাদেব ভরুত
ইতি। 'সূপ্রদানুং' সর্গশীল মানুষুভঃ অগ্নিহোদেন
ধনানি প্রদদন্তঃ ইত্যর্থঃ।

৩। হে মনুষ্যাগণ! তোমরা অগ্নির স্তব
কর। এই অগ্নি সকল দেবতার প্রধান,
যজ্ঞের সাধক, হবি দ্বারা তৃপ্ত, স্তোত্র দ্বারা
সুয়মান, অম্নের পুত্র ও প্রজাদিগের ভর্তা।
ইনি নিরন্তর ধন দান করেন। ঋষিকেরা এই
ধনদাতা অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩১

৪। স গাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টি-
বিদদাতুং তনযায় স্ববিৎ।
বিশাং গোপা জনিতা রোদ-
স্যোদেবা অগ্নিং ধারয়ন্ত্রবি-
ণোদাং।

৪। 'সঃ' অগ্নিঃ 'তনযায়' অশ্বদীযায পুত্রায 'গাতুঃ'
অনুষ্ঠানমার্গং 'বিদৎ' লভয়তু। কীদৃশঃ 'গাতরিশ্বা' গাতরি
সর্কস্য জগতঃ নির্গাতরি অন্তরিক্ষে হসন্ বর্তমানঃ 'পুরু-
বারপুষ্টিঃ' পুষ্টিঃ বহুভিঃ 'বারা' বরণীয়া পুষ্টিঃ অতিবৃদ্ধিঃ
যস্য স তথোকঃ 'সর্বিৎ' স্বঃ স্বর্গস্য বাগদারেন লভয়িতা।
'বিশাং' সর্কাসাৎ প্রজানাং 'গোপা' গোপাবিতা রকিতা
'রোদস্যোঃ' দ্যায়াপুথিব্যোঃ 'জনিতা' উৎপাদনিতা।

৪। অগ্নি অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন।
যজ্ঞ লোকে ইহার পুষ্টি সম্পাদন করিয়া
থাকে। ইনি স্বর্গদাতা ও সকলের রক্ষক
এবং ইহা হইতে ভুলোক ও ছালোক উৎপন্ন
হইয়াছে। এক্ষণে এই অগ্নি আমাদের
পুত্রকে অনুষ্ঠান পথ প্রদর্শন করুন। ঋষি-
কেরা এই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩২

৫। নভোবাসা বর্ণনামেম্যা-
নে ধাপযেতে শিশুমেকং সগী-

চাঁ। দ্যাবাক্ষানী রুকৌ। অস্ত-
বিভাতি দেবা অগ্নিঃ ধারয়ন্ত-
বিণোদাৎ। ১।১।৭।৩।

৫। 'নভোবাসা' ব্রাহ্মিঅচল 'বর্নঃ' বর্নীয়ঃ ধরপঃ
'জানেনম্যামে' পরস্পরং পুনঃ পুনঃ তিসংসারো 'সমীচী'
সংগতে সংশ্লিষ্টে ঐক্যভূতে অতত্ত্ববান্নে 'একঃ শিশুঃ'
আত্মঃ পুত্রঃ অগ্নিঃ 'দ্যাবাধোতঃ' তদীংহি পাত্বেতে 'রুকৌ'
রোচমানঃ সৌভাগ্যঃ 'দ্যাবাক্ষানী' দ্যাবাপৃথিব্যাঃ অত-
ক্ষাধ্যো 'বিভাতি' বিশেষণ প্রকাশ্যে। অন্যৎ পূর্ববৎ।
১।৭।৩।

৫। দিবা ও রাত্রি বার বার আপনার
আপনার স্বরূপকে হিংসা করত সংশ্লিষ্ট
হইয়া আছে। সেই দিবা ও রাত্রি এক মাত্র
পুত্র অগ্নিকে হবি পান করাইয়া থাকেন।
এই দীপ্তিশীল অগ্নি ভুলোক ও চাতলোকের
মধ্যে সবিশেষ প্রকাশিত হন। অত্বিকেরা
এই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন।
১।৭।৩।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

৭ পৌষ রবিবার ১৭২০ শক।

“আধিবাবীর্ষাধি।”

আমরা গৃহ-কার্যেই আবদ্ধ থাকি, কর্ম
ক্ষেত্রেই বিচরণ করি, অথবা অধ্যয়ন অধ্যা-
পনাতেই কালান্তিপাত করি, আমারদের
আত্মা সেই অরুত—অমৃতের জন্যই সর্বক্ষণ
ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। বট বীজের ন্যায়
যদিও আমরা ধরাতলে বাসু-কণার সহিত
মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছি, আমারদের অস্ত-
নিহিত আত্মা বট বৃক্ষের ন্যায় সেই অনন্ত
আকাশ অতিমুখেই উদ্ভিত হইবার জন্য
উন্মুখ রহিয়াছে। আমারদের আত্মা, ভক্তি,
প্রীতিকে সংসার প্রতিকণ আপনার প্রতি
আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু আত্মা সেই সমস্ত
বাধা বিঘ্নের মধ্যে এই সংসার-অরণ্যেই
সেই অনাদ্যনন্ত ভূমাকে অন্বেষণ করিতেছে।

বিষয়-বাসনা যদিও আমারদিগের হৃদয়কে
দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু
ঘটনা ক্রমে সেই বন্ধন ঈষৎ শিথিল হই-
লেই আত্মা অমনি দিগ্‌দর্শন শলাকার ন্যায়
স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করে—সেই ভূমার
অতিমুখীন হইয়া পড়ে। ঈশ্বর আমার-
দিগের আত্মার এমন উন্নত একুতি প্রদান
করিয়াছেন, যে সে এই ক্ষুদ্র মর্ত্যালোকবাসী
হইয়া পক্ষীর ন্যায় দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থা-
কিয়াও অনন্তের জন্য দিবারাত্র পিপাসিত
রহিয়াছে। সে এখানে সংসারের অন্ন-জলে
পরিপোষিত হইতেছে, সংসারীর স্নেহ মমতা-
তেই পরিপালিত হইতেছে, কিন্তু প্রতিক্ষণ
পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকাশ-বিহারের
জন্যই চেষ্টা করিতেছে। এখানকার বন্ধন-
শৃঙ্খল ছেদ করিবার জন্যই সর্বদা সচেষ্ট
রহিয়াছে। চাতকের ন্যায় ধরাতলে বসতি
করিয়া সেই ব্রহ্ম-প্রীতি-সুখের জন্য উন্মু-
খ হইয়া ভূমাকে আহ্বান করিতেছে। ক্ষুদ্র
হইয়া সেই মহানুকে, পরিমিত হইয়া
সেই অপরিমিতকে, মর্ত্যজীব হইয়া সেই
অমৃতকে পাইবার নিমিত্তই সমুৎসুক রহি-
য়াছে। মনুষ্য শরীরের এমন বলবীৰ্য্য নাই,
যে সেই অশরীর অজ্ঞ আত্মার নিকটবর্তী হয়,
তাহার বাক্যেরও এমন সামর্থ্য নাই, যে
তাহাকে সম্যক্ নির্বাচন করিতে পারে,
তাহার জ্ঞানেরও এমন প্রভাব নাই, যে সেই
অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করে, তথাপি তাহার
আত্মা ব্রহ্ম-গত-প্রাণ হইয়া রহিয়াছে।
সাংসারিক সম্পদ আপাতরম্য হইলেও, বিষয়-
সুখ আশু তৃপ্তি বিধান করিলেও মনুষ্যের
আত্মা সেই অনির্দেশ্য সুখ-মাগরের প্রতিই
সম্পূর্ণ-নেত্রে দৃষ্টি করিতেছে, সে সেই বাক্য-
মনের অগোচর মিরতিশর মহানুকে পাই-
বার জন্য এখানকার হস্তগত সমুদায় সুখ
সম্পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াও

প্রকৃত হইতেছে। ঈশ্বর আত্মার এমনি হৃদয়-রঞ্জন প্রিয় ধন, যে তাঁহাকে এখানে সম্যক্ লাভ করিতে না পারিলেও তাঁর অপার কারুণ্য স্বরূপের সমালোচনাতেও অসামান্য সুখ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তাঁর অপার জ্ঞান চর্চা হইতে নিরুত্ত হইয়া যদি মানব-হৃদয় সমগ্র সংসার-সুখে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলেও তাহার আন্তরিক অতৃপ্তি নিরাকৃত হয় না। কিন্তু সেই অমৃতের অন্বেষণে, সেই অনন্তের অনুধ্যানে প্ররুত্ত হইয়া কৃতকার্য না হইলেও তাহার চিত্ত প্রসাদ লব্ধ হয়, তাহা হইতে নিরুত্ত হইলেই তাহার হৃদয় দুঃখ প্লাবিত হইতে থাকে। ধর্ম আচরণে প্ররুত্ত হইয়া নিম্পীড়ন নির্ধাতনে ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিলেও তাহার আন্তরিক বল বর্দ্ধিত হয়, আলোড়িত অলস ইচ্ছনের ন্যায় তাহার উৎসাহ অনুরাগ আরও প্রজ্বলিত হইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ের সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে তাহাকে রক্ষা করিতে গেলে সে দিন দিন হীন-বল ও মুমূর্ষু হইতে থাকে।

ঈশ্বর আত্মার জীবন-জ্যোতি হইলেও তাঁহার সহিত তাহার এত নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেও সে বিষয়-বিষে জর্জরিত হওত মৃত-কাম্প হইয়া পড়িলেই তাঁহাকে বিমূর্ত হয়। কুদ্র বিষয়-কুপে আবদ্ধ হইলেই সে তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপ্ত অতুল মঙ্গল-জ্যোতি দেখিতে পায় না। সে পাপ-কলঙ্কে বিকৃত হইলেই আপনাতত্ত্ব-প্রকৃতি আপনি বুদ্ধিতে পারে না। সে তত্ত্ব-কীটের ন্যায় আপনার বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হইয়া অন্ধীভূত হয়। সে সূর্যালোকের মধ্যে থাকিয়াও আপনি অন্ধকারে বাস করে। যখন সে দেব-প্রসাদে, আত্ম-প্রভাবে জাগরিত হয়, আপনার কর্ম-দোষে, আপনার অন্ধতা বুদ্ধিতে পারে, তখনই সে তত্ত্ব-কীটের ন্যায় আগ্রহের সহিত বহু আয়াস-নির্মিত হৃদয়-গ্রন্থি ও মোহ-জাল ছেদ

করিয়া আলোকে বহির্গত হয়। যখন সেই পবিত্র স্বরূপের প্রেমালোক সংস্পর্শে তাহার চির-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, তখন তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা-বাক্য নির্গত হইতে থাকে “আবির-বীর্ষএধি।” তাঁর প্রসন্ন-মুখের বিমল-জ্যোতিতেই যখন সে আপনার কুজ্ঞতা মলিনতা, হীনতা, দুর্বলতা বুদ্ধিতে পারে—আপনাকে অসহায় ও অনন্যগতি জানিতে পারে, তখনই সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বলিতে থাকে “হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।”

আত্মাকে জাগরিত রাখিতে পারিলেই, তাহাকে পাপ, ভাপ ও সংসারাসক্তি হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেই, নদী যেমন সহ-জেই সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, আত্মাও তেমনি সরল-ভাবে ঈশ্বরাত্মিমুখে উদ্ভিত হয়। প্রবাস-প্রমুগ্ন ব্যক্তি যেমন স্বদেশ-সংবাদ শ্রবণ করিলে—স্বদেশের যাত্রীকে সন্দর্শন করিলে তাহার চৈতন্য হয়—স্বদেশ-শানুরাগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তেমনি যেখানে প্রকৃত স্বদেশের কথা সর্বদা সমালোচিত হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম-ধামের যাত্রী সকল একত্রিত হইয়া মনের আনন্দে স্বদেশের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, বিষয়-বিমুগ্ন সংসারাসক্ত আত্মাকে এক এক বার তাদৃশ স্থানে লইয়া গেলে তাহারও মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাহারও সেই করুণা-পূর্ণ পিতার সেই স্নেহ-ময়ী মাতার অসদৃশ করুণা স্মরণ হইয়া অবিরল অশ্রুপাত হইতে থাকে। (এই ব্রাহ্ম-সমাজ—এই পবিত্র উপাসনা-গৃহ সেই অমৃত ধামের যাত্রীদিগের সম্মিলন স্থল। এই সেই উন্নতি-পথের পথিকদিগের পাস-নিবাস। এখানে দাঁড়াইলেই সংসারের পরপার—সেই জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধাম সন্দর্শন করা যায়। এখানে উপনীত হইলেই হৃদয় মন স্বদেশ